গুহামধ্যে

উপন্যাস

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রাবণ—১৩৩০

মূল্য ১॥০ মাত্র।

উপহার

সুহৃদ্বর
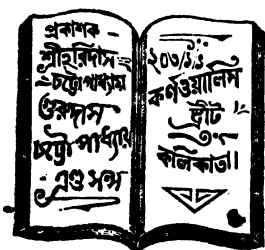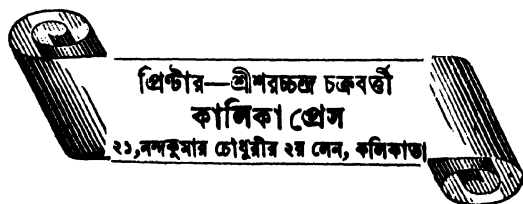
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু—

উপহার—

গুহামধ্যে

(সন্ন্যাসীর কথা)

১

প্রায় বৎসর ত্রিশ গৃহত্যাগ করিয়াও এই ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছি। হায়! মর্কট বৈরাগ্যের এই ফল! তবে যখন জড়াইয়াছি, তখন এ কাহিনী লেখার কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়া আমি সে মর্কট বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শুধুই প্রায়শ্চিত্ত নহে। সমাজের একটা বিষম পরিবর্ত্তনের যুগে এমন একটা কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বাহির হইলে, তাহাতে অবিশ্বাসের সমস্ত উপাদান থাকিলেও, লোক একেবারে অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। যদি করে, বড় জোর আমাকে ভণ্ড বলিবে।

আজকাল নিত্য যাহা ঘটা সম্ভব, সেই কাহিনীই তোমরা শুনিতে চাও। তাহাদের ভিতর হইতে একটা অসম্ভব কথা শুনিতে দোষ কি?

তখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি দশ বৎসর। সংসারটা অসার বলিয়া গৃহত্যাগ করি নাই—বিধাতা আমাকে সংসারে থাকিতে দিলেন না—উৎপীড়ন করিলেন। সে উৎপীড়ন একবার নয়—বার বার। কলেরার নৃশংসতায় আমার প্রথম সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মরিল স্ত্রী,

দশমবর্ষীয় পুত্র, পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা। দুই দিন কাঁদিলাম, মাসখানেক হা হুতাশ করিলাম, আর মাসখানেক পরে আবার বিবাহ করিলাম। বংশরক্ষা না হইলে পিতৃপুরুষ কি বলিবেন? বছরখানেকের মধ্যে একটু বড় হইতে না হইতেই সেও মরিয়া গেল। তাই ত, হাত পুড়াইয়া কত দিন খাইব? বংশ থাক্ আর না থাক্, ক্রমে যে অশক্ত হইতেছি—বাড়ীতে আমাকে দেখে, বিশেষতঃ অসুখ হইলে, এমনটি যে কেহ নাই! আবার একটা। এবারে মনে হইল, বিধাতা সদয় হইয়াছেন। এমন গুণবতী নারী কম দেখিয়াছি। এমন স্বামি-সেবা—লিখিতে এ বৃদ্ধ বয়সেও হাতটা একটু নড়িয়া গেল! তার চেয়ে বয়স আমার ঢের বেশি। তার বয়স যখন দশ, তখন আমার ওঃ! আমি ত্রিশ বছরের বড়! তার বাপ মা'কে গাল দিও, আমাকে যত পার দিও; তাহাকে দিও না। তোমরা—পুরুষ, নারী—কেহ যেন তাহার জন্য দুঃখ করিও না। এক দিনের জন্য তার মুখ বিমর্ষ দেখি নাই। আমি কোথাও যাইলে, আমার আসা-পথপানে সে চাহিয়া থাকিত। রোগে পড়িলে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শ আমার দেহের ব্যাধিটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিত। এক দিন আমার বয়স লইয়া রহস্য করিতে আনন্দময়ীকে কাঁদাইয়াছিলাম। তার ফলে ভুবনের মা'র কাছে আমার তিরস্কার-লাভ ঘটিয়াছিল। আমার প্রথম স্ত্রীর সময় হইতে সে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত। তার ছেলে ভুবন বহুকাল আগে মরিয়াছে, পুত্রের নামটি মাত্র তার অবশিষ্ট আছে। বহুকাল হইতেই আমার ঘর তার ঘর হইয়াছে। কায়স্থ-কন্যা, আমা হইতে দু'চারি বৎসরের বড়—আমি তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। তাহাকে ঝি বলিতে পারি নাই। সে আমার সংসারের একরূপ অভিভাবিকা। এক একবার স্ত্রী-বিয়োগে বৈরাগ্যের ভান দেখাইয়া তারই প্ররোচনায় আমি বিবাহ করিয়াছি। সে বলিয়াছিল,

"বাবা এরূপ তামাসা আর কখন যেন ক'র না। এ মেয়ে যার ঘরে থাকে, তার শিবের সংসার।"

আমি ভুবনের মা'র সম্মুখে নাক-কান মলিয়াছিলাম।

তার বয়স পঁচিশ। আমার বয়স? হিসাব কর, আমার বলিতে সরম হইতেছে। তার রূপ? যত পার, ভাল কল্পনা কর। হইবে না, হইবে না করিয়া সবে মাত্র ছয় মাস একটি কন্যা হইয়াছে। তার রূপ? কল্পনা করিতে যাইও না—কল্পনা পরাস্ত হইবে।

এই সময়ে এক দিন দয়া—তার নাম ছিল দয়াময়ী—তাহাকে পা দিয়া নাচাইতে নাচাইতে, আমার সেই পূর্ব্বকৃত রহস্যের উত্তর শুনাইতেই যেন বলিয়াছিল—"তালগাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী গো ঝি! তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করব কি? অঙ্কা দিলুম, কঙ্কা দিলুম, কানে মদন কড়ি; বে'র সময় দেখতে এল (কিনা) বুড়োচাঁদ ধাড়ী?"

এই তার প্রথম রহস্য, এই তার শেষ। বিধাতা আমার এমন স্ত্রীকেও কাড়িয়া লইলেন! শুধু সে গেল না, কন্যাটিকেও সঙ্গে লইয়া গেল। রোগে মরিল না—পুড়িয়া মরিল।

আমি আহারান্তে স্থানান্তরে পাশা খেলিতে গিয়াছি। ভুবনের মা নিকটস্থ নদী হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছে। পল্লীতে আগুন লাগিল।

অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হইল বটে, আমার সব গেল—সম্পত্তি, ঘর, স্ত্রী, কন্যা। আগুনের বেড়াজাল ঘিরিয়া কেহ তাহাদের উদ্ধার করিতে পারিল না। দেহ দেখিয়া দয়াময়ীকে চিনিতে পারিলাম না, তার কন্যাকে চিনিলাম। তার মা দুই হাতে আঁকড়িয়া তাকে যেন অস্থি-পঞ্জরের ভিতর লুকাইয়াছিল। তার বর্ণের বিলয় হয় নাই, শ্রীর এতটুকু হানি হয় নাই। শুধু সে মরিয়াছে।

আমি, ভুবনের মা—উভয়েরই এবার অশ্রু শুকাইয়াছে। প্রাণের

ভিতর চক্ষু সিক্ত করিবার আর রস নাই। এ, ও, সে আমাদের উভয়কে স্থান দিতে কতই না আগ্রহ করিল। আমার মন ভিজিল, কিন্তু ভুবনের মা কঠোর হইল। আমাকে বলিল—"কি বাবা, আবার কি নরক ঘাঁট্‌তে ইচ্ছা আছে?"

আমি বলিলাম—"তুমি কি কর্‌বে?"

"কাশী যাব।"

"আমিও যাব, ভুবনের মা!"

২

দশ বৎসর উভয়ে কাশীবাস করিতেছি। এ দশ বৎসরে অনেকটা যেন শান্তি পাইয়াছি—সংসারটাকে এক রকম যেন ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখচ্ছবি চোখের সুমুখে এক একবার ভাসিয়া উঠে—আমি জোর করিয়া সরাইয়া দিই। মাস পাঁচ ছয় তাও আর উঠে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সিদ্ধ যোগীর আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমাকে গৈরিক দিয়াছেন মাত্র—সন্ন্যাস দেন নাই। লইবার আগ্রহ দেখাইলে বলিতেন—"তার জন্য ব্যস্ত হইও না। সময়ে সন্ন্যাস আপনিই আসিবে—অপক্ক সন্ন্যাসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর।"

তদবধি ব্রহ্মচারীর জীবনই যাপন করিতেছি। রাত তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করি, তারপর তীর্থস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ ঘোরাফেরা করি।

বাসায় ফিরিতে কোনও দিন নয়টার কম হয় না। ভুবনের মা পরিচর্য্যার যা কিছু সব করে, কেবল রন্ধন কার্য্যটি আমার। বৈকালে সাধু-সঙ্গ, ভাগবত-কথা শুনা, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দেখা—সত্য সত্যই দিনগুলি আনন্দে ও শান্তিতেই একরূপ অতিবাহিত হয়।

তবু সন্ন্যাসলাভ হইল না বলিয়া মনটা সময়ে সময়ে একটু কেমন সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। গুরুর উপদেশ মনে পড়িত। এখনও কি তবে অদৃষ্টে কর্ম্মভোগ আছে? সংসার আর করিব না, বিশ্বনাথের মাথায় বিল্বপত্র চাপাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। গুরুর সম্মুখেও সে কথা অনেকবার উচ্চারিত করিয়াছি।

আমার বয়স তখন প্রায় সত্তর। আমার অপেক্ষা কত অল্প বয়স্ককে, এমন কি, দুই চারি জন যুবককেও, গুরুকে সন্ন্যাস দিতে দেখিয়াছি। আর আমি চাহিলেই তিনি বলিতেন—"ব্যস্ত কেন, অম্বিকাচরণ? তুমি বেশ আছ।"

তবে বেশই আছি—সন্ন্যাসের কথা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমার সন্ন্যাসী গুরু-ভাইরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান। শুধু তাই নয়, গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অনেকে আমার পরিচর্য্যা করিতে ছুটিয়া আইসেন। গুরুদেবের যে দিন ইচ্ছা হইবে, সেই দিনেই সন্ন্যাস লইব ভাবিয়া আবার নিত্যকৃত্যকর্ম্মে মন দিয়াছি।

সে দিন একে শীতকাল, তায় দুর্য্যোগ—বৃষ্টিও হইতেছে, ঝড়ও হইতেছে শীতে শরীরের রক্তও বুঝি জমিবার উপক্রম করিয়াছে। রাত্রি তিনটা। এমনই সময় নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যাই। কাশীতে আসিবার পর হইতে এই দশ বৎসর একটি দিনের জন্য আমার এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ঘটিবে? নিত্যকার্য্যগুলা এত দিন ঘড়ীর কাঁটার মত করিয়া আসিয়াছি। আজই কি তার ব্যতিক্রম হইবে? কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া, দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া যেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, অমনিই আমার গন্তব্যপথের সম্মুখে আসিয়া ভুবনের মা বলিল—"আজ বড় দুর্য্যোগ।"

বুঝিলাম, যাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে সে কথা বলিল, পাছে

পিছু ডাকা হয়, এই জন্য সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমাকে সম্বোধন করিল না। আমি বলিলাম—"হ'ক্ ভুবনের মা' এ হ'তে বড় বড় দুর্য্যোগ ত মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে। আমি যাব।"

"তবে কমণ্ডলু রেখে যাও। কমণ্ডলুতে বৃষ্টি-জল পড়া রোধ করতে পারবে না।" ভাবিলাম ঠিক—কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে বৃষ্টির জল পড়িবেই। অথবা না পড়িলেও, পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। সে জলে দেবতার সেবা হইবে না। কমণ্ডলু রাখিয়া স্নানে গেলাম।

চৌষাট্টি যোগিনীর ঘাট। তখনও ঘোর অন্ধকার। বিশেষতঃ চাঁদনীতে ঘনতম অন্ধকার। বিদ্যুতের সাহায্যে কতকটা পথ চলিতেছি, কতকটা অন্ধের মত হাতড়াইতেছি। ঘনতম অন্ধকার-গর্ভে প্রবেশ করিলাম। চাঁদনী পার হইয়া সোপানে পা দিব; শুনিতে পাইলাম, এক মৃদু আর্ত্তনাদ। কি মৃদু! তবু ঝড়ের হুঙ্কারকেও দলিত করিয়া শব্দ আমার কানে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিয়া মুখ ফিরাইলাম, চাঁদনীর ভিতরে আসিলাম। আবার স্বর—বোধ হইল যেন সদ্যোজাত শিশুর।

বিদ্যুৎ চমকিতেই দেখিলাম, কোণের একপাশে কাপড়ের পুঁটুলির মত একটা কি। নিকটে উপস্থিত হইতেই আবার অন্ধকার। কান পাতিয়া আর একটা কান্নার প্রতীক্ষা করিলাম। কই শব্দ? বুঝি মরিয়াছে—এ দারুণ শীতে আমিই মরমর হইতেছি, সে সদ্যোজাত শিশু কি বাঁচিতে পারে? ভাবিলাম, কোন অভাগিনীর অবৈধ লালসার ফল। প্রসবের পর এখানে ফেলিয়া গিয়াছে, যদি কোনও মমতাময়ের দৃষ্টিতে পড়িয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়! প্রথম আলোকে যতটুকু অনুভূতি আমার হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, ত্যাগের ভিতরেও ব্যাকুলতাভরা জননী-স্নেহ। সুশুভ্র বস্ত্রে, প্রকৃতির আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য শিশুটিকে অভাগী মা ঘেরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চেষ্টা তার নিষ্ফল, শিশু বাঁচিল না! আবার বিদ্যুতালোক। শিশুর মুখ দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকা, কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানির কাছে মুখ লইয়া আর একটা তড়িদ্বিকাশের প্রতীক্ষা করিলাম। বজ্রনিনাদে প্রচণ্ড আলোক লইয়া এবারে তড়িৎ যেন সে সুবর্ণ-শিশুর মুখের উপর উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিল। দেখিলাম, সে পদ্মচক্ষু কড়িরু দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতেছে। বুক কাঁপিয়া উঠিল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—দশ বৎসরের লুক্কায়িত যাতনা লইয়া—দয়াময়ীর বুকে জড়ানো তার সকল মমতার সার। তার চক্ষু মুদ্রিত ছিল—এ চোখ মেলিয়াছে। মৃত্যু লুকাইয়া ছিল তার পলকের ভিতরে, এর মুক্ত পলকে তারার উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার অভাগিনী মা'কে শত ধিক্কার দিলাম। সামান্য একটু অশ্রু বুঝি চোখের কোণে আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিয়া, মুখটি ফিরাইয়াছি। না, না—এখনও ত বাঁচিয়া আছে? শিশুর কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

ভাবিবার আর অবকাশ পাইলাম না। বাঁচা মরার বিচার পরে। সেই অন্ধকারে পুঁটুলি বুকে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

৩

"ভুবনের মা!"

"এস বাবা, আমি ভাবছিলুম—বড় দুর্য্যোগ।" বাড়ীর দোর খুলিয়াই আবার সে বলিল—"তুমি আজ এমন সময় গঙ্গাস্নানে যাও, আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"দেখ দেখি, ভুবনের মা!"

ভুবনের মা পুঁটুলির দিকে চাহিয়াই বলিল—"কি ও?"

"দেখ দেখি বেঁচে আছে কি না?"

পুঁটুলির যত সন্নিকটে পারে চোখ দিয়াই ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—
"সর্ব্বনাশ! এ খুনের দায় কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

"যদি ম'রে থাকে, গঙ্গায় ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে আসি।"

ভুবনের মা আমার হাত হইতে শিশুটিকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। আলো জ্বালিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশু মরিয়াছে ভাবিয়া আমি বাহির হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"নিয়ে এস, ভুবনের মা।"

ভুবনের মা উত্তর দিল না—আসিলও না।

আমি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলাম—"দেরি ক'র না, ভুবনের মা! এর পর ফেলে দেওয়া কঠিন হবে।" এই সময় দুই একজন লোক বাড়ীর সুমুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছে। সুতরাং এবারে বেশ রুক্ষস্বরেই আমাকে বলিতে হইল—"কর্‌চিস্ কি বুড়ি আমাকে বিপদে ফেল্‌বি?"

"তুমি ঘরে এসো।"

গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—"আ পোড়ামুখী, সেই তুমি! কোন্ চুলো থেকে ফিরে এলে?

বুঝিলাম মেয়ে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেঁচে আছে?"

"এসে দেখ—ভাল ক'রে দেখ—বুঝতে পারছ?"

"তাই ত, ভুবনের মা, এমন সাদৃশ্য ত দেখি নি!"

ভুবনের মা আলোর অতি সন্নিকটে শিশুর মুখখানি ধরিয়া বলিল—
"সেই মুখ—সেই চোখ।"

"তার পর?"

"এখনও কর্ম্মভোগ আছে—আর পর কি! শীগ্‌গির গয়লা-বাড়ী থেকে দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে এস।"

দশ বছরের পর সেই প্রথম আমার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া গেল।

সে দিন স্নান করিতে বাজিল নয়টা। জলে জলে আহ্নিক সারিয়া, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ—এই তিনটিকে মাত্র দেখার একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখনও দেখি, ভুবনের মা মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ তৈল-ভূষিত করিয়া আগুন দিয়া ভাজিতেছে।

"ভেজে মেরে ফেল্‌বি—বুড়ী ?"

"না গো, তুমি আপনার কাজ কর। মেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হবে কেন ? তাপ দিয়ে একটু কাহিল ক'রে দি।"

"বাঁচ্‌বে কি, ভুবনের মা ?"

"বালাই! বেঁচেছে; আবার বাঁচ্‌বে কি!"

যেন একটা প্রচণ্ড আশ্বাসে, তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—সব বয়সের ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইলাম। ছবির পর ছবি আমার মানস-দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে আসিল। সন্ন্যাস লইবার সাধ তাহাদের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে!

ভাগ্যে গুরুদেব সে সময় কাশীতে ছিলেন না! থাকিলে বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত না।

দয়াময়ী আমাকেও লুকানো আমার মর্ম্মকথা বুঝি শুনিয়াছে। সতী বুঝি শুনিয়া স্বর্গেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তার বুকের ধন আমাকে দিবার জন্য চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে নিক্ষেপ করিয়াছে!

সীতা শকুন্তলাও ত এইরূপেই সংসারে আসিয়াছিলেন। একজন পশিয়াছিলেন রাজর্ষি জনকের ঘরে, এক জন ঋষি কণ্বের। তবে আমার ঘরে ইহাকে রাখিতে দোষ কি ?

কিন্তু ইঁহাদের অদৃষ্ট ? মনে মনে প্রশ্ন করিতেও শিহরিলাম! না—না—এ কলিকাল। সকলের অদৃষ্টই কি একরূপ হইবে ? না—না! সুখী হ' শিশু, সুখী হ'।

৪

মেয়েটা ছয় মাসের হইয়াছে। ভুবনের মা সমস্ত মাতৃ-স্নেহ মেয়েটাতে ঢালিয়া তাহাকে ছয় মাসের করিয়া তুলিল। আর আমি? সত্য সত্যই এই অজ্ঞাত-কুলশীল—এই মায়ার ডেলাটাকে লইয়া আবার আমি কি সংসারী হইতে চলিলাম? বুড়ী সব কাজ ফেলিয়া তাহাকে লইয়াই একরূপ দিন কাটাইয়া দেয়। পালে-পার্ব্বণে এক আধ দিন সে ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহাকে এ, ও, তার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া। তাও যাওয়া নামমাত্র—যাইয়া একটু পরেই ফিরিয়া আইসে।

আর আমি? মনটাকে যথাশক্তি টানিয়া এখানে ওখানে লইয়া যাইতেছি—পূর্ব্বেরই মত নিত্যকর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু কর্ম্ম আমার ক্রমেই প্রাণশূন্য হইতেছে। ভুবনের মা তাকে লালন করে, সর্ব্বদাই বুকে করিয়া রাখে, কিন্তু আমাকে দেখিলে শিশু যেন কি এক আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে; তা'র বুক হইতে আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। যেখানেই থাক, আমাকে দেখিতে পাইলে, সেইখান হইতেই হুড়হুড় করিয়া ছুটিয়া আইসে। কাঁদিতে একরূপ জানেই না—যদি কখন কাঁদে, আমাকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়।

দেখিতে দেখিতে শিশু ছয় মাসের হইল। যদি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তা হইলে তার ত সংস্কার করিতে হইবে।

আমি ঠাকুর দেখা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া সবে মাত্র বসিয়াছি। ভুবনের মা, অন্যদিন যেখানেই থাক, শিশুকে আমার কোলে দেবার জন্য লইয়া আইসে। আজ সে নিজেই আসিল।

"খুকী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"না।"

"তাকে কোথায় রেখে এলে ?"

"আছে গো ঠাকুর, তামাক খাও। তুমি যে আজ গিয়েই ফিরে আস্‌বে, তা কেমন ক'রে জান্‌ব ?"

সত্য সত্যই আমি কর্ত্তব্য ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঠাকুর দেখা আমার ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

ভুবনের মা'র কাছে মুখ-রক্ষার জন্য বলিলাম—"আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হয়—মেয়েটার ত একটা সংস্কার কর্‌তে হ'বে ?"

"তা হবে বই কি, বাবা।"

"বড় সমস্যায় পড়েছি, ভুবনের মা। এই সময় ওর মুখে ত দুটি অন্ন দিতে হয়।"

"খুকীর অন্নপ্রাশনের কথা বল্‌ছ ? তা ত দিতেই হবে।"

"তা তো হবে—কিন্তু—"

ভুবনের মা আমার মনের কথা ধরিয়া ফেলিল—"আবার 'কিন্তু' কিসের, বাবা, তুমিই ত ওর বাপ—তুমিই ত ওর মা।"

"আর তুমি ?"

"আমি ওর যে দিদি ছিলুম, সেই দিদি।"

"বেশ জড়াবার ব্যবস্থা কর্‌ছিস্‌ ত বুড়ি! তা হ'লে জগতে এসে আর মা বাক্য উচ্চারণ কর্‌তে পেলে না ?"

ঠিক এমনই সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে অতি মিষ্ট কণ্ঠে কে ডাকিল, "ভুবনের মা!"

"কেন, মা ?"

"খুকী ঘুমিয়েছে।"

"বাবা, তুমি একবার ঘরের ভিতর যাও ত" বলিয়াই ভুবনের মা

চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে দেখিব না দেখিব না করিয়া দেখিলাম—এক অবগুণ্ঠনাবতী রমণী। ভুবনের মার অন্তরাল দিয়া সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিলাম মাত্র তার দুইটি চরণ—কি অপূর্ব্ব সুন্দর পা দু'খানি! বর্ণ—কে যেন দুটি পায়ে দুধ-আলতা মাখাইয়া দিয়াছে। চরণের অনুপাতে মুখ যদি সুন্দর হয়, তা হ'লে, এ তো অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী।

ভুবনের মা ফিরিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে উনি গা?"

"তোমার এ মেয়েকে কি বাঁচাতে পারতুম বাবা, ওই মেয়েটি যদি না থাকৃত। ও প্রতিদিন এমনি সময় এসে খুকীকে মাই খাইয়ে যায়।"

উল্লাস-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ রকম খাওয়াচ্ছে কত দিন?"

"তুমি আন্‌বার চার পাঁচ দিন পর থেকে।"

"তবে ত আজ সকালে ফিরে বড়ই অন্যায় করেছি। তুমি এ কথা আমায় বলনি কেন?"

"তাতে কি হয়েছে—ও তোমার কন্যাই মনে কর।"

"তা হ'লে ত খুকীর মা আছে ভুবনের মা?"

"তা, স্তন্য দিয়ে যে বাঁচায়—সে মা বই আর কি? তুমি এখন খুকীর মুখে ভাত দেবার ব্যবস্থা কর।"

যথারীতি শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়া দিলাম। নিজেই তার পিতৃত্বের অধিকার লইলাম। নাম দিতে গিয়া দয়াময়ীর রহস্যের কথাটা মনে পড়িল। প্রথম সাগ্রহে তাকে বুকে তুলিয়া ডাকিলাম—গৌরী!"

আরও পাঁচ মাস—গৌরীর বয়সের বছর পূরণ হইতে মাত্র এক মাস বাকী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গুরু কাশীতে ফিরিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে গেলাম। ছোট গৈবী কূপের নিকটে একটি বাগানের ভিতর তিনি আসন করিয়াছেন। কাশীতে তাঁহার কোনও

একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিল না ; যেখানে যখন সুবিধা হইত, সেইখানেই আসন পাতিতেন—এবারে পাতিয়াছেন গৈবীতে।

যাইয়া দেখিলাম, বহু লোক আসনের সম্মুখে বসিয়াছে। সকলেই আমার অপরিচিত। সকলে নীরবে বসিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত উপদেশ শুনিতেছিল। সকলের মধ্য দিয়া গুরুর সম্মুখে আমি প্রণত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উপদেশ স্থগিত রাখিয়া তিনি আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। স্থান দেখিয়া যাহার পার্শ্বে বসিলাম, পরে পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার নাম ব্রজমাধব চক্রবর্ত্তী—পাবনার এক জন বিশিষ্ট জমীদার।

উপদেশ 'অস্তেয়' কথার অর্থ লইয়া হইতেছিল। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের ভিতরে 'যম'-সাধনের ভিতর কথাটা আছে। সাধন-মুখে সাধককে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করিতে হয়—উহা তাহাদের মধ্যে একটি। উহার অর্থ অচৌর্য্য। তিনি বলিতেছিলেন, যোগ-সিদ্ধ হইতে হইলে চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিতে হইবে কায়-মনোবাক্যে। চোর কোনও কালে আত্মলাভ করিতে পারে না।

আগে ত জানিতাম, না বলিয়া পরের ধন গ্রহণ করার নাম চুরী। আর ধন অর্থে—তুমি আমি চিরকাল যাহা বুঝিয়া আসিতেছি, তাহাই বুঝিতাম।

চুরীর এত অর্থ! আমার আসিবার পূর্ব্বে গুরু চুরীর কত উদাহরণ দিয়াছেন—আমি শুনি নাই। যাহা শুনিলাম, সে উদাহরণগুলা একত্র করিলেও যে একখানা মহাভারত রচনা হইয়া যায়! কাজের চুরী, মনের চুরী, বাক্যের চুরী—ভাবের ঘরে চুরী। এ কাহিনীর ভিতরে এত চুরীর কথা কহিবার স্থান নাই।

তাহাদের মধ্যে একটি অর্থ—শুধু সেইটিই তোমাদের শুনাইব।

শুনিয়া আমি ও আমার পার্শ্বের উপবিষ্ট জমীদারপুত্র উভয়েই যুগপৎ শিহরিয়া উঠিয়াছি।

চৌর্য্যের নানা উদাহরণ দিতে দিতে হঠাৎ তিনি, আমি ও ব্রজমাধব উভয়েরই মুখের দিকে একটু দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এই মনে কর, লালসার চরিতার্থতার জন্য মানুষ কতই না চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কায়, মন, বাক্য, ভাব—যত প্রকারের চুরী আছে, এ হতভাগারা তার একটিও বাদ দেয় না।" বলিয়াই কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিয়া আবার বলিলেন—"অবৈধ সংসর্গের ফল।"

ব্রজমাধব, আমার মনে হইল, কথাটা শুনিতেই শিহরিয়া উঠিল।

গুরু বলিতে লাগিলেন—"নষ্ট করিল ত সেই হতভাগ্য জীবের জন্মের সমস্ত সার্থকতাটা চুরী করিল। শিশু মরিলেও তার পিতামাতা চোর, বাঁচিলেও চোর। রাখিল ত তার সমাজের আসন চুরী করিল; পথে নিক্ষেপ করিল ত তার প্রাপ্য, মাতৃস্তন্য, তার একমাত্র আশ্রয় মাতৃ-অঙ্ক—সেই সঙ্গে সঙ্গে আর কত বলিব—তার সব চুরী করিল।"

ব্রজমাধব একটু যেন চঞ্চল হইল।

"শেষকালে সেই হতভাগা হতভাগিনীর সমস্ত জীবন কেবল ভাবের ঘরে চুরী করিতে করিতেই কাটিয়া যায়। তার পর তারা হয় ত কত দান করিল, কত জলাশয়, কত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিল—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত জয়ধ্বনি শুনিল। কিন্তু শান্তি? সেই সমস্ত জয়ধ্বনির শিরে সেই পরিত্যক্ত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিতেছে! সেই সূক্ষ্ম স্বর তাহাদের সমস্ত শান্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব! সে হতভাগা হতভাগিনীর কি মুক্তি নাই?"

"ভাবের ঘরে চুরী পরিত্যাগ না করিলে নাই।"

"সে কি করিবে ?"

"সে চুরীর কথা প্রকাশ করিবে।"

"জগতের কাছে ?"

"তা' করিতে পারিলে ত' তন্মুহূর্ত্তেই মুক্তি। না পারে, কোনও সাধুর কাছে, তাঁর শরণাগত হইয়া পাপ স্বীকার; তিনি তার মুক্তির উপায় বলিয়া দেন।"

ব্রজমাধব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"শুনিয়াছি, খৃষ্টানদের এইরূপ পাপ-স্বীকারের প্রথা আছে।"

একজন ইংরাজীনবীশ শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তার নাম কনফেসন। কোনও পাদরীর কাছে, পাপ-কথা বলিয়া আসিতে হয়। তিনি তার পাপ-মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"যে সেই পরিত্যক্ত পুত্র কিংবা কন্যা কুড়াইয়া লয়—সেও চোর।"

সর্ব্বশরীরের রক্ত মুহূর্ত্তের ভিতরে মাথার দিকে ছুটিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম—"সেও চোর ?"

"তুমিই বল না, অম্বিকাচরণ।"

"কেন প্রভু, এইরূপ বহু পরিত্যক্ত পুত্রকন্যাকে সাধুরা যে অনাথ-আশ্রমে স্থান দিতেছে।"

শুনিবামাত্র এমন তিরস্কারের সহিত আমার কথার তিনি উত্তর দিলেন যে, সবলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিতের মত হইয়া গেল।

"হতভাগ্য সন্ন্যাস লইবার জন্য আমাকে অস্থির করিয়াছিলে, অথচ মায়ায় ও দয়ায় প্রভেদ বুঝিতে তোমার সামর্থ্য নাই! মনে কর, স্ত্রী-পুত্রকন্যার বিয়োগে মনস্তাপে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াই সেই অবস্থায় একটি শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়াছ। দয়া অথবা মায়া যে কোন একটার

সাহায্যে তাহাকে তুমি পালন করিতে পার। যদি তৎপ্রতি মমতা হয়, অম্বিকাচরণ, তখন দয়ায় তাহাকে পালন করিতেছি, এ কথা বলিলেই তোমার ভাবের ঘরে চুরী হইবে। সেই শিশু যখন 'বাবা' বলিয়া তোমার গলাটা জড়াইয়া ধরিবে, তখন তোমার কি একবারও মনে উঠিবে না, আমি এই শিশুর পিতৃ-স্নেহ চুরী করিতেছি?"

আমারও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

"কি রাজমোহন, শুন্‌ছ?"

"ও চিরকালই শুনে আস্‌ছি প্রভু, কুলীনের ঘরে যখন জন্মেছি। কত চুরী নিজেই কর্‌লুম! করলুম কেন, এখনও কর্‌ছি। কত দিন কর্‌ব, তারই বা ঠিক কি!"

ফিরিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়সী সুকান্তদেহ পুরুষ সকলের একরূপ পশ্চাতে, সেই স্থানের এক প্রান্তদেশে বসিয়া আছে।

"তুমি ত সাধু হে—তুমি চুরী করতে যাবে কেন?"

"পাঁচ সাতটা বিয়ে করেছি, আমি সাধু?"

"কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন ত যেখানে যাইতেন, সেই স্থানেই একটা বিবাহ করিতেন। রাজমোহন, সংযমী যে, তার শত বিবাহেও ক্ষতি হয় না। অসংযমী একটা বিবাহেই শত অনিষ্টের সৃষ্টি করে।"

এইখানেই একরূপ কথার শেষ হইল। ব্রজমাধব গুরুজীকে প্রণাম করিয়া উঠিল। আমিও উঠিলাম। সহসা আমার দেহে যেন শত-বৃশ্চিক-দংশনে জ্বালা ধরিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না।

আমি উঠিতেই গুরুদেব বলিলেন—"কি অম্বিকাচরণ, আমার সঙ্গে দিন কয়েক ঘুরে আস্‌বে?

"এসে বল্‌ব, প্রভু!

"বেশ।" একটু করুণার হাসি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া দিল।

দন্তের শুভ্রতার ভিতর দিয়া মনে হইল, আমাকে শান্ত করিতে তাঁর আশ্বাসের বাণী আসিতেছে।

পথে চলিতে ব্রজমাধবের সঙ্গে একটু পরিচিত হইয়া লইলাম। একবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই সাধুটির সঙ্গে যে কোনও সময়ে নির্জ্জনে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন?"

আমি বলিলাম—"চেষ্টা করিব।"

সুতরাং পরস্পরকে আমাদের বাসার পরিচয় দিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দ্বার খুলিতে ভুবনের মা'কে ডাকিলাম। যেমন দ্বারটি খোলা হইয়াছে, অমনিই মেয়েটা ভুবনের মা'র কোল হইতে ঝুঁকিয়া আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল।

"বা-বা-বা!"

"ছাড়্ গৌরী ছাড়্!"

"বা-বা-বা!" যথাশক্তিতে দুইটি বাহুলতা দিয়া সে আমাকে বাঁধিয়াছে।

"ও মা ছাড়্!" তখন আমার চক্ষু জলে অন্ধপ্রায় হইয়াছে।

"একবার বুকে না নিলে কি ও ছাড়বে! এতক্ষণ ফেল্-ফেল্ ক'রে কেবল পথের পানে চাচ্ছিল।" বলিয়াই ভুবনের মা সত্য সত্যই গৌরীকে আমার বুকের উপর তুলিয়া দিল।

হায়! এই বুকে আশ্রয় লওয়া ননীর পুতুলটি আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে? এরই নাম কি বৈরাগ্য?

৫

ক্ষুদ্র শিশু যেন কি বুঝিতে পারিয়াছে ; বুঝিয়া শঙ্কিত হইয়াছে। নহিলে আজ আমাকে সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না কেন ? আহ্নিক-কার্য্য করিব, সে ঘাড়ে পিঠে কোলে উঠিয়া আমার জপ, তপ, সব গোলমাল করিয়া দিতে লাগিল। কোলে রাখিলে কাঁধে উঠিতে চায়, কাঁধে করিলে পিঠে ঝুলিবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়, পিঠে রাখিলে আবার কোলে শুইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখায়।

ভুবনের মা'র এত স্নেহ—এমন বুকে করিয়া-মানুষ-করা সে যেন ভুলিয়াছে—অকৃতজ্ঞার মত তার সমস্ত মমতা আমাকে ঢালিয়া দিবার জন্যই যেন সে আজ সঙ্কল্প করিয়াছে। "বা—বা—বা !" কতবার ভুবনের মা'র কোলে দিতে গেলাম, সে দু'টি কচি বাহু দিয়া আমাকে জড়াইয়া রহিল ; কোলে দিলে আবার ঝাঁপাইয়া আমার কোলে আসিল।

"বা—বা—বা !" ভুবনের মা কাছে দাঁড়াইয়া আমার এ দুর্দ্দশা দেখিতেছিল, দেখিয়া যেন বিপুল সুখানুভব করিতেছিল।

"আমি কি আজ আহ্নিক পর্য্যন্ত কর্‌তে পাব না, ভুবনের মা ?"

"তা আমি কি কর্‌ব বাবা ?"

"একটু নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এস।"

"অপর ঘরে নিয়ে যাও" বলাই আমার উচিত ছিল। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কতকটা আমি আত্মহারারই মত হইয়াছিলাম, কি বলিতে কি বলিলাম।

ভুবনের মা শুনিয়াই চমকিতার মত উত্তর করিল—"রাস্তায় ?"

"ও ঘরে বল্‌তে রাস্তায় বলেছি।"

অন্য ঘরে উপস্থিত হইতে না হইতেই গৌরী যাইবার পথেই কাঁদিয়া উঠিল। ভুবনের মা তাহাকে ভুলাইবার কত চেষ্টা করিল—তাহাতেও যখন তার রোদনের নিবৃত্তি হইল না, তখন বৃদ্ধা সত্য সত্যই তাহাকে পথে লইয়া গেল। ধার্ম্মিকা বৃদ্ধা আমার দুরবস্থাটা বুঝিয়াছিল। সে দেখিল, গৌরীর অত্যাচারে আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই ত করা হইল না!

পথে লোকজনের যাতায়াত দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে শান্ত হইতে পারে। অনুমানে নির্ভর করিয়া ভুবনের মা তাহাকে বাড়ীর সম্মুখের পথে ভুলাইতে লইয়া গেল। শিশু ভুলিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

এই সময় যথাসম্ভব সত্বর জপকার্য্য সারিতে গিয়া দেখিলাম, আমি অশক্ত। মালার দুইটা বীজ ঘুরাইতে গিয়াই বুঝিলাম, গৌরীই আমার ধ্যান, আমার জপ, আমার তপস্যা! ওই ক্ষুদ্র শিশুই আমার মনের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ইষ্টচিন্তা করিতে গিয়া আমি কেবল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ গৌরীর সঙ্গে জড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না, কখন্ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের আমার ভস্মীভূত সংসার—আমার বাড়ী, ঘর, স্ত্রী সমস্ত যেন নূতন জীবনে জাগিয়া আমার পলক-বদ্ধ দৃষ্টিকে আক্রমণ করিল। সর্ব্বশেষে আসিল, গৌরীর মূর্ত্তি ধরিয়া—"বা—বা—বা" মুখ হইতে নূতন উচ্চারিত পিতৃ-সম্বোধনের চেষ্টায় চঞ্চল অধর দুটি লইয়া তাহার সেই মায়ের বুকের স্পন্দন-রহিত প্রাণশূন্য কন্যা। সেই উচ্চারণের ভিতর হইতে সে যেন আমাকে শুনাইতে লাগিল,—"বা—বা—বা—আমান মা ম'রে গেছে, কেবল বাবা তুমি আছ—তুমি আমাকে ফেলে দিয়ো না।"

জপ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। "এ কি মায়া, না দয়া? গৌরি গৌরি, মা আমার, এই মালা হাতে ইষ্টমন্ত্র জপিতে গিয়া একবার যে বলিতে পারিতেছি না, তুমি আমার নও। পৃথিবীর যেখান হইতে যেখানেই যাই না কেন, তোমার স্মৃতি-পুত্তলী বুকে করিয়াই যদি আমাকে পথ চলিতে হয়, তা হইলে কেমন করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব?"

"বা—বা—বা"—আয় গৌরী আয়।

"জপ সাঙ্গ হ'ল কি, বাবা?"

"হয়েছেই মনে ক'রে নাও।"

"আজ এ এমনটা কেন কর্‌ছে, বুঝতে ত পার্‌ছি না।"

"আমি বুঝেছি।"

"কি বল দেখি, বাবা—এখানে সেখানে নিয়ে কোথাও আমি একে শান্ত কর্‌তে পারলুম না!"

কোশা, কুশি, মালা—সমস্ত উঠাইয়া গৌরীকে কোলে লইলাম। কোলে আসিয়াই আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া অতি অবসাদে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তার ঘন-কম্পিত অভিমানের নিশ্বাস, তার ক্ষুদ্র হৃদয় খানির অজস্র স্পন্দন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

"জপ বুঝি শেষ করা হয়নি?"

"না।"

"তা আমি তোমার কথাতেই বুঝেছি। হাজার কাঁদ্‌লেও আমি আর একটু পরে আস্‌তুম। একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন বলেই ত আমাকে আস্‌তে হ'ল।"

"কে তিনি?"

"তাঁকে ত আর কখন দেখিনি।"

"কোথায় তিনি?"

"পথেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করেই আন্‌ছিলুম। তুমি আহ্নিক কর্‌ছ শুনে তিনি আমাকে বল্‌লেন, তাঁর আহ্নিক শেষ হ'ল কি না, আগে দেখে এস।"

গৌরীকে কাঁধে লইয়াই আগন্তুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। অন্য অন্য দিন গৌরী সে সময় ঘুমাইয়া থাকে—আজ সে আমার কাঁধে—এখনও ঘুমায় নাই। কিংবা যদিই সে ঘুমাইয়া থাকে, কাঁধ হইতে তাহাকে নামাইতে আমার সাহস নাই, পাছে কাঁচা ঘুমে জাগিয়া আবার সে গোলমাল করে।

বাহিরের দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখি—"এ কি আপনি? ব্রজমাধব বাবু?"

"আপনার আহ্নিক সারা হয়েছে?"

"আপনার কি বিশেষ কোন দরকার আছে?"

"কিছু প্রয়োজন আছে। অবশ্য সেটার জন্য কাল এলেও একেবারে যে চল্‌তো না, এমন নয়।"

একজন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রয়োজন আমার কাছে! সঙ্গে আলো লইয়া মাত্র একটি চাকর। ভাবে বোধ হইল, অনেকটা গুপ্তভাবেই তাঁর আসা। কারণ জানিবার আমার কৌতূহল হইল। আমি তাঁহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

৬

আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া এবার গৌরী ঘুমাইয়াছে। ভুবনের মাও একটু অবকাশ পাইয়া ভগবানের নাম লইতে বসিয়াছে। পাছে নাড়াচাড়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার শিশু কাঁদিয়া উঠে, এই জন্য আমারই আসনের এক প্রান্তে সাবধানে তাহাকে শোয়াইয়া, নিজেই আর একটা

আসন পাতিয়া ব্রজমাধব বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন না—বলিলেন, "খুকী আপনার স্থান দখল করেছে, আপনিই ওই আসনে বসুন।"

প্রদত্ত আসনে বসিবার বৈধতা যত প্রকারে বুঝান যায়, বুঝাইতেও যখন তিনি বসিতে চাহিলেন না, তখন অগত্যা আমাকেই সেই আসন গ্রহণ করিতে হইল। আমার সম্মুখে মেঝের উপরেই, ব্রজবাবু বসিলেন। তাঁরই বামে আমার পূর্ব্বাসনে নিদ্রামগ্না গৌরী এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঘনঘুম ভেদ করিয়া তার অভিমানের আবেগ নিশ্বাস-কম্পনে উথলিয়া উঠিতেছে।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহার অত্যন্ত দীনতায় আমার মনে আধ্যাত্মিকতার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাত্তিরে বাসা খুঁজে এসেছেন। পথের পরিচয় কে দিলে?"

"আপনারই গুরুদেব—সাধুবাবা।"

"আপনি ত সেইখানেই আমাকে দেখেছেন!"

"তখন পরিচয় পাই নাই। আপনি চলিয়া আসিবার পর আমি আবার সেখানে গিয়েছিলাম। তিনিই আমাকে ব'লে দিলেন।"

"কি প্রয়োজনে আগমন, বলুন।"

"আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য সাধুবাবাকে অনুরোধ কর্‌তে হবে!"

"আমাকে?"

"আপনাকে।" বলিয়া ব্রজনাথ বাবু দীনতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

"আমি যে বাবু, আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!"

"আমি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রস্তাব করেছিলুম। তিনি আপনার

নাম ক'রে বল্‌লেন, তার কাছে যাও, সে যদি আমাকে অনুরোধ করে, তা হ'লে তোমাকে দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি থাক্‌বে না।"

"এ যে আরও বড় হেঁয়ালি হ'ল, বাবু! আমি অনুরোধ কর্‌ব, তবে তিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন!"

"এই ত তিনি বল্‌লেন।"

"কিছুক্ষণ নীরবে, কাঠের পুতুলের মত ব্রজবাবুর সম্মুখে বসিয়া এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহাকে বলিলাম—"বেশ, দুই জনে এক সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।"

"কাল কখন্ আপনার সময় হবে বলুন?"

গৌরী এই সময় ধীরে ক্রন্দনের একটি সুর ধরিয়াই যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"বল্‌ছি" বলিয়াই গৌরীকে ঘনঘুমে আচ্ছন্ন করিতে আমি তার মাথায় ধীরে চাপড় দিতে আরম্ভ করিলাম। ব্রজবাবুও একবার স্থিরনেত্রে সেই বালিকার মুখের পানে চাহিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম—"এখনও আপনার কথা আমার হেঁয়ালির মত ঠেক্‌ছে। আমি আপনার জন্য কি অনুরোধ কর্‌ব, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবে আপনি যখন মিথ্যা বল্‌ছেন না—তখন আমি যাব। সকাল-বেলায় পার্‌বো না—বিকালে।"

"বিকালে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমি চাই কিছুক্ষণের জন্য নির্জ্জনতা।"

"দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় জানাবেন, তাতে নির্জ্জন হবার এত কি প্রয়োজন?"

ব্রজবাবু কি যেন উত্তর দিতে গিয়া নিবৃত্ত হইলেন, কহিতে কহিতে কথাগুলা যেন তাঁর ঠোঁট দু'টায় আবদ্ধ হইয়া গেল।

"বুঝ্তে পেরেছি, গুরুদেবকে বল্বার এমন কতকগুলি আপনার কথা আছে, যা লোকের কাছে বল্তে আপনার সঙ্কোচ হবে। কোনও কিছু বিষম ভুলের কাজ।"

"আছে" বলিয়াই ব্রজবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

আমি তাঁর অবনত মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, কি যেন একটা প্রচণ্ড অনুতাপের জ্বালা তাঁর মুখের উপর লীলা করিতেছে। বলিলাম—"বুঝেছি। তবে মহাপুরুষের চরণাশ্রয় নেবার সদ্‌বুদ্ধি সত্যই যদি আপনার জেগে থাকে, তাহ'লে সংসারীর দুর্ব্বল-চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে চল্বে না। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সত্যপথ অবলম্বনের তিনটি প্রচণ্ড বাধা। আমার বোধ হয়, আপনি আজ একটা শুভ সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। জোর ক'রে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে অন্তরটা উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই আপনার উচিত ছিল।"

ব্রজমাধব মুখ তুলিয়া একটা যেন বিপুল হতাশার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি তাঁর মনের অবস্থাটা তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম। তবু আমাকে বলিতে হইল—"সাধুসঙ্গ জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন বটে, কিন্তু তাঁর কৃপালাভ জীবনের এক সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় মুহূর্ত্তেই ঘটে থাকে। সে মুহূর্ত্ত একবার চ'লে গেলে হয় ত সারা জীবনের মধ্যে আর ফিরে আস্বে না।"

"তবে কি তাঁর কৃপা আমার ভাগ্যে হবে না?"

"আমি এর উত্তর দিতে পার্‌লুম না।"

"পারেন, দিলেন না।"

"না, বাবু, আমি আপনাকে প্রতারণার বাক্য বলিনি। সাধু মহা-পুরুষদের ক্রিয়া-রহস্য আমাদের মত সংসারীর পক্ষে বুঝা বড় কঠিন। কঠিন বল্‌ছি কেন, অনেক সময় বুঝা অসম্ভব।"

"তবে তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন কেন?"

ব্রজবাবুর কথায় একটু উত্তেজনার ভাব দেখিলাম। সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম—"এ পাঠানর রহস্য, আপনাকে সত্য বল্‌ছি, আমি এক বিন্দু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"আপনি তা হ'লে অনুরোধ কর্‌ছেন না?"

ঠিক এমনই সময়ে গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার অনেক বিবেচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিবার মত তাঁর প্রশ্ন নয়। ব্রজমাধব বাবুকে সেই বিকালের পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। তাঁর বাড়ী পাবনায়, আমার বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামে। কাশীতে উভয়েই উপস্থিত না থাকিলে কখনও কোন কালে আমাদের পরস্পরের দেখারই সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এরূপ লোকের জন্য গুরুর কাছে আমি কি অনুরোধ করিব? ব্যাপার বৈষয়িক নয়, আধ্যাত্মিক। বিষয়ীর চক্ষুতে ব্যাপারটা তুচ্ছ হইলেও, যে ধর্ম্মপথে চলিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহার কাছে দীক্ষার ব্যাপার ত তুচ্ছ নয়! এ পথে চলিবার একটা ভুলে কখন কখন সারা-জীবনের চলা নিষ্ফল হইয়া যায়।

গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ কি তবে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ-যোগ্যতার পরীক্ষা?

খুঁৎ খুঁৎ করিয়া গৌরী উত্তর দেওয়ার দায় হইতে আপাততঃ আমাকে রক্ষা করিল। "বল্‌ছি" বলিয়াই আমি গৌরীকে কোলে উঠাইলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার জাগরণের ভাব দেখাইল। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"তোর আজ মতলবটা কি বল্‌

দেখি ? ধ্যান, জপ ত পণ্ড ক'রে দিলি, বাবুর সঙ্গে কথা কব, তাও কি কর্‌তে দিবি না ?"

"মেয়েটি আপনার কে ?"

"কাশীস্থান, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দেব কেমন ক'রে, বাবু !"

"এমন সুন্দর শিশু আমি অল্পই দেখেছি।"

"এটি আমায় কেউ, এ কথাও বল্‌তে পারি না ; কেউ নয়, এ কথাও বল্‌তে পারি না।"

"আমি মনে করেছিলুম, আপনার কন্যা।"

"কন্যা ; আমিও ত মনে কর্‌তে চাই। সীতা যদি জনকের কন্যা হন, তা হ'লে গৌরীই বা আমার কন্যা হবে না কেন ? কুড়িয়ে পাওয়া কন্যার বাপ হয়েও জনক জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। কিন্তু এ রাক্ষসী যে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খেয়ে দিলে ! কন্যা বল্‌তে যে আমার ভয় হয় !"

"আপনি একে কুড়িয়ে পেয়েছেন ?" বলিতে বলিতে ব্রজনাথ, সতৃষ্ণ ভাবে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম, দেখিতে গিয়া তাঁর শরীর যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। এ বালিকার জন্মের সঙ্গে এ স্পন্দনের কিছু সম্পর্ক আছে নাকি ? আমি বলিলাম—"কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ব্রজমাধবের মুখের উপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কতকগুলা কালিম তরঙ্গ খেলা করিয়া গেল।

উভয়েই আমরা কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—গৌরীকে লাভ করিবার অবস্থা হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিয়াছে !

ব্রজমাধব বলিলেন,—"কাল তা হ'লে আস্‌ব কি ?"

কথা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না। গৌরীকে পরিত্যাগের কথা মনে আনিতেই আমার হৃদয় ভার হইয়া উঠিতেছে। আমি পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুসরণে বলিলাম—"ব্রজমাধব বাবু, সে এক ইতিহাস কথা। সদ্যোজাত শিশু কোলে বসুদেব যখন নন্দগৃহে চলেছিলেন, তখন কি প্রকৃতি তার চেয়েও ভীষণ অবস্থা ধরেছিল?"

প্রাণ যেন বুকের কোন্ নিভৃত দেশে লুকাইয়া দারুমূর্ত্তির মত আমার পানে ব্রজমাধব চাহিয়া রহিলেন।

দেখিয়া, জোর করিয়া হৃদয়ের আবেগ স্থগিত করিলাম। "আর বল্‌ব না, বাবু! ব'লে অনর্থক আপনার প্রাণে কষ্ট দেব না। শুনে দেখ্‌ছি, আপনারও করুণার প্রাণ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বল্‌তে গেলে এর মা-বাপের উপর আমার রাগ হয়—তাদের শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয়। আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি। না—না—চুরী করেছি। আপনি ত শুনেছেন, ওই যে গুরু বল্‌লেন—চুরী! তার ফলে এই আমার অবস্থা।" বলিতে গিয়া অঙ্কস্থ শিশুর গোলাপ-বর্ণ পা দু'খানি হইতে মুখখানি পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। আমার চোখেরই ভ্রম, না দুষ্ট মেয়েটার দেয়ালা—তার ঘুমন্ত মুখখানা একবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তারা দু'টা একবার দীপ্ত হইয়া আবার ঘুমের লহরে ডুবিয়া গেল।

"ব্রজমাধব বাবু, এ আমার দয়া না মায়া?"

অর্দ্ধ-নিরুদ্ধকণ্ঠে ব্রজমাধব উত্তর করিলেন—"দয়া।"

আমি মাথা-নাড়িলাম। "তবে ছাড়্‌বার কথা মনে উঠ্‌তেই আমি পাগলের মত হয়ে যাচ্ছি কেন?"

"ছাড়্‌বেন কি?"

"ছাড়্‌বো না?"

না—না! দয়া ক'রে যখন এটিকে একবার বুকে তুলে নিয়েছেন।"

বলিয়াই ব্রজমাধব একটি অঙ্গুলী দিয়া অতি সন্তর্পণে গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"ছাড়্‌বো না ?"

"কিছুতেই না। এই কন্যার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব—ভালরূপ ব্যবস্থা—আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি।"

"না ছাড়্‌লে যে আমি চোর হব !"

"চোর ? পৃথিবীতে এমন পাষণ্ড কেউ নেই, যে আপনাকে ওই হীন কথা বল্‌বে।"

আমি হাসিলাম—"গুরু যে বল্‌লেন, ব্রজমাধব বাবু! আপনি ত শুনেছেন ! শুনে বুঝ্‌তে পার্‌লেন না ? আজ প্রথম এ আমাকে বাবা বল্‌বার চেষ্টা করেছে, হয় কাল, নয় পরশু বল্‌বে ;—বল্‌বেই। বলবার এমন চেষ্টা আর কোনও শিশুতে দেখেছি ব'লে আমার মনে হয় না। একবার যখন সে সুস্পষ্ট আমাকে বাবা ব'লে ডাক্‌বে, সে পিতৃ-সম্বোধনে আমি কেমন ক'রে উত্তর দেব ?"

"কেন দেবেন না ? স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে আপনাকে উত্তর দিতে নিষেধ কর্‌লেও আপনি শুন্‌বেন না। আপনি এ শিশুর বাপ, মা, শরণ—ভগবান্‌।"

"উত্তর দিলেই ত চোর হব, ব্রজনাথ বাবু! গুরুর বাক্য ত মিথ্যা হ'তে পারে না !"

ব্রজমাধব স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। তাঁর আর একটা কথার প্রতীক্ষা—আর একবার—কেবলমাত্র একটিবারের মত এখন যদি ব্রজমাধব আমাকে বলেন, আপনিই এর পিতা, তা হ'লেই বুঝি চোর হওয়া থেকে আমি রক্ষা পাই। ব্রজমাধব কিন্তু একটা নিশ্বাসের শব্দ দিয়াও আমার সাহায্য করিলেন না।

"বাবা! রাত ঢের হয়েছে, খুকীকে আমার কাছে দিয়ে যাও।"

"তুমি এসে নিয়ে যাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা কইছি।"

ভুবনের মা গৌরীকে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইতেই ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কে?"

"তিনিই ওই শিশুর মা, বাপ, শরণ ও ভগবান্। গৌরী যে এই এগারো মাস বেঁচে আছে, সে কেবল ওই মমতাময়ীর কৃপায়।"

"আপনার কি স্ত্রী নাই?"

"এক সংসার—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—রোগ উদরস্থ করেছে, আর এক সংসার গ্রাস করেছে অগ্নি। সন্ন্যাসী হব ব'লে দেশত্যাগ করেছিলুম—বিশ্বনাথের আশ্রয়ে এসে লাভ করলুম ওই কন্যা।"

"আপনাকে কিছুতেই ওটিকে ত্যাগ করতে দেব না।" ব্রজমাধব উঠিলেন।

"কাল বিকালে কোথায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব?"

"আমিই আপনার কাছে আস্‌ব।"

দ্বার পর্যন্ত আমি তাঁর অনুগমন করিলাম। বিদায় গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন—

"আমি ইচ্ছা করছি আপনার ওই কন্যাকে—"

"থাক কাশীতে প্রতিশ্রুতি করবেন না। মনের ইচ্ছা এখন মনেই রাখুন।"

৭

ভুবনের মা'কে ত অন্তরের কথা গোপন করিলে চলিবে না! কিন্তু কেমন করিয়া তার কাছে গৌরী-ত্যাগের কথা তুলিব? কি প্রকারেই বা ত্যাগ করিব? এক জনকে ত সমর্পণ করিতে হইবে! শিশুর বাপ মা? এই এগারো মাস পরে কেমন করিয়া তাদের খুঁজিয়া বাহির

করিব? সন্ধানের সুযোগ যদিও কিছু থাকিত, তা বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। যদি কিছু থাকিত—সুযোগ ছিল, সেই এগারো মাস পূর্ব্বে—যে সময় এই শিশুকে আমি লাভ করি। এখন যেন বোধ হইতেছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিই সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছি। সমাজ-শাসন—কেহই ত এখন আমার গৌরীর মা-বাপ হইবার অপরাধ স্বীকার করিবে না! তবে কার হাতে আমি বা—ঝা বলা এগারো মাসের গৌরীকে তুলিয়া দিব?

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। গভীর অন্তর্যাতনায় আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া ছাতে উঠিলাম। চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না—গঙ্গার একরূপ উপরেই আমার বাসা—পূর্ব্বপারে, কাঞ্চন-কান্তি নদী-সৈকত—চাহিতেই মনে হইল, যেন চঞ্চল বায়ু-তরঙ্গ গৌরীর রূপোল্লাস তীরভূমি হইতে গঙ্গার বুকে ছড়াছড়ি করিতেছে। দূর ছাই, গুরুর কাছে না গিয়া দেখিতেছি আমার নিস্তার নাই।

"বাবা!"

নীচে নামিয়া উত্তর করিলাম—"কেন ভুবনের মা? গৌরী কি আবার জেগেছে?"

"না।"

"তার কি কোন অসুখ করেছে?"

"বালাই!"

"কি জন্য আমাকে ডাক্‌লে?"

"তুমি আজ ঘুমুতে পার্‌ছ না কেন?"

"কেন পার্‌ছি না, বল্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"বাবাজীর কাছ থেকে এসে অবধি তুমি কেমন ছট্‌ফট্ কর্‌ছ!"

"তুমি মিছে বলনি—আমার মনটা হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে।"

"কেন হয়েছে বুঝ্‌তে পেরেছি। মেয়েটা দিন দিন তোমাতে বড় ন্যাওটো হয়ে পড়ছে।"

"তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ।"

"আজ তাকে শান্ত কর্‌তে আমি হার মেনে গেলুম।"

"কি করি, ভুবনের মা, দুটো সংসার পেটে পূরে আমি যে কাশীতে এসেছি!"

"আজ তুমি ঘুমোও।"

"গুরু বল্‌লেন, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এসেছে।"

"এ ত ভাগ্যের কথা, বাবা। এসে থাকে, নেবে।"

"কেমন ক'রে নেবো?"

"সে আমি কি ক'রে বল্‌ব, বাবা?"

"গৌরী?"

"তার ভাবনা যে জন্মকাল থেকে ভেবে আস্‌ছে, সেই ভাববে।"

ভুবনের মা'র উত্তরে আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মা, বাপ, আশ্রয়—সমস্তই বলিতে একমাত্র যার অধিকার, তার মুখ হইতে হঠাৎ এরূপ নির্ম্মমতার কথা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। তবু তার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"পারি না পারি, একদিন ছাড়্‌তেই ত হবে, বাবা!"

আরে ম'ল, বুড়ী বলে কি! আমি ত মনে করিয়াছিলাম, কোন গতিকে আমিও যদি মেয়েটাকে ছাড়িতে পারি, এ বুড়ী পারিবে না। আমি ত শুধু নিজের জন্য অস্থির হই নাই, ভুবনের মা'র জন্যও হইয়াছি। এত স্নেহ সন্তানের প্রতি কোন মায়েরও যে আমি কোন কালে দেখি নাই!

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"তোমার এক ছেলে এক মেয়েকে একবার ছেড়েছি—তার পর সেই সর্ব্বনাশীটাকে ছেড়েছি—তার মা কে—" আর ভুবনের মা বলিতে পারিল না।

"তুমি তাদের ছেড়েছো কই, ভুবনের মা, তারাই তোমাকে ছেড়েছে। এও যদি সেই রকম ক'রে তোমাকে ছাড়ে, তবেই ত তুমি ছাড়্ পাবে।"

"বালাই, ওকে এবারে ছাড়্তে দেব কেন—আমি ছাড়্বো—আমাকে ছাড়ার শোধ নেব।"

"বেঁচে থাক্‌তে ?"

"আমি আর ক'দিন বাঁচব ?"

যে যার মনের ভাব বুঝিয়া লইলাম; বুঝিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিলাম। ভুবনের মাও কিছুক্ষণ নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর বলিল—"আজ ঘুমোও—রাত্রি অনেক হয়েছে।"

তার কথায় বোধ হইল, বৃদ্ধা আমার পূর্ব্বেই গৌরীর ভবিষ্যতের আশ্রয় খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছে, বুঝি সে সন্ধান পাইয়াছে। "আজ ঘুমোও, মানে কি ভুবনের মা ?"

"আজ আর ও কথা কেন, বাবা ? যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার কাল ক'র।"

"বল্‌তে কি বাধা আছে ?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না। দিল না বলিতেছি কেন, দিতে পারিল না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, কালই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছি, ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"তোমার কাছে গোপন কর্‌বার কি আছে, বাবা! তবে সমস্ত না জেনে বল্‌তে যাব, কাশীস্থান, কি বল্‌তে কি ব'লে অপরাধী হব, তাই তোমাকে

আজ আর কিছু বল্‌ছি না। আজ সে আসেনি, কালও যদি সে না আসে?"

এ "সে" যে কে, আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিন তার চরণ দু'টিমাত্র দেখিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজও পর্যন্ত মেয়েটি কি গৌরীকে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে?"

"শুধু আজ সকালে আসেনি, বাবা! এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিনের জন্যও তার আসার কামাই ছিল না।"

"বুঝেছি, ভুবনের মা, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌বার ব্যবস্থা কর।"

"নিশ্চিন্ত বিশ্বনাথই কর্‌বেন।"

বাস্তবিক, তার পর শুইতে গিয়া এমন ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, জাগিয়া দেখি, গৌরী আমার আগে জাগিয়াছে।

৮

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি, গৌরী হামাগুড়ি দিয়া সমস্ত বারান্দাটায় ছুটাছুটি করিতেছে; এক একবার, যে ঘরে ভুবনের মা থাকে, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভিতরের দিকে চাহিতেছে। তাহার দৃষ্টি উপরে উঠিতেছিল। মনে হইল, ঘরের ভিতরে কাহারও মুখের পানে সে চাহিতেছে।

আমি ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

আমার কণ্ঠস্বরে বালিকা আমার কাছে ছুটিয়া আসিল, এবং পিতৃ-সম্বোধনের প্রয়াস করিল। ঘরের ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

বালিকাকে কোলে উঠাইয়া আবার ডাকিলাম—"ভুবনের মা! ভুবনের মা, ঘরে আছ?"

"তিনি স্নানে গিয়েছেন।"

সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বে দেখা নারীর মধুর কণ্ঠ! আজ তাহার সঙ্গে আমার কথা কহিতে হইবে। কহিতেই হইবে। আমার অনুমান সত্য কি না বুঝিবার প্রয়োজন। আমি বলিলাম—"মা! আমাকেও যে স্নানে যেতে হবে। আজ আমার উঠ্‌তে অসম্ভব বেলা হয়েছে।"

"ওকে রেখে যান।"

গৌরীকে কোল হইতে ভূমিতে রাখিতে গেলাম। বালিকা তাহার চিরপ্রথামত আমার গলা জড়াইয়া ধরিল; হাত ছাড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম, "মা!" উত্তর পাইলাম না। "আমাকে এ বিপদ্ থেকে মুক্ত কর। আমি তোমার সন্তান—সন্ন্যাসী। সন্তানের কাছে তার মা আস্‌বে—সঙ্কোচ কেন?"

মা যেন তাঁহার সঙ্গে আমার সন্তান-সম্বন্ধ আগে স্থির করিয়া লইলেন, তাহার পর বাহিরে আসিলেন; নহিলে এ কি দেখিলাম! এই কি কবি-কল্পিত রূপ—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী? মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা প্রবল শক্তিতে ঝঙ্কৃত স্পন্দন আমার সর্ব্বশরীরকে এক মুহূর্ত্তে অবশ করিয়া দিল। গৌরী নিজের হাত দুটি দিয়া আমার গলা ধরিয়া আত্মরক্ষা না করিলে, বোধ হয় বারান্দায় পড়িয়া যাইত।

মা বুঝি আমার অবস্থা বুঝিলেন, যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকটে আসিয়া গৌরীকে আমার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন।

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়াই যথাশক্তি আত্মগোপন করিয়া আমি বলিলাম —"মা! ভুবনের মা'র ফিরে আসা পর্য্যন্ত তোমাকে যে অপেক্ষা কর্‌তে হবে!"

"আপনি কখন্ ফির্‌বেন?"

"ঠিক বলা অসম্ভব।"

"ভুবনের মা আমাকে ব'লে গেল, আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।"

"জিজ্ঞাসা কর্‌ব অনেক কথা। তুমি কি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে ?"

মা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। পা হইতে মাথা—কাঞ্চন-গৌরীর সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বের দেখা চরণ—অঙ্গুলিগুলাই যেন বিশ্ব-শিল্পীর রচনার কথা শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পা হইতে মাথা—যেমন দেখা, সর্ব্বশরীরে অমনই আবার শিহরণ আসিল। গৌরী এই সময় স্তন্যপানের ব্যাকুলতায় তাঁহার বক্ষের বসন লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

ভাগ্যে মর্য্যাদাবোধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। মনে মনে বারংবার মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"বিকালে আস্‌তে পার্‌বে কি ?"

"আপনি আসুন।"

* * * * *

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কমণ্ডলু হাতে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, উপর হইতে আমাকে দেখিয়াই বুঝি গৌরী ডাকিয়া উঠিল—"বা-বা-বা !"

"চুপ, পিছু ডাকিস্‌নি, হতভাগী !"

দেখিব না দেখিব না করিয়া উপরদিকে চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই কনক-চম্পকদাম-গৌরী—কোলে কনক-চম্পক-কোরক গৌরী !

৯

মা, মা, মা ! গঙ্গাগর্ভে বার বার ডুব দিলাম। প্রতি নিমজ্জনে মাতৃ-নাম উচ্চারণ করিলাম। কই, রূপ-মোহ ত ধৌত হইল না ! অন্নপূর্ণার মন্দিরে—কই মা, তোমার রূপের সঙ্গে সে-রূপ মিলাইতে যাই—মিলিতে মিলিতে সে আবার মাথায় মোহ ঢালিয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসে কেন ?

এ দেবতা সে দেবতার মন্দিরে ঘুরিয়া বেলা দশটা অতীত করিয়াও যখন চিত্ত শান্ত করিতে পারিলাম না, তখন অনন্যোপায়—ঘরেই ফিরিলাম। সেরূপ চঞ্চল-চিত্ত লইয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমার সাহস হইল না। বাড়ীর দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই দেখি, ভুবনের মা বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে।

"বাড়ীর দোর খুলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে, ভুবনের মা ?"

"মেয়েটিকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।"

"এতক্ষণ সে ছিল ?"

"তোমারই ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল।"

"আমি যে তাকে বিকালে আস্‌তে বলেছিলুম।"

"বিকালে তার ঘর থেকে বেরুনো বড় কঠিন।"

"সকালে তবে কেমন ক'রে আসে সে ?"

"স্নান কর্‌তে আসে, সেই সময় এ বাড়ী একবার হয়ে যায়।"

"কতক্ষণ সে গেছে ?"

"এই যাচ্ছে।"

"তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার ?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল মাত্র।

"যদি বেশী দূর না গিয়ে থাকে, তাকে আর একবার আন্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।"

ভুবনের মা নড়িল না। কতকগুলা লোক এই সময় আমার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। ভুবনের মা আমার মুখ দেখিয়া আমার ভাবান্তর কি লক্ষ্য করিয়াছে? লোকগুলা চলিয়া গেলে সেই সুন্দরীকে ফিরাইয়া আনিবার কথা আবার যেই আমি তুলিয়াছি, অমনই ভুবনের মা আমাকে তিরস্কার করিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল—'ছি বাবা!"

"ছি, মানে কি, ভুবনের মা?" তাহার ওই ক্ষুদ্র কথাটিতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে।

"আর পথে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে চল।"

"তা তো যাবই, কিন্তু তোমার ও কথা বল্‌বার অর্থ কি?"

"সে ত রোজই আস্‌ছে। যদি কিছু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, কাল কর্‌লে চল্‌বে না?"

আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভুবনের মা আমার অনুসরণ করিল। প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গৌরী?"

"অনেকক্ষণ ধ'রে মাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হাত পা ধুইয়া একটি হুঁকা হাতে বারান্দায় বসিয়াছি, গৌরী কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইতে আমি ভুবনের মা'কেই আদেশ করিলাম। সে নীচে আমার রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল। বলিল—'আমার হাত জোড়া।"

সুতরাং আমাকেই গৌরীকে তুলিয়া আনিতে হইল। কিন্তু তাহাকে বুকে তুলিয়া আজ তেমন তৃপ্তি পাইতেছিনা কেন? গৌরীরও যেন আমার কোলে উঠিতে তেমন আগ্রহ নাই। কোলে বসিয়া ব্যাকুলার মত এক একবার সে চারিধারে চাহিতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বৃদ্ধাকে ডাকিলাম—"হাত খালি হ'ল, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা উপরে আসিয়া উত্তর করিল—"কি বল। আমি এইবারে একবার বিশ্বনাথ দর্শনে যাব মনে কর্‌ছি।"

"তা হ'লে একেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তুমি রাখতে পার্‌বে না?"

"আমি পার্‌ব না কেন—এ যে সেই মেয়েটিকে খুঁজছে?"

"রোজই খোঁজে, আজ একটু সে বেশী নাড়া-চাড়া ক'রে গেছে কি না!"

"এটি কি তারই, ভুবনের মা?"

"এ কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে, বাবা!"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছ?"

"না।"

"এই এতকালের ভিতর এক দিনও কি জান্‌বার চেষ্টা করনি?"

"কি জন্য কর্‌ব? জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে যদি স্বীকার না করে? কাশীতে আমি তার পাপের কারণ হব? এক পাপ ঢাক্‌তে আর এক পাপ—আমার দরকার কি, বাবা!"

"কিন্তু এবার যে জান্‌তেই হবে, ভুবনের মা!"

বেশ, কাল ত সে আস্‌বে, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'র।

"কাল সে আস্‌বে ?"

"বরাবরই ত আস্‌ছে—একদিন মাত্র আস্‌তে পারে নি।"

"কেন আসে নি, জিজ্ঞাসা করেছিলে ?"

"এই যে বল্‌লুম, বাবা, যদি ঠিক উত্তর না দেয় ?"

"ভুল হয়েছে, ভুবনের মা, এখন দেখ্‌ছি তোমারই কাশীবাস সার্থক। ামি এখানে বিশ্বনাথকে তামাসা কর্‌তে এসেছি।"

বৃদ্ধা কোনও কথা কহিল না। ভাবে বোধ হইল, আমার সুখ্যাতি রা তাহার ভাল লাগিল না।

"তা হ'লে আমি কি কর্‌ব ?"

"জানবার ?"

"আমাকে যে জান্‌তেই হবে।"

"কাল এলে জিজ্ঞাসা ক'র।"

"তুমি যে কি বল্‌লে !"

"সে কথা এখনও ধ'রে রেখেছ, বাবা ! এ শিবস্থান বটে—এক দকে যেমন এ স্থানের তুলনা নেই, অন্যদিকেও সেইরূপ—তুলনা নেই। তামার সম্বন্ধে, যতদূর জানি, আজও পর্য্যন্ত কেউ কিছু অন্যায় বল্‌তে ারে নি। যাতে কথা উঠতে পারে, এমন কায কর্‌বার দরকার কি, বাবা !"

"কিন্তু ভুবনের মা, আমার বয়স ষাট বৎসর।"

ভুবনের মা শুধু হাসিল।

"এখনও কি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় ?"

"আমার না হ'তে পারে, লোক কিন্তু হিসেব ক'রে নিন্দা করে না। কত সাধু সন্ন্যাসী এখানে অপবাদের হাত এড়াতে পারেন নি।"

"থাক্, আর তোমার সুখ্যাতি কর্‌ব না, ভুবনের মা, তুমি চ'টে যাবে। গৌরী থাক্, তুমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরে এস।"

গঙ্গাস্নান করিয়া, অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে গিয়াও চিত্তের যে শান্তি পাইলাম না, ভুবনের মা'র এক কথাতেই আমার তাহা লাভ হইয়া গেল—আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শান্তচিত্তে গৌরীকে খানিকটা আদর করিলাম। সে তাহার স্তন্য-দায়িনীর উদ্দেশে এদিক্ ওদিক্ দেখা ভুলিয়া গেল।

১০

এক হাতে একটি মিষ্টান্ন, অন্য হাতে একটি খেলানা দিয়া, নিত্য যেমন করিয়া থাকি, গৌরীকে বসাইয়া সবেমাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছি, বাহিরে সেই কণ্ঠ উঠিল—"কই গো মা!"

বুকটা আবার গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। এ কি বিপদে পড়িলাম! আমার বয়স যে ষাট বৎসর! আর আমার প্রথমা কন্যা জীবিত থাকিলে বয়সে ওই মেয়েটিরই মত যে হইত! উত্তর দিবার বৃথা চেষ্টা, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, গৌড়ী প্যাঁড়া, ঝুন-ঝুমি ফেলিয়া একটা উল্লাস-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবার গৌরীকে কোলে লইয়া আকাঙ্ক্ষার দৃশ্য আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"এসো।" আমি "মা" বলিতে ভুলিলাম।

"মা এখনও ফিরে আসেন নি?"

"তার সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে?"

গৌরী আবার স্তন্যপানের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইল।

"বাবা, একটু অপেক্ষা করুন; আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি"—

বলিয়াই গৌরীর হাতটা ধরিয়া তাহার স্তন্যপানের ব্যাকুল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে সুন্দরী উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি, কোন কথা না বলিয়া, বসিয়া, কেবল তাহার সেই চেষ্টাজনিত দৈহিক-চাঞ্চল্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

তাহার সঙ্কোচাধিক্যে আমার মনে বিরক্তির উদয় হইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, সে-ই গৌরীর গর্ভধারিণী। বালিকার উপর এত স্নেহ তাহার জননী ব্যতীত আর কাহাতে সম্ভব হইতে পারে? এই নষ্টচরিত্রা আমার মত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেই এতটা সঙ্কোচ কেন দেখাইবে? কথার কৌশলে সে কথাটা রহস্য করিয়া শুনাইতে আপত্তি কি? আসুক ঐ গৌরীর মা ফিরিয়া।

তখন আমি আপনার মনের ভাব তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। রূপের বহ্নি যে জরা-শুষ্ক মানুষকেও দাহ করিতে পারে, অভিজ্ঞতার অভাবে—আর বোধ হয়, আপনার বৈরাগ্যগর্ব্বেই তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। হায় মানুষ! কিন্তু তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

একটু পরেই শান্ত গৌরীকে বুকে করিয়া তিনি যখন আবার ফিরিলেন—আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার সমস্ত মনটা স্কন্ধন্যস্তমস্তক বালিকার উপর—নিরর্থক দৃষ্টি সে যেন আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছে।

তখন যেন অন্ধকারে বিদ্যুদালোকে আমি আমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিলাম—এ কি বহ্নিদাহ!

গুরু আজ আমাকে ঘনান্ধকারে প্রচণ্ড পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। নহিলে কোথায় থাকিত আমার সন্ন্যাস, কোথায় থাকিত আমার মনুষ্যত্ব? সম্মুখে কবি-কল্পিত রূপরাশি লইয়া আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসা দৈহিক-বলহীনা নারী! আমি তাহাকে, কথায়, সাহসিকতায়, চরিত্র-হীনা

নিশ্চয় বুঝিয়া, আমার অসৎ চিন্তাগুলিকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমার মনুষ্যত্ব ? কোন্ চুলোয় পড়িয়া ভস্ম হইত, তোমরাই আমার হইয়া কল্পনা কর। কল্পনা করিতে এ অতি বার্দ্ধক্যেও আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।

আমাকে বাক্শক্তিহীন বুঝিয়াই বুঝি গৌরীকে কাঁধ হইতে কোলে নামাইয়া তিনি কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি, তখন বুঝিতে পারি নাই, গৌরীর মুখের উপর যশোদার মমতায় সংবদ্ধ হইয়াছে।

"আপনি আমাকে কি বল্‌বেন ?"

"সে কি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন্‌বার। শুন্‌তে গেলে কিছুক্ষণ বসতে হবে।"

"কায়েত মেয়ে যে এখনও এলো না !"

"সে যদি আর নাই আসে ?"

"আপনি কি বল্‌বেন, আমি বুঝেছি ?"

এই সময়ে একটা অযোগ্য কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। আমার সৌভাগ্য ছিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে রমণী আবার বলিয়া উঠিলেন,—"এ মেয়েটাকে আপনি আর রাখতে চান না ?"

চিত্তের বর্ব্বরতায় একটা আঘাত পড়িল, সে আঘাতের গুরুত্ব তখন ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও আপনা হইতেই আমার কথার গতি ফিরিয়া গেল—"কেমন ক'রে জান্‌লে ?"

"কায়েত মেয়ের মুখে শুনেছি।"

"মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে এসেছিলুম—"

"আবাগী কোত্থেকে এসে আপনাকে বাঁধনে জড়িয়েছে।"

"আবাগীর দোষ কেন দিচ্ছ ?"

"তবে আপনার অদৃষ্টকেই দোষ দিতে হয়।"

"ও কথার কোনও অর্থ নেই, অদৃষ্টকে তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি যখন—তোমার? মুখ নিচু ক'রে থাকলে চলবে না।"

সুন্দরী মুখ তুলিলেন, মাথার কাপড়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন, অপসারিত করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার সীমন্তের সিন্দুর অগণ্য কর্কশ ইঙ্গিতে আমাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল।

"তুমি এর মা নও?"

"এগারো মাস মাই-দুধ খাওয়ালুম"—টপ্‌টপ্‌ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু বক্ষস্থ গৌরীর মাথার উপর পতিত হইল।

তবু মনের সন্দেহ! আমি বলিলাম—"তা তো আমিও জানি! তুমি কি একে গর্ভে ধর নাই?"

"না, বাবা।"

আর এক শিহরণ। তবুও আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিলাম।

"আপনিই এর বাপ না।"

"কথায় আমাকে মুগ্ধ কর্‌তে এসো না, বাছা!"

"মুগ্ধ কর্‌তে বলিনি, বাবা, মন যা বল্‌ছে, তাই বল্‌ছি।"

"বাপ না হয় হলুম, যখন মেয়েটা 'বাবা' বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন দু'দিন পরে বল্‌বেই। মা'টাও কি আমাকে সেই অপরাধে হ'তে হ'বে?"

ঈষৎ বিরক্তির ভাবে রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বল্‌তে চান কি?"

"কি বল্‌তে চাই, তুমি কি বুঝতে পার্‌ছ না?"

"বুঝতে পার্‌ছি না যে বাবা!"

আমার মনের দুষ্টামী যেন প্রচণ্ড আঘাতে পিশিয়া গেল। এই এক কথাতেই আমার মাথা ঠাণ্ডা হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি কি মা, আমার কথায় আর কোন কথার আভাস পেয়েছ?"

"কি বল্‌তে আপনার ইচ্ছে, স্পষ্ট ক'রে বলুন। সন্ন্যাসী আপনি, ঘুরিয়ে কথা বল্‌ছেন কেন?"

"আমি মনে করেছিলুম, তুমিই ওর মা।"

"না।"

"এখনও মনে কর্‌ছি।"

"আর মনে কর্‌বেন না। স্থান কাশী, আপনি সাধু, কথায় অবিশ্বাস করেন কেন?"

"তবে কি আমাকে বুঝতে হবে, ওই অভাগিনীর উপর দয়ায় তুমি এই দীর্ঘকাল তাকে স্তন্যপান করাচ্ছ?"

"তা বল্‌তে পারি না। আগে যদিও বল্‌তে পার্‌তুম, এখন একেবারেই পারি না।"

"মেয়েটা কি, মা, এতই মায়াতে তোমাকে জড়িয়েছে?"

"নইলে চোরের মত এখানে আস্‌বো কেন, আর এমন কথাই বা শুন্‌ব কেন?"

মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিলাম।

রমণী বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ ন' মাস আগে হ'তে আমার এখানে না আসা উচিত ছিল। দয়া আর কেমন ক'রে বল্‌ব, বাবা! সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত ছট্‌ফট্‌ করি, ছেলেকে মাই-দুধ থেকে বঞ্চিত ক'রে, সূর্য্য উঠতে না উঠতে ছুটে আসি। কেন আসি?"

"এ হেঁয়ালির উত্তর আমি কেমন করে দেব, মা! তবে, আর মিথ্যা কইব কেন, আমি অপরাধ, করেছি। যদিও করেছি তোমাকে না বুঝে,

তবু অপরাধ, গুরু অপরাধ। অপরাধ শুধু তোমার কাছে নয়, করেছি আমার ইষ্টের কাছে।

"না, বাবা, আপনি মহাত্মা।"

"আর রহস্য ক'র না মা! তুমি যেই হও, সন্ন্যাসী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, তোমার মনে আঘাত—ইহপরলোকে এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।"

"আমি আপনার কন্যা—আমি কিছু মনে করিনি, বাবা!"

"তোমাকে কন্যা বলবার অধিকার আমি কোথায় রাখলুম, মা!" আমার চোখে জল আসিল।

আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েটা দিন দিন বড়ই দুরন্ত হয়েছে। এই দেখুন, এক মাই খেয়েছে, আর এক মাইয়ের কি দুর্দ্দশা করেছে।" বলিয়াই, এখন জোর করিয়াই বলি না, আমার মা তাঁহার বক্ষে গৌরীর নখ-চিহ্ন দেখাইলেন। গৌরী তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়াছে।

"তুমি অদ্ভুত মেয়ে, মা, তুমি প্রহেলিকা। গৌরীকে ঘরে শুইয়ে এখন যাও। ক্ষমা আমার চাইতে সাহস নেই, যদি তোমার অহেতুক দয়াতে তোমার এ বুড়ো মতিচ্ছন্ন ছেলেকে ক্ষমা ক'রেই থাক, অন্য যে কোনও সময় আস্‌তে ইচ্ছা কর, এস। একা এস না। তোমার এ পাগ্‌লামী সংসারের লোক বুঝবে না। সত্য বল্‌ছি মা, আমিও এখনো বুঝতে পারিনি।"

"না, আর থাক্‌ব না, বাবা।"

ঘুমন্ত গৌরীকে উপরে শোয়াইয়া, আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া প্রস্থানের পূর্ব্বে মা বলিলেন,—"এখন আসি, বাবা! বোধ হয়, কাল আর আমি আস্‌তে পারব না।"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

১১

ভাবিলাম, প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আজ উপবাসে করিব। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া সন্ন্যাস লইব। এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে ভিতরে যে অপবিত্রতার সঞ্চয় করিয়াছি, যুগব্যাপী সাধনার ফল দিয়া পূর্ণ করিলেও বুঝি এ জীবনের আর মূল্য হইবে না। এখানে ত আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, ভুবনের মা এখনও ত আসে নাই—উঃ! নিজের কাছেই নিজের এত লাঞ্ছনা! বসিয়া বসিয়া অসংখ্য কাশী-বাসীর রূপ কল্পনায় আঁকিলাম, কিন্তু তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেই আমার চক্ষু নত হইল। তাহাতেই কি ছাই লাঞ্ছনার নিবৃত্তি আছে? হেঁটমাথাতেই বুঝিতে পারিলাম, চারিদিক্ হইতে তাহারা আমার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কেমন করিয়া পথে বাহির হইব? গুরুকে দেখিতে যাইবার কথা মনে উঠিতেই সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

অথচ এ রমণী এখনও পর্য্যন্ত আমার কাছে প্রহেলিকা। এই এত দিন সে গৌরীকে স্তন্যপান করাইতেছে, অথচ সে গৌরীর মা নয়! তাহার সীমন্তে সিন্দুর, সদ্যোজাত শিশুকে সেই বিষম দুর্য্যোগে পরিত্যাগ—তেমন পিশাচীর নিষ্ঠুর কার্য্য সে করিতে যাইবে কেন?

তবে কোথা হইতে সে গৌরীর অস্তিত্ব জানিতে পারিল?, কেন, এমন নিত্য নিয়ম-সেবার মত এই শিশুকে সে মাতৃ-স্নেহ ঢালিয়া দিতে আসিল? এ কি দয়া? মা যে বলিলেন, না! মায়া? যদি তাই হয়, এ মায়া কাহার উপরে? শিশুর, না যে অভাগী এই অভাগীকে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহার উপর?

জানিতে বিপুল কৌতূহল জাগিতেছে। কিন্তু জানিতে আমার

অধিকার নাই। জানিবার উপায়—অনুসন্ধান করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

উনুনটাকে পিছনে রাখিয়া যোগস্থের মত বসিয়া আছি, ভুবনের মা আসিল। আমাকে নিশ্চিন্তের মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এরই মধ্যে রান্না শেষ ক'রে ফেলেছ বাবা?"

"আজ রাঁধবো না, ভুবনের মা।

"কেন?"

"তোমার অন্ন তুমিই আজ পাক ক'রে নাও।"

"খাবে না কেন? শরীর কি ভাল নয়?"

"তুমি আস্‌তে এত দেরি কর্‌লে কেন?"

"সে কথা পরে বল্‌ছি। তুমি খাবে না কেন?"

"প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।"

"কিসের?"

"প্রায়শ্চিত্ত আর কিসের? পাপের।"

"তোমার কথা কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না!"

"বোঝবার দরকার নেই—রাঁধো, খাও।"

"সে মেয়েটি কি আবার এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"হুঁ! আমারই মরণ। আবাগী সঙ্গে আস্‌তে চেয়ে ছিল গো! আমি তাকে অপেক্ষা কর্‌তে ব'লে কেদারনাথ দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এত ভিড়—কে এক কোন দেশের রাজা এসেছিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখতেও পেলুম না, মাঝখান থেকে কোথা হ'তে কি হয়ে গেল।"

"তাকে আবাগী বল্‌লে কেন, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে গৌরীর তত্ত্ব লইল।

আমিও সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কি তাকে গৌরীর মা-ই ঠিক করেছ ?"

"মা নয় ?"

"আমি না দেখি, তুমিও কি তার সিঁথেয় সিঁদুর দেখনি ?"

"তাই দেখে তুমি মনে করেছ ? ও রকম সিঁদুর মাথায় এখানে অনেক আছে, বাবা !

"এত কাল তার মাথায় সিঁদুর দেখেছ, অথচ তাকে অভাগিনী সন্দেহ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ ?"

"তা যা বলেছ, এমন শান্ত মেয়ে আমি কমই দেখেছি, বাবা। এক দেখেছিলুম আমার ছোট মা। ভাব্‌তুম, হা বিশ্বনাথ, এমন মেয়ের এমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন ?"

"তবে ? তাকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা ? এ সন্দেহ করার চেয়ে তাতে কি বেশী পাপ হ'ত ?"

ভুবনের মা'র মুখ চূণ হইয়া গেল। উপর হইতে গৌরী কাঁদিয়া উঠিল।

"তুমি খাবার উদ্যোগ কর, আমি যাচ্ছি।"

"তুমি খাবে না, আমি পোড়ামুখে অন্ন দেব !"

"আমাকে উপলক্ষ ক'র না—আমি তার অমর্য্যাদা করেছি, অসৎ কথা শুনিয়েছি।"

"এইবারে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, বাবা !"

"আর কি তার দেখা পাবি, বুড়ী !"

"তুমি কি তার এমন অমর্য্যাদা করেছ ?"

"করিনি বল্‌লে মিছে হয়—তবে ক্ষমা পেয়েছি, ভুবনের মা ! কিন্তু বোধ হচ্ছে, মা আর এখানে আস্‌বেন না।"

গৌরী উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। উভয়েই আজ তার মুখে সর্ব্বপ্রথম মাতৃনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। উভয়েই যে যার মুখের পানে একবার চাহিলাম মাত্র।

১২

ভুবনের মা ও সে দিন আমারই মত উপবাসী রহিল। আমার বহু অনুরোধেও সে আহার করিল না। বলিল,—"বাবা! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার নেই।"

সে দিন কেহই আমরা ঘর হইতে বাহির হইলাম না। গৌরী আজ অস্থির হইয়াছে।

পরদিন মা আসিবেন না বলিয়াছেন, আসিলেন না। আমি আর কয় দিন প্রায়শ্চিত্ত করিব? সে দিন আহার করিয়া, যদিই মেয়েটার মমতায় মা চলিয়া আসে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলাম। আজ গৌরী সমস্ত দিনটাই সময়ে অসময়ে কাঁদিয়াছে। ভুবনের মা সে দিন ও আহার করিল না। বারংবার আমার সাগ্রহ অনুরোধে সামান্য একটু ফল-জল মুখে দিয়া রহিল। সে আগে গৌরীর মা'র সঙ্গে দেখা না করিয়া মুখে অন্ন তুলিবে না। যদি সে আর না আসে? এ প্রশ্নের বৃদ্ধা উত্তর দেয় নাই।"

পরদিন—কই, আজিও ত মা আসিলেন না! মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাই কি বাস্তবিক হইল!

ভুবনের মা'র আজিও ফল-জল। তবে কি বুড়ী মরিবে? তাহার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। সে যদি মরে, গৌরীকে আমি কেমন করিয়া বাঁচাইব!

তাহার পর উপরি উপরি দুই দিন—মা যখন আসিলেন না, বৃদ্ধাও

দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মায়ের তত্ত্ব আমাকে লইতেই হইবে। গৌরী যদিও অনেকটা শান্ত হইয়াছে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমার মন বলে, বাক্‌শক্তিহীন শিশু সকরুণ রোদনে তার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশে আবেদন প্রেরণ করিতেছে।

ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁগা, একবার সন্ধান ক'রে দেখ্‌লে হয় না?"

"কোথায় তাকে খুঁজবে, বাবা! এই সরু-গলি-ভরা সহর, তার ওপর পৃথিবীর লোক আসা-যাওয়া কর্‌ছে।"

"এগারো মাস তার সঙ্গে আলাপ কর্‌লে, পরিচয় না নিয়েছ, কোথায় থাকে, এটা জান্‌লেও কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা চুপ করিয়া রহিল—তাহার কথা কহিবার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পাইতেছে। মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। বাস্তবিকই ত! এই জনপূর্ণ কাশী, এই অসংখ্য অসূর্য্যম্পশ্য গলিভরা বিশ্বনাথের নগর—ইহার ভিতরে একজন পরিচয়হীনা কুলাঙ্গনাকে খুঁজিয়া বাহির করা যে অসম্ভবের অসম্ভব!

তবু একবার খুঁজিব। মর্ম্মবেদনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। "ভুবনের মা! গৌরীকে রাখ্‌তে পার্‌বে?"

গৌরীকে সারাটা বছর সে-ই ত রাখিয়া আসিতেছে! এই কয় দিন দুর্ব্বল অবস্থাতেও গৌরীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে সে ক্লান্তি বোধ করিতেছে না। তবে এরূপ প্রশ্ন তাহাকে করিলাম কেন?

বৃদ্ধা বুঝিল, এ প্রশ্ন কেন করিতেছি। সে বলিল,—"মা'কে খুঁজে না পেলে তুমি ঘরে ফির্‌বে না?"

"তাই মনে কর্‌ছি।"

"ও রকম মনে কর্‌তে নেই, বাবা।"

"তুমি যে ম'লে! আমার মনে হয়, আমার অনুরোধে তুমি ফল-জল মুখে দাও, গলাধঃকরণ কর না।"

"পোড়া পেট আছে, খাই বই কি।"

"তবে মর্‌তে বসেছ কেন ?"

"আর কত দিন বাঁচ্‌তে বল ?"

"তুমি মর আর বাঁচ, আমাকে বেরুতেই হবে, যদি তার সন্ধান না পাই, আর আমি এ বাড়ীতে—"

"কর কি, কর কি, বাবা, কাশী—যা রাখ্‌তে পার্‌বে না, সে সঙ্কল্প ক'র না।"

"আমার যে কাশীতে বাস অসম্ভব হয়েছে, ভুবনের মা! বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, চারদিন আমি চৌকাঠের বাইরে পা দিতে পার্‌লুম না। তুমি বুড়ো মানুষ, তাতে কদিন না খেয়ে মরমর, আমার আহারের জন্য হাটবাজার ক'রে আন্‌ছ, আমি বেহায়ার মত ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি।"

"বেশ, সকাল হ'লে মা-গঙ্গার ঘাটগুলো একবার দেখে এসো দেখি!"

কথাটা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়াই সে অপরিচিতা আমার বাসায় আসিয়া থাকে, এইটাই আমার তখন মনে ধারণা হইল। যদি দেখিতে পাই, স্নানবেলায় গঙ্গার কোন না কোনও ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এক দিনে না পাই, দুই দিন, দশ দিন—এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান করিব। কাশীতে যদি তাঁহাকে থাকিতে হয়, আমার জন্য মা কি স্নান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন ?"

"প্রতিদিন তিনি কোন্ সময় আসতেন, ভুবনের মা ?"

"প্রায়ই সূয্যি না উঠ্‌তে উঠ্‌তে। কোন কোন দিন একটু বেলা যে হ'ত না, এমন নয়, কিন্তু সে কদিচ্।"

"বেশ, তাই করব।—ঘাটে ঘাটেই খুঁজ্‌ব।"

ক্ষণেক নীরব রহিয়া বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার জন্যই কি তাঁকে খুঁজ্‌বে?"

"না বল্‌লে মিছে হয়, তবে গৌরীর জন্যও বটে। তাঁর কথার ভাবে বুঝেছিলুম, গৌরীকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। আমার কথা ক'বার দোষে তিনি সে কথা পাড়্‌তে পার্‌লেন না।"

"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার্‌বে?"

"পার্‌ব কি, ভুবনের মা? ছাড়্‌তেই হবে।"

নিরুত্তর বৃদ্ধার চক্ষু এতদিন পরে সিক্ত দেখিলাম।

সারারাত্রি চোখের পলক ফেলিতে পারিলাম না। যে সময় নিত্য উঠি, সেই সময়েই শয্যাত্যাগ করিলাম এবং গৌরী উঠিবার পূর্ব্বেই মায়ের অন্বেষণে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

১৩

প্রথমেই, যে স্থান হইতে গৌরীকে লাভ করিয়াছিলাম, সেই চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

বহু লোক স্নান করিতেছিল—স্ত্রী ও পুরুষ। আমার একমাত্র লক্ষ্য-বস্তু ছিলেন, 'মা'। সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল না। আমি তীরে দাঁড়াইয়া চোখের নিমিষে তাঁহার অনাগমন বুঝিয়া লইলাম। শত লোকের মধ্যে থাকিলেও মায়ের সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্বরূপ লুকাইতে পারিত না। জাহ্নবীজলে ডুবিলেও মা বুঝি রূপ ডুবাইতে পারিতেন না।

অন্য ঘাটে যাইবার জন্য তীর-ভূমি হইতেই ফিরিতেছি, নদীগর্ভ হইতে কথা উঠিল—"অম্বিকাচরণ !"

স্বর-মাধুর্য্যেই বুঝিলাম, গুরুদেব। মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তিনি জল হইতে উঠিতেছেন।

"স্নান না ক'রে চলে যাচ্ছ যে ?"

উত্তর না দিয়া তাঁহার অভয় চরণে মস্তক সমর্পণ করিলাম।

"স্নান সেরে এস, আমি চাঁদনীতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে গুরুর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।

ডুব দিতে গিয়া,—এখনও 'মা'কে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করিতে পারি নাই—চুরি করিয়া মেয়েদের দিকে চাহিলাম। দৃষ্টি পড়িল, একটি মেয়ের উপর। মা'কে পূর্ব্বে না দেখিলে এই মা'কেই যে বলিতে হইত, "তোমার মত সুন্দর আর কখন দেখি নাই !"

সঙ্গে আর একটি রমণী, মধ্যবয়সী। তাঁহাকে সাধিকা বলিয়াই বোধ হইল, তাঁহার বসন গৈরিক-রঞ্জিত।

এই পর্য্যন্ত। চক্ষু মুদিয়া প্রায় একশ'বার ডুব দিলাম। আর কোনও দিকে না চাহিয়া, গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সেই দুইটি মহিলাই বিদায় লইতেছে।

"অনুমতি করুন আসি বাবা !" গৈরিক-ধারিণীই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

"এসো, মা।"

চলিবার মুখে সুন্দরী ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী, অনুচ্চস্বরে তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—"মা, বাবা কবে আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন জিজ্ঞাসা কর।"

গুরুদেব নিজেই সে কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন—"হবে রে বেটি হবে,

যে দিন বিশ্বনাথের ইচ্ছা হবে।—একবার দাঁড়া—অম্বিকাচরণ, এগিয়ে এস!—এঁকে প্রণাম কর্। তোর স্বামীর গুরু ভাই।"

উভয় মহিলাই আমাকে প্রণাম করিলেন—আমিও হাত তুলিয়া উভয়কেই প্রতি-প্রণাম করিলাম।

"মায়ের রূপ দেখ্‌লে, অম্বিকাচরণ?"

মহিলা দুই জন তখনও পর্য্যন্ত অধিক দূরে যান নাই।—কথা কহিলে পাছে শুনিতে পান, তাই আমি শুধু মৃদু হাসিলাম।

"হাস্‌লে শুধু হবে না হে, বল্‌তে হবে।"

"দেখেছি, প্রভু!"

"এরূপ কদাচ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা।"

"না, প্রভু, অন্নপূর্ণার সখী—আমি অন্নপূর্ণাকে দেখেছি।"

"বল কি হে!"

"মিথ্যা বলিনি, প্রভু!"

"তা হ'তে পারে। মিথ্যা কইবে কেন? অনন্ত-রূপিণী মা। যাক্, তার পর? এসে বল্‌ব ব'লে যে চ'লে এলে,—"

"এখনো বল্‌তে পার্‌ছি না, বাবা!"

"বলি, যাবার ইচ্ছা আছে ত?"

"আমার ইচ্ছা হ'লে কি হবে, আমার গুরুরই নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই।"

"বাঃ! আমিই ত তোমাকে যাবার অনুরোধ কর্‌লুম।"

"ও তোমার মুখের কথা, বাবা, বোধ হয় অন্তরের কথা নয়।"

"এ অদ্ভুত রহস্য তুমি কি ক'রে আবিষ্কার কর্‌লে?"

"নইলে পুঁট্‌লি-পাঁট্‌লা বেঁধেও আমি যেতে পার্‌ছি না কেন? বোধ হয়, এ জন্মেই যেতে পার্‌ব না।"

ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুদেব বলিলেন—"ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি। কোনও কিছু কি বন্ধনে পড়েছ?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"এক ভুবনের মা'কে যদি বন্ধন মনে কর, বুড়ীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।"

তথাপি আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঈষৎ কোপের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বল্‌বার কিছু থাকে বল; আমার কাছে গোপন কেন, মূর্খ।"

"বল্‌বার ঢের আছে, বাবা; আর বল্‌তেও অনেক সময় লাগ্‌বে। এখানে দাঁড়িয়ে ত হয় না।"

"বেশ, তোমার ঘরেই আজ আমার ভিক্ষা রইল।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, একবারের জন্যও আর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর্বেদনা বহির্ব্বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেল।

১৪

আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, ভুবনের মা'র বাঁচিবার উপায় হইয়াছে। গুরুদেবের প্রসাদ, সে আর গ্রহণ করিব না বলিতে পারিবে না। গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রম বঙ্গদেশে ছিল। বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখন একরূপ পশ্চিমাই হইয়া গিয়াছেন। তণ্ডুলান্ন তিনি কদাচ গ্রহণ করেন। স্থির করিলাম, লুচি-পুরির সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট তণ্ডুলান্ন প্রস্তুত করিয়া দিব। ভুবনের মা কয়দিন পরে অন্নাহার করিবে, লুচি-পুরি খাইলে মরিয়া যাইবে। যদি প্রসাদের মত বৃদ্ধা অন্নের কণা

মুখে দিতে চাহে, গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইব।

গুরুর আহারের ব্যবস্থা করিতে আমি ঘরে ফিরিতেছিলাম, পথে সেই গৈরিক-ধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার পর হইতে তাঁহাকে 'যোগিনী মা' বলিব। পরিচয়ে জানিয়াছি, তিনি একনিষ্ঠা তপস্বিনী—চিরকুমারী ; লোকের কল্যাণরূপিণী হইয়া বহুকাল এই কাশীতেই অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বাশ্রমের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না। সর্ব্বদা হিন্দীতেই কথা কহেন, তবে বাঙ্গালাও মাতৃভাষার মত বলিতে পারেন। সাধারণের চক্ষুতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তপসোজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁহার মুখ-খানিতে এমন সৌন্দর্য্য-বৈভব ঢালিয়াছিল, যাহা শ্রেষ্ঠ রূপসীর মুখেও কদাচ দেখা যাইত। তাহার উপর তিনি সঙ্গীতজ্ঞা, অতি সুকণ্ঠা, ভজন-কালে নিজের সুরেই তিনি মগ্ন হইয়া যাইতেন।

এ সমস্ত পরিচয় আমি পরে পাইয়াছি। গুরুদেবের কাছে আমি অনেকবার গিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। অথচ তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাকে গুরুদেবের পরিচিতা বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল।

আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"আপনার বাসায় আমার যাবার যে একবার প্রয়োজন আছে, বাবা!"

"কবে যেতে পারবেন বলুন, মা।"

যোগিনী অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ আপনার সুবিধা হবে?"

"সুবিধা অসুবিধা আপনার।"

"তা হ'লে আজই চলুন না কেন, মা!"

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন "আজই?"

"আজ কেন, এখনি—আমার বাসায় আজ আপনাকে ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হবে।"

"আপত্তি নেই, তবে অন্য এক স্থানে আগেই যে প্রতিশ্রুত হয়েছি, বাবা।"

"গুরুদেব নিজে উপযাচক হয়ে আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিতে চেয়েছেন। সেই সাহসেই আপনাকেও বল্‌লুম, মা।"

"তবে, আমার শুধু নয়, বাবা, যার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ, তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"এ আরও সুখের কথা, মা!"

"কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে!"

"এ কথা তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে হ'ল, মা!"

"তবে আপনি আসুন, আমরা যথাসময়ে যাব।"

যোগিনী প্রস্থানোন্মুখী হইলেন, আমিও চলিলাম। কাহার ঘরে তাঁহার নিমন্ত্রণ, আমি অনুমানে বেশ বুঝিয়া লইলাম। সে আর কেহ নহে, সেই যুবতী। আসে সে আসুক, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না, যোগিনী মায়ী আসিলে আমার আর একটু বল হইবে। ভুবনের মা'কে অন্ন গ্রহণ করাইতে তাঁহারও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করি।

বাসার দ্বারে—এ কি, এক পশ্চিমা দরোয়ান বসিয়া আছে কেন? হিন্দীতেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—কে সে, কোথা হইতে, কেন আসিয়াছে। উত্তর যাহা পাইলাম, তাহাতে তাহার অবস্থান-রহস্য—আমার সম্যক বোধগম্য হইল না। কে এক রাণীমা আসিয়াছে, তার গুরুজি দর্শন করিতে। সে বাঙ্গালা মুলুকের রাণী—রাজাসাহেব, রাণী—উভয়েই মুলুকে ফিরিয়া যাইবে, সেই জন্য রাণী গুরুজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

কতকগুলা এই প্রকার কি সে দ্রুতবাক্য-বিন্যাসে বলিয়া গেল, আমি বুঝিতেই পারিলাম না। শেষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "এইটেই রাণীমা'র গুরুর বাড়ী ?"

"হাঁ, ঠাকুরজি !"

"তোমাকে কে বল্‌লে ?"

"সো হামি জানে।"

জানুক্ গে বেটা, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি।

"ইধির কাঁহা যাবে, ঠাকুরজী ?"

"এ আমারই বাসা, সেপাইজি।"

সন্দেহ-সঙ্কুচিত-নেত্রে সে কেবল আমার পানে চাহিল। আমার আকৃতি ও বেশে গুরুজির কোনও লক্ষণ ছিল না।

আমার রাঁধিবার ঘর প্রবেশ পথের অপর পার্শ্বে, যাইতে হইলে বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়—হিন্দু গৃহস্থের রীতি, যে সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে না পায়।

রান্নাঘর হইতে আমি ধূম নির্গত হইতে দেখিলাম, দেখিয়া বিস্ময় আসিল। পেটের জ্বালায় কাতর হইয়া ভুবনের মা-ই কি রাঁধিতে বসিয়াছে ? যাক্, যদি সে-ই হয়, এখন দেখা দিয়া তাহার আহার-চেষ্টায় ব্যাঘাত দিব না। কিন্তু 'রাণীমায়ী'কে যে দেখিতে পাইতেছি না ! বোধ হয় উপরে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা বসাইয়া বুড়ী কি পেটের জ্বালা-নিবারণের জন্য এত ব্যস্ত হইল !

বরাবর উপরে চলিয়া গেলাম। বারান্দায়, কই, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ! ভুবনের মা'র ঘরেও যে কেহ আছে, সেটাও কোনও চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি রাণীও ভুবনের মা'র রান্নাঘরে বসিয়া আছে ?

আমার ঘরের দুয়ার হাট করিয়া খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের সমস্ত জিনিষ-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বুঝিলাম, আর কিছু নয়, এ সমস্তই গৌরীর কায। সে দিন দিন অধিকতর দুষ্ট হইতেছে। ভুবনের মা দুর্ব্বল, আমার ঘরে তাহার এই অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে নাই। তবু একবার ডাকিলাম, "ভুবনের মা!"

"এসেছ, বাবা!"

"তুমি ঘরেই আছ?"

বৃদ্ধা বাহিরে আসিল। আসিয়া, বড়ই দুর্ব্বল, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

রাণীর আসার নিদর্শন ত এখনও পাইলাম না। আমি আবার বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি উনুনে আগুন দিয়ে এসেছ?"

ভুবনের মা ঈষৎ প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল—"আমাকে আর দিতে দিলে কই?"

"কে আগুন দিয়েছে?"

"আমার কি ছাই-মরণ আছে? বিশ্বনাথ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ লিখে রেখেছেন, তার ঠিক কি!"

"মা এসেছেন?"

"শুধু এসেছেন, এসেই গৌরীর জন্য দুধ গরম কর্‌তে গেছেন।"

"হুঁ!—গৌরী?"

"গৌরী তাঁরই কাছে।"

"আমি কি আমার ঘরের দোর বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিছ্‌লুম?"

"কেন, কি হয়েছে?"

"সমস্ত জিনিষ-পত্র গৌরী ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়েছে। আসনে জল ঢেলেছে।"

"গৌরী নয়।"

"তবে কে?" প্রশ্ন করিবার পরই মনে পড়িল- গৌরীর মায়ের যে আর একটি ছেলে আছে। মনে পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কি তাঁর পুত্রটিকে আজ সঙ্গে ক'রে এনেছেন?"

"বাপ্ রে বাপ্, এমন দুরন্ত!"

"ছেলেটি কোথায়?"

"সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে, বোধ হয়, সে তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। আমার কাছে তার মা রেখে গিছ্‌লো, কিন্তু আমার কি ক্ষমতা তাকে আগ্‌লাতে পারি!"

"ভুবনের মা, আমাদের বাড়ীতে এক রাণী এসেছেন।"

"রাণী?"

"আমাদের বাঙ্গলাদেশের এক রাণী।"

"কোথায় তিনি?"

"এসে বাড়ীর কোন্‌খানে তিনি লুকিয়ে আছেন।"

"সে কি! কেন? কি জন্য?"

"সে সব আমি জানিনে। তুমি তাকে খুঁজে বার কর। আমার অবকাশ নেই, এখনি আমাকে বাজারে যেতে হবে।" বলিয়াই, ভুবনের মা'কে ধাঁধাঁয় ফেলিয়া আমি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"তাই ত মা, আর দু'দিন যদি না আস্‌তুম, তোমাকে ত আর দেখতে পেতুম না!"

আমি পেঁটরা হইতে টাকা বাহির করিতেছিলাম। হাত তুলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভুবনের মা'র এইবারে উত্তর শুনিব। বৃদ্ধা যে উত্তর দিল, শত আগ্রহেও তাহা শুনিতে পাইলাম না।

রাণী? ঐ পথে নিক্ষিপ্তা বালিকা কি তবে এতদিন এক রাণীর করুণানির্ঝরে স্নাত হইয়া আসিতেছে?

মায়ের উত্তরেই আমার শুনিবার আগ্রহের মীমংসা হইয়া গেল।

"কথা পর্য্যন্ত কইবার ক্ষমতা নেই!—টলে পড়্‌ছ! নাও আমার হাত ধর।"

বুঝিলাম, সিঁড়ির মাথার উপরে দাঁড়াইয়া মা কথা কহিতেছেন। ভুবনের মা বোধ হয় নীচে যাইতেছিল। এইখানেই বোধ হয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে তাঁহাকে আমার আগমনবার্ত্তা শুনাইয়া দিল। কেন না, পেঁটরায় হাত দিয়া, কান পাতিয়া কিছুক্ষণ আর কাহারও কথা শুনিতে পাইলাম না। গৌরীর মুখের একটা অস্ফুট বাক্যও আমার কর্ণগোচর হইল না। অগত্যা টাকা লইয়া পেঁটরা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গুরু আসিবেন, আর তাহাদের কথায় কান দিবার সময় আমার নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখি, উভয়েই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। ঘরের যদি বার বার এইরূপ অবস্থা হয়। মনে করিলাম,—কবাটে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিয়া যাই।

আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোথায় কুলুপ? কি আপদ, যেখানে রাখিয়াছিলাম সেখানে ত নাই ই, ঘরের চারিধার খুঁজিয়া কোথাও সেটা দেখিতে পাইলাম না। দুরন্ত ছেলেটা সেটা বারান্দা হইতে ফেলিয়া দিল না কি? ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া যে জানিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই, নীচে হইতে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ আমার কর্ণেও প্রবেশ করিবে না। সেই এখনো-না-দেখা ছেলেটার উপর বিরক্ত হইয়াই আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম। দ্বারের বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখি, এক চন্দ্রকান্তি বালক!

ক্ষুদ্র দস্যু, আমার ঘরের যেখানে যা অবশিষ্ট আছে, লুটিবার জন্য

কাহারও দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আমি পথের মাঝেই তাহাকে বুকে তুলিয়া দুই বাহুপাশে বন্দী করিলাম। ক্রোধে ক্ষুদ্র করপত্রে সে আমার শ্মশ্রু ধরিয়া টান দিল। কিছুতেই যখন আমি পরাভব স্বীকার করিলাম না, তখন ক্ষুদ্র হুঙ্কারে সে আমাকে ভয় দেখাইল।

"এর দিকে একবার ফিরে চান, বাবা!"

যশোদা, দেবকী—যেন উভয়েরই প্রতিরূপ সেই রহস্যময়ী নারী! কোলে গৌরী!

"এর মুখের অবস্থাটা একবার দেখুন!"

জীবনদায়িনীর কোলে রহিয়াছে, তবু আমার কোলে তাহার নবাগত দুরন্ত স্নেহাংশভাগীকে দেখিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মুখ অভিমানে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

তাহার মাতৃক্রোড়ে বালিকা ন্যায্য নিজস্বের ভাগ লইতে উঠিয়াছে, বালকের ভ্রূক্ষেপও নাই, সে অপরিস্ফুট আনন্দের ভাষায় দুই হাত দিয়া আমার শ্মশ্রু, মুখ, নাসিকা বিপন্ন করিতে নিযুক্ত ছিল!

আসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি আমার চোখে জল আসিল।

"এর মায়া কি আপনি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন?"

"বালক-বালিকার এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য, মা! অন্যে দেখলে যমজ না ব'লে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

"খোকা এক মাসের বড়।" বলিয়া মা গৌরীকে কোল হইতে নামাইলেন। আমিও বালককে ভূমিতে রক্ষা করিলাম। গৌরী আমার দিকে আসিতেছিল। বালক পথের মাঝে, চোখের পালট পড়িতে না পড়িতে, তাহাকে যেন লুটিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চীৎকার।

অগত্যা আমি গৌরীকে কোলে লইলাম। বালক একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আপনার মনে কিছু দূর বারান্দায় হামা গুড়ি দিয়া ছুটিল।

এইবারে কথা ফিরাইতে মা বলিলেন—"মায়ের এত অসুখ হয়েছে, জানতুম না।"

"তুমি কি তার অসুখের খবর পেয়ে এসেছ?"

"না, বাবা, খবর নিতেই ত এসেছি।"

"ভুবনের মা তোমাকে কি অসুখের কথা বলেছে?"

"বল্‌তে হবে কেন, দেখতেইত পাচ্ছি,—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই। মুখ দে কথা বা'র হচ্চে না।"

"তুমি কি এখনি যাবে, না কিছুক্ষণ থাক্‌তে পারবে?"

"আপনি কি আবার কোথাও যাচ্ছেন?"

"একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কি আন্‌তে হবে, ব'লে দিন, আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়াই তিনি ডাকিলেন, "পার্ব্বতি!"

"অন্যের দ্বারা হবে না, আমাকেই যেতে হবে। আমার গুরুদেব এখানে পদধূলি দেবার ইচ্ছা করেছেন।"

"তবে আমিও একবার ঘুরে আসি না কেন?"

"পার ত ঘুরে এস। না পার, ভুবনের মা'কে কিছু আহার করিয়ে যাও। তোমারই জন্য সে আজ ক'দিন অন্ন ত্যাগ করেছে।"

"বলেন কি, বাবা! আমার জন্য?"

"আমার শত অনুরোধে, কেবল আমাকে তুষ্ট কর্‌তে, এক আধটা ফলের কণা সে মুখে দেয়।"

ভীতি-বিহ্বল চোখে মা আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"বুড়ী গেল কোথায় ?"

"আমি তাকে নীচে বসিয়ে এসেছি।"

"বস্‌তে সে নীচে যায়নি, কোথা থেকে এক রাণী গুরুর বাড়ী ভুল ক'রে এখানে এসেছে, বুড়ী তাকে খুঁজতে গেছে।"

পার্ব্বতী এই সময় উপরে আসিয়া মা'কে উত্তরের দায় হইতে নিস্কৃতি দিল।

"পার্ব্বতীকে দিয়ে আনালে হবে না ?"

"হবে না কেন, কিন্তু আমার তৃপ্তি হবে না, মা! আজও পর্য্যন্ত তিনি আমার এ গৃহে পদার্পন করেন নি।"

"তবে ঘুরে আসুন।"

গৌরী এতক্ষণ চুপটি করিয়া আমার কাঁধে মাথা দিয়া ছিল।

"গৌরীকে আমার কোলে দিন।"

দিতে যাইতেছি, ঘরের ভিতরে শব্দ হইল। আমাদের কথার অবসরে কখন্ যে তাঁহার শিষ্ট ছেলেটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

"দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? কি ভাঙলে দেখ্।" পার্ব্বতীকে আদেশ করিয়া মা গৌরীকে কোলে লইলেন।

"যাই ভাঙ্গুক, মা, ছেলেকে যেন কিছু ব'ল না।"

পার্ব্বতী দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়াই বলিল—"কলসী ভেঙে বাবার বিছানা পত্তর সব জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।"

বাহির হইতে কৌতূহল-পরবশ হইয়া একবার দেখিলাম। ঘর জলপ্লাবিত, বালক তাহার উপরে পড়িয়া মহানন্দে যেন সাঁতার কাটিতেছে।

"উপর থেকে চাদর নিয়ে বেশ ক'রে মুছিয়ে দাও—যেন মারধর

করো না, মা! আর যা বল্‌লুম, ফিরে আসা যদি অসম্ভব মনে কর, ভুবনের মা'র জীবন রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে যাও। নইলে তোমার গৌরীর জীবন রাখা ভার হবে।"

"আমি এখন যাব না, বাবা।"

১৫

গুরুর অহেতুকী কৃপা! কখন্, কি অবস্থায়, কেমন করিয়া কাহার ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে, ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। নহিলে, যে জীবনে ভুলের উপর ভুল করিয়া একান্ত হেয় হইয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব অবস্থার সংযোগে, এক মুহূর্ত্তেই এক অপূর্ব্ব বস্তুর অধিকারী হইল কেন?

শুনিয়াছি, ভগবান্ বালক-স্বভাব। রত্নের পুঁটুলি লইয়া বালক পথের ধারে বসিয়া আছে। এক জন তাঁহার কাছে দুটি হাত পাতিয়া বারংবার রত্ন-ভিক্ষা করিল,—পাইল না। আর এক জন তাহার দিকে, দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, বালক ছুটিয়া পিছন হইতে ধরিয়া তাহাকে রত্ন দান করিল।

আমার ঘরে আজ তাই দেখিলাম।

বাজার করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম, পথে আসিতে দেখি, দশাশ্বমেধের বড় পথ ধরিয়া দুইদিক্ বন্ধ একটি পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কী অমন ত অনেক যায়, সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার আমার কিছুই ছিল না, যদি না ঠিক সেই সেপাইজির মত এক জন লাঠি হাতে তার পিছন পিছন ছুটিত। আমি অনুমান করিলাম, পাল্কীর ভিতরে আর কেহ নয়, মা আছেন।

তথ্য লইবার আমার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু অনেক লোকের গতায়াত, লওয়াটা উচিত বোধ করিলাম না ! মুখ ফিরাইতেই দেখি, পার্ব্বতী। আর আমার সন্দেহ রহিল না। সে-ও নিশ্চয় পাল্কীর অনুসরণ করিতে-ছিল, ছুটিতে অশক্ত—পিছাইয়া পড়িয়াছে।

বুঝিলাম, মা আমার সাধারণ মহিলা নহেন—রাণীই বটেন। কিন্তু এরূপ ভাবে এত শীঘ্র তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় আমার মনে সংশয় জাগিল ; মা যে বলিয়াছিলেন, থাকিব !

পার্ব্বতী অন্যদিকে মুখ করিয়া পথ চলিতেছিল। গোটা দুই প্রশ্ন করিয়াই বুঝিলাম, আমাকে দেখিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে।

আমি ডাকিলাম,—"পার্ব্বতী !" সে উত্তর দিল না। আবার বলিলাম,—"ওগো মা ! তোরা চ'লে যাচ্ছিস্ যে।" উত্তর ত সে দিলই না, একবার মাত্র আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেন চির-অপরিচিত কে আমি, সে অধিকতর দ্রুতগতিতে আমা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল। আমার সংশয় দ্বিগুণিত হইল। ভুবনের মা তবে কি মায়েরও অনুরোধ রক্ষা করিল না ? মরিতেই কি সে সঙ্কল্প করিল ? কিংবা এমন কোন কথা আবার সে মা'কে শুনাইয়াছে যে, অভিমানাহত কুলাঙ্গনা মুহূর্ত্ত মাত্রও আর আমার বাড়ী তিষ্ঠিতে পারেন নাই !

ব্যাকুলভাবেই আমি বাসায় ফিরিলাম। প্রবেশ করিতেই দেখি, ভুবনের মা উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখেই বসিয়া আছে। তাহার মুখ কিন্তু অপ্রফুল্ল দেখিলাম না।

"থাক্‌ব ব'লে মা চ'লে গেল কেন, ভুবনের মা ?"

উত্তর শুনিতে ভুবনের মা'র কাছে উপস্থিত হইলাম। আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল,—"বাবা এসেছেন।"

"তিনি আস্‌বেন আমি জান্‌তুম ; মা চ'লে গেলেন কেন ?"

"হঠাৎ তাঁর কি একটা প্রয়োজন পড়েছে।"

"রাগ ক'রে গেলেন না ত ?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল।

"তাঁর ঝিকে ডাক্‌লুম, সে শুন্‌তে পেয়েও উত্তর দিলে না, একবার ফিরে চেয়ে চ'লে গেল।"

"রাগের কারণ ত কিছুই হয়নি। তুমি বলেছ, আমি না কি অনাহারে মর্‌ব সঙ্কল্প করেছি, তাই শুনে কত দুঃখ কর্‌লেন তিনি। দু'হাতে ধরে আমাকে খেতে কত অনুরোধ কর্‌লেন।"

"যাক্, আজ আহার হবে ত ?"

"নিজেই রেঁধে দিতে প্রস্তুত।"

"খাবে ত ?"

"ও বাবা! আর না খেয়ে পারি! যাবার সময় মা, সেই ননীর পুতুলকে দেখিয়ে আমাকে অনুরোধ ক'রে গেছে।"

"বাঁচা গেছে।"

"ও বাবা, সে পাগল মেয়ে—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আমাকে দিব্যি গাল্‌তে বলে। আমি যদি মর্‌ব ত দুঃখ ভোগ কর্‌বে কে ?"

"বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ? তোমার মাথা নাড়ায় বুঝতে পার্‌লুম না,—হয়েছে, না হয়নি ?"

"আমি বল্‌তে পারলুম না, বাবা ?"

"যাক্, এখানে ব'সে আছ কেন ?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না।

তাহার এরূপ আচরণ আমার কাছে কেমন একটা রহস্যের মত বোধ হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি যেন আমার কাছে কথা গোপন কর্‌ছ ?"

"এক সাধু মা এসে আমাকে বল্‌লে, 'মা এইখানে বস। কেউ যদি আসে, তাকে উপরে উঠ্‌তে নিষেধ ক'র! বাবার সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে'।"

"আমাকেও উঠতে নিষেধ করেছে?"

"তোমার কথা ত স্বতন্ত্র ক'রে বলেনি, বাবা!"

"বেশ। গৌরী?"

"সাধু মা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে গেছেন।"

অবশ্য আমি বিস্মিত হইলাম,—একটা যেন রহস্যের জাল চারিধার হইতে আমার বাসাটাকে ঘেরাও করিতেছে। তবে ভুবনের মা'কে আর প্রশ্নে উৎপীড়িত করা সঙ্গত মনে করিলাম না। এই ক'টা কথা কহিতেই বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত হইয়াছে। সাধু মা'র সঙ্গে আর এক জন আসিয়াছে কি না, জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা দমিত করিয়া জিনিষগুলা রাখিতে আমি রন্ধন-শালায় চলিয়া গেলাম।

কি আপদ, নিজের ঘরে কি চোর হইলাম! গুরুর সঙ্গে তার এমন কি কথা যে, আমার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হইবার অধিকার নাই! অভিমান যাইবে কোথায়? রন্ধন-শালায় বসিয়া, দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া, আমি নিমীলিতনেত্রে যোগিনীর মুণ্ডপাত করিতেছিলাম।

"তাই ত, বাবা, একটা যে বড় অন্যায় হয়ে গেছে!"

আমি চোখ মেলিলাম মাত্র।

"যে-সে পাছে উপরে যায়, মাকে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলুম, মা আমার কথা বুঝতে পারে নি। 'যে-সে'র মধ্যে কি আপনি!"

"আপনাদের কথা হয়ে গেছে?"

"আপনাকে গোপন ক'রে কইতে হবে, এমন কোনও কথা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না—উঠে আসুন।"

"আমার উপরে যাবার প্রয়োজন আছে, মা? এখনো দু'চারটে জিনিষ আমার কিন্‌তে বাকি আছে।"

"উঠে আসুন, উঠে আসুন। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, তাঁরই সম্বন্ধে কথা বাবাকে যা বলেছি, সমস্তই তাঁর মুখে আপনি শুন্‌তে পাবেন। আপনারও শোন্‌বার প্রয়োজন।"

অভিমান করিয়া বসিয়া থাকার কোনও মূল্য নাই বুঝিয়া আমি আসন ত্যাগ করিলাম।

"ভুবনের মা কি সেইখানেই ব'সে আছে?"

"না বাবা, তাকে উপরে তুলে দিয়ে এসেছি।"

"বালিকা?"

তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন,—"উপরে যান, সকলকেই দেখ্‌তে পাবেন?"

"আপনি?"

"আমি সেই মেয়েটিকে আন্‌তে চল্‌লুম।"

১৬

"এস অম্বিকাচরণ!"

সিঁড়ি ছাড়িয়া, উপরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি, গৌরীকে বুকে ধরিয়া গুরুদেব পাদচারণ করিতেছেন। ভুবনের মা নিজের ঘরের দ্বারে বসিয়া, নির্নিমেষ-নেত্রে বুঝি তাঁহার লীলা দেখিতেছে।

"এই দেখ, তোমার মায়া আমাকেও দু'হাত দিয়ে কেমন জড়িয়ে ধরেছে।"

দেখিবার মত বটে! গুরুদেব হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড জটাভার—গৌরী দুই হাতে সেই জটা আঁকড়িয়া যেন নিশ্চিন্তভাবেই তাঁরি বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

"এই দেখ, আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার মায়া আমাকে ছাড়ে না। কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা হ্যায়। জটা মুড়ুবো নাকি, অম্বিকাচরণ?"

হাসিতে হাসিতে তিনি কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু তীব্রশলার মত সেগুলি আমার বুকে বিঁধিয়া গেল।

"ঘরের ভিতরে বসুন।"

গৌরীকে আবার বাহুপাশে বাঁধিয়া ঈষৎ শ্লেষের সহিতই তিনি বলিলেন,—"ঘরে কি বস্‌বার স্থান রেখেছ! নিজের সাধনাসন পর্য্যন্ত এই মোহ-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছ।"

"এ কাজ ও করেনি প্রভু!"

"তবে কে—তোমার সেই অন্নপূর্ণার সেই ছেলেটি?"

বুঝিলাম, গুরুর সঙ্গে মায়ের দেখা হইয়াছে। আমি কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলাম। বাস্তবিক, দুষ্ট বালক আমার ঘরের মেঝের কোনও সামগ্রী শুষ্ক রাখে নাই। উপরের ঝোলা আল্‌নায় বসিবার মত যে যে বিছানা ছিল, তাহা লইয়া গুরুদেবের আসন করিলাম।

উপবিষ্ট হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যেই করুক, অম্বিকাচরণ, কারণ এই। এই জীবটি এখানে না থাকিলে তোমার অন্নপূর্ণাও এখানে আস্‌ত না, তার পুত্রও আস্‌ত না! কল্‌মীর দল, একটাকে টেনেছ, সব এসেছে।" বলিয়া তিনি গৌরীকে বুক হইতে নামাইয়া কোলে শয়ন করাইলেন।

আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বসিতে না বলিলে কখন তাঁহার সম্মুখে আমি উপবেশন করিতাম না।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স।"

"আমাকে এখনি আবার বাইরে যেতে হবে।"

"সে হবে এখন হে, ব'স।"

বসিতে বসিতে গৌরীর এক অদ্ভুত শান্ত-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"কি আশ্চর্য্য, প্রভু, এক দৃষ্টিতে মেয়েটা আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে না!"

আমার কথার উত্তর না দিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বালিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নমুখেই তার পর বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া গেল, কিছুক্ষণ কাঠের পুতুলের মত আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

"এতদিন ধরে' একটা পরমা সুন্দরী কুলবধূ লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌ছে, তা'কে একদিনও নিষেধ করতে তোমার সাহস হ'ল না, অথচ তুমি সন্ন্যাসী হ'তে চলেছ! ছি ব্রহ্মচারী, ছি!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নির্ব্বাক্।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—ষাটের উপর বয়স, এখনো তোমার বুদ্ধি এলো না, তিন তিনটে সংসার ভেঙ্গে গেল, তবু তোমার চৈতন্য হ'ল না! আবার এটাকে নিয়ে আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে নাকি হে?"

"না প্রভু!"

"না কেন হে! জামাই হবে, নাতি হবে। সেই মোহেই না মা অন্নপূর্ণাকে নিষেধ কর্‌তে পারনি। বেশ সকালে একবার ক'রে এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—না এলে পাছে গৌরী আবার কৈলাসে ফিরে যায়—কেমন, এই ত মনের কথা হে।"

"ছ'মাস আমি তার আসার খবর জানতুম না।"

"তা হ'তে পারে।"

"তিনি যে আস্‌তেন, ভুবনের মা আমাকে একদিনও জানায়নি।"

"জিজ্ঞাসা কর না বুড়ীকে তার ফল। এমন তিরস্কার আমার

কাছে খেয়েছে বুড়ী, বাপের জন্মে সে এরূপ কঠোর বাক্য শোনেনি। সে বেটীকেও যা ইচ্ছা তাই শুনিয়ে দিয়েছি।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

"সে বেটীও এখানে আর আস্‌ছে না, অম্বিকাচরণ এক তাড়াতেই তার গৌরীর মোহ কেটে গেছে।"

"আমারই অপরাধে তাঁকে শুনতে হল, প্রভু!"

"তাতে আর সন্দেহই নেই, এত বড় নির্ব্বোধের কায করেছিলে তুমি। এতে তোমার জীবন সংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। তা না হ'লেও, সাধু ব্রহ্মচারী ব'লে তোমার যে নামের একটা মর্য্যাদা হয়েছিল, সেটি একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। কাশীতে তোমার আর বাস করা চল্‌তো না।"

"তিনি যে ওরূপভাবে আস্‌ছেন, ছ'মাস আমি জান্‌তে পারিনি। ভুবনের মা জান্‌তো, আমাকে বলেনি।"

"বুড়ীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সেজন্য তার আজ কি লাঞ্ছনা হয়েছে। বেটী হতভম্ভ হয়ে কেমন বসে আছে, একবার দেখে এস না। যাক্, বিশ্বনাথ তোমাদের সহায়, সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে।"

এই বলিয়া, গৌরীকে একটা পরমাত্মীয়তার গালিতে যেন আপ্যায়িত করিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"এইটাই হয়েছে যত অনর্থের মূল। এইটার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে তোমরা তুজনেই গোলমাল ক'রে ফেলেছ। রোজ রোজ এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—আর কি? কে সে, কোথা থেকে আস্‌ছে, কেন আস্‌ছে—আর জানবার দরকার কি?"

"আমরা তু'জনেই তাঁকে এর গর্ভধারিণী মনে করেছিলুম।"

"তাইতেই ত বিশেষ অনর্থ ঘটিয়েছিলে, অম্বিকাচরণ। যে শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁকে দেখা উচিত ছিল, তা তোমরা কেউ দেখনি।"

"না, বাবা, দেখিনি। শুধু দেখিনি নয়—"

"থাক্ আর বল্‌তে হবে না। তবে আর অনর্থের কথা বল্‌ছিলুম কেন বাবা, তুমি বৈরাগ্য নিয়ে গৃহ থেকে বেরিয়েছ—অত বড় বিঘ্ন ইচ্ছা ক'রে সম্মুখে রেখেছিলে! মা তাঁর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে যেতেন, কিন্তু তোমার সমস্ত সাধন পণ্ড হয়ে যেত! যাক্, তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে, এইবারে যা বল্‌ব, শোন।"

"একটা কথা, বাবা?"

"কে তিনি, জান্‌তে চাচ্ছ?"

করযোড়ে বলিলাম,—"গৌরীর মায়া, বোধ হয়, আপনার তিরস্কারেও ছাড়তে পার্‌তুম না—"

হাসিয়া গুরুদেব আমার বক্তব্য বলিয়া দিলেন,—"মা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন?"

"নইলে এ জন্মে বুঝি আর আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারতুম না।"

মৃদুহাসি মুখে মাখিয়া তিনি বলিলেন—তা ও বেটীরা সবই কর্‌তে পারে। যিনি অবটন সংঘটন করেন, সে বেটী ত তাঁরই একটি প্রতিমূর্ত্তি। যে বাবুটি সে দিন তোমার কাছে বসেছিল, ওটি তারই স্ত্রী। হতভাগা পাষণ্ড স্বামীকে মহাপাপের কবল থেকে মুক্ত কর্‌তে তিনি এই অসম সাহসিকের কায করেছেন। এই কাশী সহর,—এর পথে ঘাটে দুর্ব্বৃত্তেরা সর্ব্বদা যাতায়াত কর্‌ছে—ওই রূপ—সে সমস্ত ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কি ক'রে যে মা এক বছর ধ'রে তোমার ঘরে যাতায়াত করেছেন, ভেবে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। হতভাগা স্বামী, চরিত্রহীন। ওই অমন পত্নীর উপর অসদ্ব্যবহার করে! নরাধমটা আমার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। কত প্রলোভন! আমাকে আশ্রম কর্‌তে তালুক দেবে, টাকা দেবে! যেমন দেখে আস্‌ছে, পয়সা দিয়ে গুরু কেনা। মনে করেছিল,

এখানেও বুঝি তাই! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েদিলুম।"

"তিনি এসেছিলেন" বলিয়া ব্রজমাধব বাবুর সঙ্গে আমার যে যে কথা হইয়াছিল, গুরুদেবকে শুনাইয়া দিলাম।

"পাঠিয়েছিলুম কেন জান?—এই কাঞ্চন-কুসুমটিকে দেখাতে।"

"এইটিই তার?"

"এ আর বুঝতে পার্‌ছ না? হতভাগা আর এসেছিল?"

"না প্রভু। সেই এক দিনই দেখেছিলুম, আর দেখিনি।"

"আর সে আস্‌ছে না। দেশে সে একটা মস্ত লোক হে! কোম্পানীর কাছে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছে—ভারি প্রতিষ্ঠা! হাঁসপাতাল করেছে, ইস্কুল করেছে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দিয়েছে, বাপের শ্রাদ্ধে বছর বছর অগাধ টাকা খরচ করে, এই কাশীতেই সেদিন বামুন-পণ্ডিত গরীব-দুঃখীদের কতই না দান কর্‌লে। রাজা হে রাজা। কিন্তু অম্বিকাচরণ, সে রাজ্যের রাজা, এ রাজ্যের কে? একবার পা দিয়ে, দেখ্‌লে, দু'দণ্ড দাঁড়াতে পার্‌লে না—চোরের মত পালিয়ে গেল।" বলিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেব চিন্তিতের মত চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। গৌরী এই সময়ে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন এইবার আমার কোলে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু গুরুর কোল হইতে লইতে, এমন কি, তাহার চাঞ্চল্যের কথা পর্য্যন্ত বলিতে আমার সাহসে কুলাইল না।

গুরুদেব উঠিলেন, গৌরীকে কোলে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইয়াই তিনি ভুবনের মা'কে বলিলেন—"কি রে বুড়ী, কিছু ক্ষণের জন্য এটাকে রাখতে পার্‌বি?"

ভুবনের মা বোধ হয় উঠিতেছিল। নিষেধ করিয়া গুরুদেব তাহার কাছে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল, তিনি বুঝি আমাকে গৌরীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবেন না। আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছিল, গুরুদেবের ভয়ে পলকের মধ্যেই সে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহনান্তে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন —"সন্ন্যাসী আমরা, সংসারীদের কথায় থাকা আমাদের একেবারেই উচিত নয়, থাকা ভালও লাগে না, কেবল তোমার জন্যই আমাকে এই জঞ্জালে পড়্‌তে হয়েছে।

"দাসকে জঞ্জাল থেকে মুক্ত করুন।"

"ঠিক কথা?"

সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তথাপি প্রবল চেষ্টায় বুকে বল বাঁধিয়া উত্তর করিলাম—অন্তর্য্যামিন্, আর দাসকে পরীক্ষায় ফেল্‌বেন না।"

প্রথম যে দিন তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি, মস্তকে আমার করস্পর্শ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—কি মধুর গম্ভীর আশ্বাস বাণী!—"অম্বিকা-চরণ, আজ হ'তে আমি তোমার ভার গ্রহণ করলুম্।" সেই বাণী মায়া-মনুষ্য মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে সংসার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

"আর মায়া কেন অম্বিকাচরণ? এই মেয়েটাকে চিন্তা কর্‌বার পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব-সংসারটাকে একবার চিন্তা ক'রে নাও। চিন্তা ক'রে না ও তোমার সেই সাধ্বী পত্নী দয়াময়ীকে, তার বুকে-ধরা সেই কন্যাটিকে।"

"আমি নিজে অশক্ত, করুণা ক'রে আমাকে মুক্তি দান করুন।"

"মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না, বাবা, নিজের পুরুষকারে উপার্জ্জন কর্‌তে হয়।"

এর উত্তর দিতে একান্ত অশক্ত, শুধু গুরুদেবের মুখপানে চাহিয়া, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"যিনি তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি তোমারই ভিতরে।"

মনে মনে বলিলাম—"তুমিই গুরুরূপে বাহিরে, অন্তর্য্যামি-রূপে ভিতরে। তোমার এ ভয়-দেখানো কথায় আমি ভুলিব না।"

"কোথায় যেতে চাচ্ছ, যাও।"

প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, তিনি আবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন। আবার যেন কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বেশ, যাও। ফির্‌তে কত বিলম্ব হবে?"

"যত শীগ্‌গির পার্‌ব, প্রভু, বাজার করবার্ এখনও কিছু বাকী আছে।"

"যজ্ঞের আয়োজন করছ নাকি হে?"

আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া, তিন আবার বলিলেন—"তাই ত, অম্বিকাচরণ, মনটা কেমন কেমন কর্‌ছে।

কি জন্য তাঁহার মন কেমন করিতেছে, অনুমানে বুঝিয়া আমি বলিলাম—"মাকে কড়া কথা ব'লে?"

"বিশেষ কড়া কথাই বলেছি। বলেছি, রোজ রোজ এখানে মর্‌তে এস কেন? আমার ছেলেটির সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না?"

উত্তর দিব কি, ছেলে বলাতেই আমি অন্তরের হাসি চাপিতে পারিলাম না। ভুবনের মা'কে বয়স বলিয়াছিলাম ষাট, এখন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পঁইষট্টি পার হইতে চলিয়াছে, আমি হইলাম তাঁর ছেলে? সত্যই কি তিনি আমাকে বালকবৎ দেখিয়া আসিতেছেন?

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কথাটা শোনামাত্র তাহার মুখখানা রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল। আমি তা দেখে ভয় পাব কেন? আবার বল্‌লুম; 'মা না বিউলো, বিউলো মাসী; ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী।' গর্ভে ধর্‌লে যে, তার মমতা হ'ল না, ফেলে দিলে—দুর্য্যোগ রাত্তির—ফেলে

দিলে মর্‌তে, ওঁর মমতা উথলে উঠলো! এক বৎসর ধ'রে,—কুলবধূ—ফের যদি এ বাড়ীতে তোমাকে দেখ্‌তে পাই, ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। সঙ্গে যেটা ছিল, সেটা বুঝি ঝি, সে ব'লে উঠলো, 'কাকে কি বল্‌ছেন, ঠাকুর!' কে তার কথায় কান দেয়, আমি বল্‌তে লাগলুম, তোর নরাধম স্বামীর চেয়ে আমার সে বালকটির মর্য্যাদা অনেক বেশী, তা জানিস্? ঝি বেটী ব'লে উঠলো, 'সাম্‌লে কথা ক'ও ঠাকুর, কাকে কি বল্‌ছ, তুমি বুঝতে পার্‌ছ না।' আমি বল্‌লুম, 'কেন, তোর মনিব রাজা ব'লে নাকি? আর একবার সে পাষণ্ড বেটাকে আমার কাছে যেতে বলিস্, চিমটে পিটে আমি তাকে কাশী ছাড়া ক'রে দেবো। বেটী বুঝি রাগে দরোয়ানটাকে ডাকতে যাচ্ছিল, তোমার অন্নপূর্ণা নিষেধ কর্‌লেন।"

"মা কিছু বল্‌লেন না?"

"অন্নপূর্ণা আবার কি বলবে! সে একটু হেসে বল্‌লে, 'না বাবা, আর আমি আস্‌ব না।' বালিকার মোহ? যেই এ প্রশ্ন করা, অম্বিকা-চরণ, অমনি দুটো ডাগর চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল! সেই অবস্থায় মেয়েটা, তখনও তার কোলে ছিল, আমাকে দিয়ে মা চ'লে গেল। আমার কোলে তার স্নেহের পুতুলটির কি অবস্থা হ'ল, দেখতে একবার ফিরেও চাইলে না।"

"গৌরীর মোহ কেটে গেছে বল্‌লেন যে?"

"কাটেনি?"

"আমার যেন মনে হচ্ছে—"

"তোমার মনের মূল্য কি। তোমার মত পুরুষবেশী মেয়ে নয় সে, তাতে জগদম্বার সত্তা আছে।"

কঠোরতর তিরস্কারের ভয়ে আমি নীরব রহিলাম।

"বেশ, তোমার যদি তাই মনে হয়ে থাকে, একবার পরীক্ষা করে আস্‌তে পার।"

"কেমন ক'রে করব ?"

"তাঁর বাড়ীতে গিয়ে, আমার নাম ক'রে তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।"

গুরু রহস্য করিলেন, কি সত্যই বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন— "প্রয়োজন নেই, মা আমার এখানে আস্‌বেন না।"

গুরুদেবের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আমি দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্য, তিনিও কতকটা আজ অন্যমনস্কের মত হইয়াছেন। আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি এক নূতন কথা আমাকে শুনাইয়া দিলেন—"তাই ত অম্বিকাচরণ, এতকালের সাধন-ভজন, এত কালের সন্ন্যাস, কত মহাপুরুষের সঙ্গ, কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ—আত্মজ্ঞান-লাভের জীবন-পণ চেষ্টা—সমস্ত ক'রেও যে বোকা সেই বোকা রয়ে গেলুম। একটা ছোট মেয়ে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেল!"

"আর কি কোন কথা হয়েছিল, প্রভু ?"

"আমার হয়নি, হয়েছিল তার। গৌরীকে আমাকে কোলে দেবার সময়—চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে—মুখে কিন্তু মৃদু মধুর হাসির কথা! ঝি শুন্‌তে পেলে না, আমি মাত্র শুন্‌তে পেলুম—আকাশবাণীর মত আমার কানে ঠেক্‌লো, 'আপনাকে কে গর্ভে ধরেছিল আপনি জানেন ?' আমাকে বলতে হ'ল, 'না মা, আমি জানি না।' শুনে আরও একটু হেসে তিনি বল্‌লেন; 'দেবকী বল্‌তেন, আমি কৃষ্ণকে গর্ভে ধরেছি, যশোদা বল্‌তেন আমি। একমাত্র কৃষ্ণ জান্‌তেন, কে তাঁকে গর্ভে ধরেছে। ঠাকুর! এ তত্ত্ব জান্‌লে আপনি আমাকে তিরস্কার কর্‌তেন না।" বলিয়াই

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অম্বিকাচরণ মাতৃ-চরিত্র-মাহাত্ম্য দেবতারও দুর্ব্বোধ্য।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, মা'কে আর একবার দেখিব।

১৭

গুরুদেবের মুখে যে বিস্ময়কর কথা শুনিলাম, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিয়াছি। উদ্দেশ্য গুরুর সেবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিব। চলিতে চলিতে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি। যে দোকান হইতে আমি মিষ্টান্ন লইতাম, তাহা ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি! মনে মনে মায়ের কথার কত অর্থ করিলাম। টীকার উপর টীকা অর্থও আমার সঙ্গে সঙ্গে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে। "আপনাকে-কে গর্ভে ধরিয়াছে জানেন?" মা প্রশ্ন করিলেন। গুরু উত্তর দিলেন, "জানি না।"

গুরু জানেন না কে তাঁহার মা। তবে কি তিনি গৌরীরই মত পরিত্যক্ত সন্তান? এক জন তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছে, আর এক জন পালন করিয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই সেই দ্বিতীয় মায়ের কোল আশ্রয় করিয়াছে। যখন তার বোধশক্তি আসিয়াছে, তখনও দেখে, সে সেই স্নেহময়ীর কোলে। সেই মায়ের সমস্ত ভালবাসা সেই ত একায়ত্ত করিয়া আসিয়াছে! তার ক্ষণেকের অদর্শনে শিশু যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে!

সেই ত বালকের মা। কেহ যদি তার জন্মতত্ত্ব জানে, আর জানিয়া বালকের মনে সংশয় উৎপাদনের চেষ্টা করে, সে ত কখন তার অন্য মা স্বীকার করিবে না! তবে জননী যদি তার মানুষ-করা মায়ের কোল হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে যায়, বালক ত কখনই আকুল-আগ্রহে মা ছাড়িয়া তার কোলে উঠিতে যাইবে না!

কে আমার মা? আমিও কি নিঃসংশয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারি? গুরুদেবের কথা ছাড়িয়া মায়ের প্রশ্নটা একবার নিজেকে করিয়া লইলাম। মনে মনে নানা বিচার-বিতর্ক করিয়া আমিও ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পরিলাম না! কে পারে?

কে পারে? পৃথিবীর লোকের মধ্যে কয়জনেরই বা মাতৃস্তন্যপানেরই স্মৃতি আছে? মা—মা। এইটুকু বুঝিয়াই জগতের লোক নিশ্চিন্ত।

তখন মায়ের সেই প্রশ্ন আর ত আমার কাছে সহজ বোধ হইল না। গুরু উত্তর দিতে পারিলেন না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমন অবস্থায় আজিও বুঝি তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গুরু বালক-শিষ্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতা কে?" বালক তার মা'কে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসায় যাহা জানিল, গুরুকে তাহা নিবেদন করিল। বালক জানে না, কে তার পিতা। কেন না, তার মা সেটা বলিতে পারিল না।

কিন্তু সত্যকাম সেই সঙ্গে ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, আমার মা কে? সত্যকামের মনেও সে প্রশ্ন উঠে নাই। উঠিলে, বালক জিজ্ঞাসা করিত। বালক জানিত, মা মা। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। জানিতে হইলে ওই মায়েরই কথার সত্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। "সূতিকা-গৃহে যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়াছে, বৎস, ধাত্রীর কোলে তখন আমি তোমাকেই দেখিয়াছি এবং আমারই বস্তু জানিয়া সেই অবধি তোমাকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতেছি।"

"আপনি জানেন না, কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন কে তাঁর মা।" তাই ত! সেই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, আকাশের সেই আঁধার-কঠিন-করা মেঘের ভার, ঝড়ের সেই বনে বনে পাগলের অট্টহাসি-ভরা গান-ছুটানো উল্লাস! আর যমুনার—চিরোল্লাসময়ী তটিনীর সেই মত্ত চঞ্চল

তরঙ্গরাশি মাথায় ধরিয়া তৃণচ্ছেদী রহস্যপ্রবাহে কৃষ্ণকোলে বসুদেবকে আবাহন!

সমস্ত ব্রজপুরী ঘন ঘুমে ডুবিয়া গিয়াছে! পশু-পাখী ত আর না জাগিবার মত যে যার আশ্রয় অবলম্বনে অন্ধকারের কঠিনাবরণে চোখ ঢাকিয়াছে। এক বসুদেব ভিন্ন আর কে জানিত ব্রজগোপালের জন্ম-রহস্য! ক্ষুদ্র শিশুকে সে রহস্যের কথা কে শুনাইল? যশোদা বলিলেন, আমি তার মা, দেবকী বলিলেন, আমি।

এ মাতৃত্বের অধিকার লইয়া যশোদা-দেবকীর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল হইতেই যে চলিয়া না আসিতেছে, তাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

গোপালের মা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়ায় যশোদার বরং অধিকার ছিল। কিন্তু দেবকীর? চির-পরিচিতকেও যদি দশটা বছর দেখিতে না পাই, চিনিতে পারি না। আর সেই সদ্যোজাত শিশু দীর্ঘ ষোড়শ বৎসরের পরিবর্ত্তন দেহে ধরিয়া দেবকীর সম্মুখে দাঁড়াইল! দেখামাত্র সেই কিশোর কৃষ্ণকে সন্তান জ্ঞানে গ্রহণ, দেবকী রাণী কেমন করিয়া করিলেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। না জানিলে দেবকীর বিপুল আগ্রহেও বাৎসল্যের আদর্শ-রূপিণী যশোদার কোল ছাড়িয়া দেবকীর কোল তিনি আশ্রয় করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিতেন, তাঁর গর্ভধারিণী দেবকী।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

"আমার তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি তা জানি অর্জ্জুন, মি তা জান না।"

আমি যখন আমার জন্ম জানি, তখন মা'কেও জানি। কেন জানি শুনিবে ?

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

যশোদাও নয়, দেবকীও নয়, মায়া আমার মা। নন্দও নয়, বসুদেবও নয়, মায়াধীশ আমিই আমার পিতা।

কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। চির-আত্মজ্ঞ পুরুষ, জননী তাঁহার কাছে আত্ম-গোপন করিতে পারেন নাই। গৌরীরও কি সেই অবস্থা ? ওই অন্ধকারে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশু—গৌরীকে পাইবার সমস্ত ঘটনাটা নব-প্রস্ফূটিত মূর্ত্তিতে আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। প্রথমে বুক, পরে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—সে কি জানে, কে তার মা ? যদি জানে ? আমার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

"এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন, বাবা ?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, নদীজলে তপস্বিনীর সঙ্গে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মেয়েটি। একখানি লালপাড় কাপড় পরিয়া একটি বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

কোথায় যাইতেছি বলা অসম্ভব—আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম—"এই কি, মা, তোমার বাড়ী ?"

"আমার বাবা এখানে থাকেন।"

"তুমি ?"

কি যেন কেমন একটি কোমল সঙ্কোচ কোমলতর হাসির আবরণে ঢাকিয়া মেয়েটি বলিল—"আগে থাকৃতুম না, এখন থাকি।" বলিয়াই

কথাটা যেন ফিরাইবার জন্য সে বলিতে লাগিল—"ওপর থেকে দেখতে পেলুম, আপনি যাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। কোথাও যাবার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে—"

"বিশেষ এমন প্রয়োজন—"

আমি যেমন ভাবে কথা শেষ করিতে দিলাম না, সেও সেইরূপ করিয়া বলিল—"তা হ'লে একবার বাড়ীটাতে পায়ের ধূলো দিন না।"

"বেশ চল।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। মেয়েটি পথ দেখাইয়া আমাকে উপরে লইয়া চলিল। কিন্তু সিঁড়ির পথটা এমন অন্ধকার, উপরে উঠিতে আমার কেমন উৎসাহ হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাবা কি উপরেই আছেন ?"

"আছেন—তিনি পূজা কর্‌ছেন।"

"তবে—এক জনের বাড়ী যাবার ইচ্ছা করেছিলুম।"

"কার বাড়ী ?"

"কিন্তু তার ঠিকানাটা আমার ভাল জানা নেই।"

"কার বাড়ী ?

"ব্রজমাধব বাবুর।"

দেখিলাম, মেয়েটির মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা কহিল না।

আমি বলিলাম—"জান্‌তে পার্‌লে প্রয়োজনটা সেরে যেতুম।"

"এখনি সেখানে যাবেন ?"

"তুমি তাঁর ঠিকানা জানো ?"

আমার কথার উত্তর না দিয়া, দোতলার দিকে মুখ করিয়া সে ডাকিল—"লছ্‌মী !" উপর হইতে একটি মধ্যবয়সী পশ্চিমা ঝি নামিয়া

আসিল। মেয়েটি তাহাকে বলিল—"বাবাজিকে রাজা বাবুর বাসাটা দেখিয়ে দে।"

ঠিকানাটা এত সহজে পাইয়া আমার আহ্লাদ হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও হইল। একটু সন্দেহও আসিল। সে সন্দেহটা আনিল মেয়েটির বাপ।

যাক্, বিস্ময়, সন্দেহকে তাহাদের ক্রিয়া করিবার অবসর না দিয়া আমি একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"আগে প্রয়োজনটা সেরে তোমার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রে যাব।"

মেয়েটি কি যেন আমাকে বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে বলিতে আবার সঙ্কোচে বলা হইল না। আমি চলিলাম। লছ্মী পথ দেখাইয়া চলিল। আমি পূর্ব্বেই জঙ্গমবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সামান্য দূর যাইতেই অন্ধকারময় পথ ছাড়িয়া জঙ্গমবাড়ীর প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইলাম। আর একটু চলিতেই লছ্মী দূর হইতে রাজাবাবুর বাড়ী দেখাইল। সেখানে পথ আরও প্রশস্ত এবং তাহারই পার্শ্বে নূতন রকমে প্রস্তুত একরূপ "সাহেবি" ধরণেরই অট্টালিকা।

বাড়ী দেখাইয়াই লছ্মী দাঁড়াইল। বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত চলিবার অনুরোধ করিতে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বলিল—"হামি হুঁয়া নেহি যাব বাবা।" বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার রাজাবাবুকা পাশ কি দরকার আছে?"

"রাজাবাবুকা পাশ নয়, রাণীমায়ীকা পাশ।"

সে অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে একবার চাহিল, তার পর ফিরিয়া চলিল,—আমার কাছে বিদায় লইবারও অপেক্ষা রাখিল না।

১৮

ব্রজমাধব বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অনেক লোক পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং সেখানে দাঁড়াইতে আমা র সঙ্কোচ নাই। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে কেমন আমার সাহস হইতেছে না।

এই ধনী, তার এত বড় বাড়ী, তার স্ত্রীকে কেমন করিয়া আমার সেই নগণ্য, এ বাড়ীর তুলনায় কুটীরের মত গৃহে নিমন্ত্রণ করিব? দেউড়ীতে বন্দুক-ঘাড়ে সিপাহী পায়চারি করিতেছে। দেউড়ির ওপাশে লোককোলাহল—বুঝি রাজার ভৃত্য, কর্ম্মচারী অসংখ্য—বাড়ীতে প্রবেশই বা কেমন করিয়া করিব?

রাণীমা'কে নিমন্ত্রণ করায় গুরুর তেমন ইচ্ছা দেখি নাই। ইচ্ছা, আগ্রহ যা কিছু সব আমার। ব্রজমাধবের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমারও ইচ্ছা দমিত হইয়া গেল।

কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে আমার ত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছে। আলাপে তাহাকে শিষ্ট, শান্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াই বুঝিয়াছি। রাণীকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, তখন নিষ্ফল প্রয়াসে ফিরিয়া যাইব? আমি ব্রহ্মচারী—কোন অর্থ-ভিক্ষায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি না —আমার ভয় কি?" ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া আমি ব্রজমাধবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

দ্বারমুখেই বাধা পাইলাম, দরোয়ান আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমার মত পরিচ্ছদধারী অনেকেই, বোধ হয়, পয়সার জন্য বাবুর উপর উৎপাত করে। দারোয়ানের বাধায় আমার

ক্রোধ হইল না। আমার আসার উদ্দেশ্য দরোয়ানকে বুঝাইব, পার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই কি রকম এক তীব্র দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"কি ঠাকুর, এখানে কি মনে ক'রে?"

"রাণীমা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

"রাণীমা'র সঙ্গে! বল কি বামুন, তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়।"

বেটীর দাম্ভিকতায় বাস্তবিকই আমার ক্রোধ হইল। তবু আমি শান্তভাবে তাহাকে বলিলাম—"কেন গো বাছা, এটা এমন দোষের কথা কি হ'ল! আমি ব্রহ্মচারী মানুষ—"

দরোয়ান আর আমাকে কথা কহিতে দিল না। সে একরূপ ধাক্কা দিয়াই আমাকে দেউড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

বাহিরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতই দাঁড়াইলাম। কি উৎপাত! এ কোথায় আমি কাকে খুঁজিতে আসিয়াছি? আমার সে কুটীরের দিক্ দিয়া, রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি যে সহজ মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম সেটা আমার মস্ত ভুল। এটা মনে করিতে যাওয়াই আমার পাগলামী হইয়াছে।

পথে পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এক জুড়ি আসিয়া অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে ব্রজমাধব বাবুকেই দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে আরও তিনটি। দুইটির বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ, একটি "সাহেব"বেশধারী।

ব্রজমাধব আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমিও তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া অবনত মস্তকে পাশ কাটিয়া যাইব মনে করিলাম। দুষ্ট দরোয়ান আমাকে তাও করিতে দিল না, রূঢ় হস্তে আমাকে টানিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড় করাইল। তার হুজুরের আসিবার পথে আমি বুঝি বাধা হইয়াছি।

প্রথমে ব্রজমাধব, তার পর একে একে তিনজন গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিল। পথের পার্শ্বে বন্দুক খাড়া করিয়া সিপাহী, তার পশ্চাতে আমি।

আমি ত মনে করিলাম, ব্রজমাধব আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিল না, কিন্তু যেই ফটক ছাড়িয়া আবার আমি রাস্তায় পড়িয়াছি, অমনি একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"ও ঠাকুর, হুজুর তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

কি করিব? ইহাদের কথাবার্ত্তাগুলা আমার ভাল লাগিতেছে না, ব্যবহার বিরক্তিকর হইয়াছে; যাইব কি না? আর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? পার্ব্বতীর কথার ভাবে বুঝিয়াছি, রাণীকে নিমন্ত্রণ করা বৃথা। সে কথা দ্বিতীয়বার তুলিতেও আমার সাহস নাই। ব্রজ মাধবের সঙ্গে কথা কহিবার কি আছে? ওদিকে অতিথি হইয়া গুরু ঘরে বসিয়া আছেন।

"তোমার হুজুরকে বল, আর আমি যেতে পার্‌ব না।"

ভৃত্য বলিল—"পার্‌ব না কি, যেতেই হবে।"

লোকটা ব্রজবাবুরই দেশের। কথা এমন কর্কশ যে, সহস্র চেষ্টায় ক্রোধ সংবরণ করিতে গিয়াও আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিশেষ চেষ্টায় প্রকৃতিকে স্থির করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তুমি রাজা বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো, কি জন্য তিনি আমাকে ডাকছেন।"

হতভাগাটা এর উত্তরে বলিল—"যাবি কি না যাবি বল্।"

"যদি না যাই?"

অম্‌নি সে ডাকিয়া উঠিল—"সিপাহী!"

দেখি, পথের মাঝেই লাঞ্ছিত হই। সিপাহী আসিতেছে, দুই চারি

জন পথিকও সিপাহীর নাম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলাম—"বেশ, চল।"

হতভাগাটা আমাকে যেন আগুলিয়া উপরে লইয়া গেল! পথে কোনও দিকে না চাহিতেও বুঝিলাম, অনেকগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই হতভাগী পার্ব্বতীটা আছে কি না বুঝিতে পারিলাম না।

যে এক দিন দীনভাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তার বাড়ীতে এরূপ ব্যবহার পাইব, আমি যে স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই! আর তার এরূপ আচরণের অর্থই বা কি? রাণী কি সেদিন আমার দোষ গ্রহণ করিয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন? তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা আজিকার তৎপ্রতি গুরুর আচরণের সমস্ত ক্রোধটা আমার উপর পড়িয়াছে? বুঝিতে পারিলাম না, রাজাবাবুর বাড়ী আমার এ লাঞ্ছনার অর্থ কি।

উপরে উঠিতেই দেখিলাম, এক অতি সুন্দর, সজ্জিত, প্রশস্ত ঘর। ঘর রাজারই যোগ্য বটে! ঘরের তিন চারিটা দ্বার, তাতে রং-বার্ণিস করা অতি সুন্দর কবাট। তার একটা দিয়া বুঝি ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। কেন না, সেই দোরটার পাশেই একটা টুলের উপর দেখিলাম, সাজগোজ পরিয়া, যে দরোয়ানটা আমারই বাড়ীর দোরে বসিয়াছিল, বসিয়া আছে।

চাকরটা আমাকে দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া ভিতরে গেল। ঘর লোকে পূর্ণ—বাঙ্গালী, পশ্চিমা, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, হিন্দু, মুসলমান—দুই-ই দেখিলাম। কাশীর পণ্ডিতদের ভিতরও দুই একজন দৃষ্টি-গোচর হইল। ইহারা আসিয়াছে—কেহ জিনিষ বেচিতে, কেহ বেচা

জিনিষের দাম লইতে; কেহ বা শুধুই সাক্ষাৎ করিতে। আর এই পণ্ডিতগুলা আসিয়াছে, এই বিপুল বিলাসী ধনীর নিকট হইতে যা যৎ-কিঞ্চিত কৃপাপ্রাপ্তির লোভে, নানাবিধ স্তুতির শ্লোকে সেই অতুলনীয় দেবভাষার শ্রাদ্ধ করিতে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু যাঁহাকে লইয়া স্তুতি, তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বুঝিলাম, বাবু ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। তাঁর সহচরগুলিকেও দেখা গেল না। উঁকি দিয়া যে দেখিব, তারও উপায় নাই। কতক্ষণ দরোয়ানের পার্শ্বে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিব? যে হতভাগা চাকর আমাকে দাঁড় করাইয়া ভিতরে গিয়াছে, সে বেটাও ত ফিরে না! কি আপদ্! এক এক মুহূর্ত্ত যে এখন আমার কাছে বৎসর বোধ হইতেছে!

"দরোয়ানজি!"

সে আমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিলাম, তার তক্‌মা, পাগড়ী, পোষাক, টুল সমস্ত একসঙ্গে জড়াইয়া এক অপূর্ব্ব অহঙ্কারের মূর্ত্তি ধরিয়া, তার চোখ দু'টার ভিতর হইতে আমাকে ধমক্ দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, দরোয়ানজিকে সম্বোধন করাই আমার ধৃষ্টতা হইয়াছে।

হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটা বিষম হাসির রোল উঠিল। ইহার একটু পরেই সেই "সাহেব" বেশী যুবক— সে আসিয়াই আমাকে বলিল— "তুমিই কি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছ?"

"ভুল ক'রেছিলুম বাবা! আমার বলা উচিত ছিল, রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে।

যুবক মুখটা বিশেষ রকমই বিকৃত করিয়া বলিল—"ভুল হয়েছিল! ভিমরতি হয়েছে না কি? সিধুবিবির বাড়ীতে কি কর্‌তে গিয়েছিলে? সেটাও কি এই রকমই ভুল?"

"সিধুবিবি কে, আমি ত জানি না বাবা!"

"জান না?" বলিয়াই সে একটা কঠোর গালি দিয়া আমার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন। দুই চারি জন লোক চপেটাঘাতের শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলেই দাঁড়াইয়া নীরবে আমার লাঞ্ছনা দেখিল। দরোয়ান টুল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আগে হইতেই প্রাণহীনের মত আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"শাস্তির যদি শেষ হয়ে থাকে, আমাকে যেতে অনুমতি দাও, বাবা!"

আর এক চপেটাঘাত। "বেটা, চিম্‌টেপেটা ক'রে রাজাবাবুকে কাশী-ছাড়া কর্‌বি না?"

"সে ও বলেনি, পিসে বাবু!"

দেখিলাম, বারান্দায় একটু দূরে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীও আমার লাঞ্ছনা দেখিতেছে।

আমি বলিলাম—"সে আমারই বলা, পার্ব্বতি!"

ভিতর বাহির নিস্তব্ধ। সিঁড়ির মুখেও লোক দাঁড়াইয়াছে। কাহারও মুখে কোনও সহানুভূতির কথা ফুটিল না।

শেষে এক জনের মুখ হইতে উপদেশের কথা বাহির হইল। তার সর্ব্বদেহেই বৈষ্ণবোচিত চিহ্ন, হাতে মালার ঝুলি। ঝুলি নাড়িতে নাড়িতে সে আমাকে বলিল—"ভগবানের নামে ভণ্ডামীর ঠিক শাস্তি পেয়েছ। তোমার ভাগ্য ভাল। হরি করুন, এখন থেকে যেন তোমার সুমতি হয়। আর যেন ধর্ম্মের গ্লানি ক'র না।"

কেবলমাত্র এক জন আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কথা কহিল। সে মুসলমান। আমার বার বার লাঞ্ছনা দেখা সহ্য করিতে না পারিয়া,

বুঝি, সে বলিয়া উঠিল—"বুঢ্ঢা আদমি ভুল কিয়া, মাফ কিজিয়ে হুজুর!"

যুবক প্রহার করিতে নিরস্ত হইল। কিন্তু সে সেই মুসলমান ভদ্রলোকটির কথায় হইল কি না বলিতে পারি না। নিরস্ত হইয়াছে সে পার্ব্বতীর কথায়। হতভাগা ভুল করিয়াছে। তার মুখে আমি অপ্রতিভের ভাব দেখিলাম।

"এইবারে যেতে পারি, বাবু?"

কোনও উত্তর না দিয়া যুবক চলিয়া গেল।

"কি গো, মা, যেতে পারি?"

"যাও বাবা, কিছু মনে ক'র না। পিসেবাবু লোক ভুল করেছে।"

বাড়ীর বাহিরে যাইতে আর বাধা পাইবনা বুঝিয়া, পার্ব্বতীর সান্ত্বনা-বাক্যে শুধু হাসির উত্তর দিয়া আমি ব্রজমাধরের গৃহ ত্যাগ করিতে চলিলাম।

সত্য বলিতেছি, এই অহেতুক অপমানে হতভাগ্য যুবকটার উপর আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। কেন হইল না, ইহার উত্তর কি দিব? উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি আমার কেমন দয়া হইল। ভদ্রঘরের এরূপ অনেক আকাটমূর্খ আমি দেখিয়াছি। তাহারা কি করে, কি বলে, কেন করে, কেন বলে, নিজেরাই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি যখন মদান্ধ, অসৎপ্রকৃতি ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আশ্রয়-দাতার মনস্তুষ্টির জন্য এমন ঘৃণিত কাজ নাই, যাহা সে করিতে পারে না। তাহার প্রভু যা নিজে করিতে অথবা বলিতে পারে না, সে তা অনায়াসে করিতেও পারে, বলিতেও পারে। প্রভুর কৃপা হারাইয়া এই প্রকার লোকদিগের অনেকের প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি। হতভাগ্যের উপর ক্রোধ না হইয়া সত্যই তাহার

উপর আমার কেমন দয়া হইল। তার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, এখনও সে মনুষ্যত্বের সমস্তটা হারায় নাই। সদাশ্রয় পাইলে বুঝি হতভাগাটা আবার ভাল হইতে পারে। আর তাহাকে পশু করিয়াছে, তার এই বিজাতীয় পরিচ্ছদটা। ব্রাহ্মণ-সন্তান "সাহেবের" অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। অনুকরণে লইতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তার দোষটুকু। তার এই বিলাতি পোষাকের আবরণে কত তম যে আশ্রয় করিয়াছে, প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া ওই আবরণের ভিতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

যুবকটার উপর আমার দয়া হইল। দয়াই বা বলিতেছি কেন, কেমন একটা মমতা আসিল। এ মমতার কারণ আমি আমার মনের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াও নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ক্রোধ আসিতে লাগিল সেই পাষণ্ড, সেই বকধার্ম্মিক "রাজাবাবু"টার উপরে। যাহার ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে ওই বুদ্ধিমান্ যুবক যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছে। এমন কাপুরুষ যে, কার্য্যটা নিজে করিতে সাহস করিল না, তাহাই তার এক জন অন্নদাস নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়া করাইল! আমাকে দিয়া গুরুদেবকে দীক্ষা দিবার অনুরোধ করাইতে এই ব্যক্তিই কি আমার কাছে গিয়াছিল—সেই শান্ত মিষ্টভাষী বিনয়ী? গৌরীকে দেখিয়া সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য না ব্যাকুল হইয়াছিল!

সেই হতভাগা জমীদারের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইতে আমার অধিকার ছিল। সহসা মায়ের মুখস্মৃতি! সে যেন হাসিয়া বলিল— "কর কি ঠাকুর! তুমি না সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ, তোমার প্রাণের গৌরীকে ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছ? অথচ একটা তুচ্ছ অপমান সহ্য করিবার তোমার ক্ষমতা নাই!"

যাও ব্রজমাধব, বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করুন।

১৭

"কি গো মা বাড়ী আছ ?"

"আসুন আসুন।"

আমি, মেয়েটির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠান হইতে ডাকিলাম। সে, ঘর হইতে ছুটিয়া, বারান্দায় আসিয়া আমাকে উত্তর দিল। দেখিয়া বোধ হইল সে রন্ধন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

আমি বলিলাম—"এখন আসি না কেন, মা।"

"না—না।"

"আর এক সময়ে আস্‌বো।"

"তা হবে না।

"বাসায় শীগ্‌গির ফের্‌বার আমার প্রয়োজন হয়েছে।"

"তা হ'ক, একবার আপনাকে উপরে পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বাবা আপনার অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

আমার উত্তর দিবার আর কথা রহিল না। আমার সম্মতি বুঝিয়াই আবার সে বলিল, "একটু দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি হাতটা ধুয়েই যাচ্ছি। সিঁড়িটা অন্ধকার, একা উঠ্‌তে আপনার কষ্ট হবে।" বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অন্তর্হিত হইল।

আমি, সিঁড়ির দিকটা পিছনে করিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার জীর্ণতা ও লোকশূন্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে মেয়েটি আমাকে ডাকিল—"বাবা আসুন।"

কখন্ কেমন করিয়া কোন দিক্ দিয়া হঠাৎ সে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল!

পিঠে এক রাশ ছড়ানো চুল, কোমল হাসি মাখা সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করিতে নীল তারা দুটির ভিতর হইতে গভীর বিষাদের ইঙ্গিতভরা যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রু মুছা দুটা পটল-চেরা চোখ, দীনবসনের সরলাবরণে অকুণ্ঠিত সুস্থ-সৌন্দর্য্য বহন করা দেহযষ্টি—তাই ত, গুরুর কথাই কি ঠিক? এই মেয়েটাকেই যে দু'টার মধ্যে বেশী সুন্দর মনে হইতেছে! "হাঁ মা, এ বাড়ীতে আর কোন মেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?"

"নেই কেউ, কেমন ক'রে দেখবেন? বাবা আছেন আর আমি আছি। সেই ঝিটি পাট ক'রে দিয়ে যায়। এখন চ'লে গেছে, বাসন-কোসন মাজ্‌তে সেই বিকালে আবার আস্‌বে।"

"তোমার মা?"

"বছরখানেক আগে মারা পড়েছেন।"

"এ বাড়ীতে অন্য লোক বাস কর্‌বারও ত ঢের জায়গা আছে।"

"এটা বাবার কেনা বাড়ী। তিনি দেশ থেকে এখানে কাশীবাস কর্‌তে এসেছেন। ভাড়াটে রাখেন না।"

"এমন অনেক গরীব বিধবা আছে, যারা অমনি বাস কর্‌বার ঘর পেলে ধন্য হয়ে যায়।"

মেয়েটি এ কথার কোনও উত্তর দিল না, আমাকে কেবল উপরে চলিতে অনুরোধ করিল। আমার কথাটা সে যেন শুনিতেই পাইল না।

"তা হ'লে পিতার সেবা কর্‌তে একমাত্র তুমি?"

"আমি দিন পাঁচ সাত এখানে এসেছি।"

"এতদিন?"

"এতদিন কে সেবা করেছে জানি না।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম। এ যাহা বলিল, তার অর্থ কি?

"আমার এখানে আস্‌বার আগে, শুনেছি আমাদের দেশের এক কাশীবাসিনী বুড়ী বাবার পরিচর্য্যা কর্‌ত। আমি এখানে এসে কিন্তু তাকে দেখিনি।"

"তুমি কি স্বামীর ঘরে থাকৃতে?"

বিদ্যুৎ-বিলাসের মত মেয়েটা কেবল একরাশ হাসি মুখে মাখিল।

"এতে হাসির কথা কি আছে, মা?"

"আপনি কি বাবা গুরুদেবের মুখে শুনেন নি?"

"কই না তো!"

"সবে মাত্র পাঁচদিন আমার বিয়ে হয়েছে। আমি কুলীনকন্যা!"

"হুঁ—বুঝেছি,—চল।"

ফুলের মত কোমল হাতখানিতে আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সন্তর্পণে উপরে তুলিতে লাগিল। সে উপরের ধাপে, আমি নিম্নে সিঁড়ির খানিকটা অংশ নিশীথের অন্ধকার কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সেই স্থানটায় পা দিতেই মেয়েটা যেন তার স্পর্শটুকু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রূপটা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল।

দুষ্ট শিহরণ কিন্তু এবারে আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে চোখ দুটা আমার সহসা সিক্ত হইল। হাজার না বুঝার ভিতর হইতে আমি কি যেন একটা বুঝিতে পারিয়াছি। দিবসের নিবিড় আঁধার আমার দৃষ্টি-হীন চোখে কি এক তত্ত্বের আলোক ঢালিয়া দিয়াছে।

"হাঁ, মা, তোমার ন ম কি সি?"

"কে আপনাকে বল্‌লে ?"

"আরে মর্ রাঁধতে রাঁধতে আবার কোন চুলোয় গেলি ?" উপরের কোনও একটা ঘর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর বাহির হইল।

"তাড়াতাড়ি কর্‌বেন না, আস্তে আস্তে পা দিয়ে আসুন। আর অন্ধকার নেই।"

"ও সিধি, সিধি !" এমন একটা কঠোর ভাষা ঘরের সেই এখনো না দেখা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল যে, শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিশেষতঃ যখন মনে হইল, কি কথাটা পিতা তাহার কন্যার প্রতি প্রয়োগ করিল, তখন সেরূপ জ্ঞানহীন ক্রোধীর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর রহিল না।

উপরে উঠিতে একটি মাত্র ধাপ বাকি। না উঠিবার সঙ্কল্পে যেই আমি দাঁড়াইয়াছি, মেয়েটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল— "দাঁড়াইলেন কেন ? আর যেতে কি আপনার ইচ্ছা নেই ?"

"উনিই তোমার বাবা ?"

"উনিই।"

"তোমার বাবা আমার অপেক্ষা কর্‌ছেন বল্‌ছিলে যে ?"

"ওঁর এ কথা শুনে দেখা কর্‌তে কি আপনার ভয় হচ্ছে ?"

"আর দেখা কর্‌বারই বা দরকার কি !"

মেয়েটি আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে ক্ষুণ্ণ বুঝিয়া আমি বলিলাম—"আর একসময় দেখা কর্‌লে কি চল্‌বে না, গুরুদেব বাড়ীতে এসেছেন। আমার ওখানেই আজ তাঁর সেবা।"

"তবে—" ক্ষোভটা তাহার এতই বেশী বোধ হইল, বিদায়ের কথা সে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না। শেষে বলিল—অন্ধকারে আপনি নাম্‌তে পারবেন ?"

"খুব পারব, মা।"

"না হয় আমি সঙ্গে যাই।"

"প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা রাগ করছেন।"

"রুক্ষগৃহে?" বলিয়া আবার যেমনই সে এক পৈঠায় পদ দিয়াছে, দ্বিগুণ কঠোর স্বরে আবার তার পিতা তাহাকে ডাকিল।

"আর তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

"তবে আসুন। সাবধানে সিঁড়িতে পা দেবেন।"

"তোমার নাম—"

"সিদ্ধেশ্বরী।"

নীচে নামিতেই শুনিতে পাইলাম, সিদ্ধেশ্বরী তাহার পিতাকে তিরস্কারের ছলে বলিতেছে—"অমন ক'রে চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"আমার পিণ্ডি চট্‌কাবার জন্যে।"

"সাধু মানুষ দেখা কর্‌তে এসে ফিরে গেলেন।"

"কেন?"

"যে কথা মুখ দে বার কর্‌লেন, ওরূপ কথা শুন্‌লে যার মর্য্যাদা বোধ আছে, সে কি আর দেখা কর্‌তে সাহস করে?"

"কড়া কথা শুনে যে ভয়ে পালিয়ে যায়, সে আবার সাধু কি? তুই যেমন সতী, সেও তেমনি সাধু।"

ঠিক বলিয়াছ বৃদ্ধ, আমি এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

২০

কর্ম্মের খেলা—আমি যেন আজ কি করিতে কি করিতেছি। ব্রহ্মচারীর যা একান্ত অকর্ত্তব্য, বাধ্য হইয়া যেন, আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে।

যে ঘরে পিতা-পুত্রীর কথোপকথন হইতেছিল, উপরে উঠিয়া সেখানে পৌঁছিতে অনেকটা বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়। আমি তাই করিলাম। ভাবিলাম, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ দুই একটা কথা কহিয়াই আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিব। বাসায় গুরুদেব আমার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছেন, ঘরে আমার অনেক কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে।

সিঁড়িতে উঠিবার সময় পিতা-পুত্রীর কি কথোপকথন হইতেছিল, আমি শুনি নাই। কিন্তু প্রতি সিঁড়ি হাত দিয়া ধরিয়া অন্ধকার ভেদিয়া যেই আমি উপরে উঠিলাম, অমনই সিদ্ধেশ্বরীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, এখনো ইহারা আমার কথাই কহিতেছে। কন্যা বলিতেছিল—"বাকিয়র দোষে দু'দিন একটা মানুষ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম পিতার কর্কশকণ্ঠের উত্তর :—"মানুষ হ'লেই থাক্‌তে পারে।"

"এত বড় বাড়ীর ভিতরে মাত্র একজন বুড়োমানুষ বাস করে, যে শোনে, সেই অবাক্ হয়ে যায়।"

"দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

"পৃথিবীশুদ্ধ লোক দুষ্টু, ভালর মধ্যে উনি একা।"

"তা তুই বুঝ্‌বি কি পাপিষ্ঠা!"

"কাশীতে ব'সে—সাধুর নিন্দা—"

"তুই বেটী যেমন সতী, সে বেটাও তেমনি সাধু।"

"দেখুন বাবা, দেখলেন না শুন্‌লেন না, এমন ক'রে এক জনকে গাল দিচ্ছেন কেন?"

"সে না দেখেই আমার দেখা হয়েছে। ওরকম সাধু কাশীর গলিতে গলিতে গাদা হয়ে জমে আছে। সাধু এসেছেন ধর্ম্ম কর্‌তে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে! সঙ্গ করবার আর তিনি লোক পেলেন না! তোর কাছে চতুর্ব্বর্গ আছে, সেই লোভে এসেছিল—না?" এই বলিয়া অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বরে পিতা পুত্রীকে আরও দুই একটা কি কথা শুনাইল। বোধ হইল কথা অতি তীব্র—অশ্রাব্য। ইহার পরে আবার উচ্চ কর্কশকণ্ঠ। সম্বোধনের কথাটা আপনাদের শুনাইতে পারিলাম না।

বৃদ্ধের মুখ হইতে—স্বর শুনিয়া আমি তাহাকে বৃদ্ধই অনুমান করিয়াছি—পাছে আমার সম্বন্ধে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শুনিতে হয়, আমি একেবারে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ব্রাহ্মণ একখানা নামাবলী কাঁধে দিয়া একখানি আসনে বসিয়া আছেন। মুখ তাঁর বিপরীত দিকে। বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁর কন্যা। বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ এখনো পূজায় বসিয়া। পূজার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সকল কথা লইয়া তাঁহার আলাপ হইতেছে।

মুখ এখনও দেখি নাই। দেখা যাইতেছে শুধু তাঁর পৃষ্ঠের কিয়দংশ। বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ। কিন্তু পৃষ্ঠের লোলচর্ম্মের মধ্য দিয়া যৌবনের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখনও যেন লুকাইয়া লুকাইয়া এক একবার দেখা দিতেছে।

ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে বার দুই চার জপ সারিয়া লইলেন। তারপর আবার যেই কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, অমনি আমি দ্বার হইতে ডাকিলাম—"মা!"

"আসুন—আসুন।"

বৃদ্ধ বোধ হয় কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই, ধ্যান করিতে করিতে, বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত হতভাগী, অমন মহাত্মার কৃপা পেয়েও—'

"চুপ করুন।"

"তোর চৈতন্য হ'ল না!"

পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া একটু জোর গলায় সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"ঠাকুর মশাই এসেছেন।"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইলেন। আমি দেখিলাম, যেন বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, কালস্রোতে প্রায় সমস্ত মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া, মাটীতে পড়িয়াছে—কিন্তু আজিও মরে নাই। যা দুই একটি শিকড় অবশিষ্ট আছে, তাহাদেরই সাহায্যে ক্ষীণ জীবন লইয়া মাটী আঁকাড়িয়া পড়িয়া আছে।

বয়োবৃদ্ধ—মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি কোনও কথা না কহিয়া, তাঁর চসমার ভিতর দিয়া, বোধ হইল, আমার যেন আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার কন্যার ইচ্ছা ছিল, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

সিদ্ধেশ্বরী ব্যগ্রতার সহিত একখানা আসন আনিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

"থাক্ মা, এখন আমি বস্‌তে পার্‌ব না।"

বৃদ্ধ তখনও নীরবে চসমার ভিতর দিয়া বাণ-নিক্ষেপের মত আমার পানে চাহিয়া।

আমি বলিতে লাগিলাম—"কিন্তু দেখার এ যোগ্য সময় নয়, বাসাতেও শীগ্‌গির ফেরবার আমার প্রয়োজন, এই ভেবে, অন্য এক

সময়ে দেখা করব মনে ক'রে চলে যাচ্ছিলুম। আপনার কথা শুনে ফিরলুম।"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ মলিন হইয়া গেল।

দেখিয়া আমি বলিলাম—"মুখ মলিন কর্‌বার এতে কিছু নেই মা। তোমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, আমার পিতার তুল্য। ওঁর কথা শুনে বাস্তবিকই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

আপদ-মস্তক দেখা শেষ করিয়া বৃদ্ধ এইবার মুখ খুলিলেন—"নাম কি তোমার ?"

"অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।"

"উপাধি ব্রহ্মচারী ?"

"আজ্ঞে না—আশ্রম। আসল নাম ব্রহ্মচারী অম্বিকাচৈতন্য।

"আকুমার ?"

"আজ্ঞে না বাবা, সংসার ছিল।"

"তার কি হ'ল ?"

"গুরু-কৃপায় ভেঙ্গে গেছে।"

"কত দিন ?"

"প্রায় দশ বৎসর।"

"কুল্লে দশ বৎসর ? তা হ'লে এখনও সংসারের নেশা আছে ?"

"মনে হচ্ছে ত নেই।"

মাথাটা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ দন্তশূন্য মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মর্কট-বৈরাগ্য! বুঝেছি। যাও বাবা, এদিক ওদিকে লোভ না ক'রে আবার গিয়ে সংসার কর।"

"তিন বার করেছিলাম বাবা, তিনবারই ভগবান তা ভেঙ্গে দিয়েছেন—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—আর সংসারের ইচ্ছা নেই।"

"তা তো নেই—তবে এ সব দিকে তীব্রদৃষ্টি কেন—পরের সংসারে?"

"আপনি এ কি বলছেন!"

"আর বলাবলি কি, এই যে সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখ না।"

কন্যা এই সময় পিতাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—"ছি বাবা, ছি—মর্‌তে চলেছেন, এখনও পর্য্যন্ত আপনার এত নীচ অন্তঃকরণ!"

বৃদ্ধ সে কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখছ ব্রহ্মচারী?"

"দোহাই বাবা, সাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবেন না"—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বৃদ্ধার পা হু'টা জড়াইয়া ধরিল।

"চুপ কেন হে তিন সংসার ভাঙ্গা ব্রহ্মচারী?"

আমি উত্তর দেবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। একান্ত না বলিলে চলে না তাই বলিলাম—"আপনি কি বলিতে চান বলুন।"

"আগে আমার কথার উত্তরটাই দাও না।"

"দোহাই বাবা,ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র না।"

এইবারে আমাকে বলিতে হইল—"দেখেছি।"

বৃদ্ধ পদতলে পতিতা কন্যার মুখখানা ছুই হাতে ধরিয়া ঈষৎ উন্নমিত করিয়া আমার চোখের দিকে ধরিলেন। ধরিয়াই আমাকে আর একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে আদেশ করিলেন। অতি বার্দ্ধক্যের জড়তা-বিজড়িত গম্ভীর স্বর—আমি আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশে সিদ্ধেশ্বরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে—আবদ্ধ নীলাভ তার তারা ছুটা হঠাৎ বন্ধনে যেন বিরক্ত হইয়া মুক্ত হইবার জন্য পলক ছুইটাকে কাঁপাইতেছে।

রূপের বর্ণনা করিতে বসি নাই, কিন্তু দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আমার চাঞ্চল্য আসে নাই, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিব না।

"দেখেছ সাধু?"

"দেখছি বাবা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

উত্তরে বৃদ্ধ যেন কিছু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িলেন—সহসা আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া গলাটা কিছু সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—"ভগবতী সে ত আমিও জানি, প্রত্যেক নারী ভগবতীর এক এক মূর্ত্তি।

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

আমিও তা জানি ব্রহ্মচারী, কিন্তু—"

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আমি বলিলাম—"আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিত থাকিলে এই মায়ের চেয়ে আট দশ বৎসরের বড় হইত।"

সেই দন্তহীন মুখ আবার রহস্যের হাসিতে ভাসিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরীর মুখও তাঁহার হাত হইতে এইবার মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু সে উঠিল না, পিতার আসনের পাশে বসিয়া বিস্মিতার মত যেন সে এ বিচিত্র কথোপ-কথন শুনিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, বামহাতে ভর দিয়া, বসিল সে স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া। দেখিয়া মনে হইল, আমার মুখ হইতে সে তার বাপের হাসির উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমি মিছে কইনি প্রভু, আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি।"

এবারে হো হো হাসি। সে হাসি, কি জানি কেন, আমাকে এমন অপ্রতিভ করিয়া তুলিল যে, সেই অতি-বৃদ্ধের কোটর-গত দৃষ্টির সম্মুখেও আমি মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ হাসি রাখিয়া আবার গম্ভীর হইলেন। সেই গম্ভীরভাব-মথিত স্বরে—এইবারে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বাক্য প্রয়োগ করিব, তাঁর সুন্দর-সুস্পষ্ট উচ্চারিত শ্লোক, তাঁর রহস্য-গর্ভ কথা আমাকে ক্রমে তাঁর

আয়ত্তে আনিতেছে—গম্ভীর, ওঁকার নিনাদের মত ষড়জ-সংবাদিস্বরে তিনি বলিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবিত, তার বয়স তোমার চেয়ে বেশী—পূর্ব্ববঙ্গের বড় পণ্ডিত তারাদাস বাচস্পতির নাম শুনেছ ?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "তিনিই আপনার পুত্র ?"

"তার বয়স তোমারই মতন। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আমার এই মায়ের চেয়ে—ক' বছরের বড়, বল্ না রে হতভাগা মেয়ে !"

"দশ বারো বছরের বড়।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"তোমারই বয়সে—অনেক শাস্ত্র প'ড়ে—বান-প্রস্থ অবলম্বন কর্‌তে আমি কাশীতে আসি। দেখতে পাচ্ছ"—আবার ব্রাহ্মণ কন্যার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন—"এই আমার বানপ্রস্থের ফল। আমি বড় কুলীন। এখানে আমার আসার কথা শুনেই, আমারই মত এক কাশীবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ—তাঁর এক পঁচিশ বৎসরের কুমারী কন্যা আমাকে গছিয়ে দিলে। কৌলিন্যের অভিমান—আমি 'না' বল্‌তে পার্‌লুম না। বুঝতে পার্‌ছ ব্রহ্মচারী. আমার অবস্থা ?"

"আপনার ভাল অবস্থা।"

."কি, টাকার ?"

"না প্রভু মনের।"

আমি যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপই বলিয়াছি, চাটুবাক্যে তাঁকে তুষ্ট করিতে বলি নাই। কিন্তু কথাটা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ যেন সন্তুষ্ট হইলেন এক মুহূর্ত্তে আমার প্রতি তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ব'স।"

আমি হাতযোড় করিয়া বলিলাল,—"ক্ষমা করুন, আজ বস্‌তে পারব না।"

কিন্তু পিতার মুখ হইতে বসিবার কথা বাহির হইতে না হইতেই

সিদ্ধেশ্বরী আসন আনিতে অন্য ঘরে ছুটিয়া গেল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ কহিলেন—"অনেককাল পরে আলাপ করবার এক জন লোক পেয়েছি।"

"এর পরে আস্‌ব—মাঝে মাঝে আস্‌ব।"

"এসো—যে ক'টা দিন বাঁচি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ব না প্রভু!"

"কেন?"

"গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে তাঁর তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী কর্‌তে চেয়েছেন।"

"কবে যাবার ইচ্ছা করেছ?"

"ইচ্ছা তাঁর। তবে বোধ হয়, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। কতকগুলো আমার ঝঞ্ঝাট আছে, এই সময়ের মধ্যে মিটিয়ে ফেল্‌বো।"

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরেই একটি গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তিনি মাথা তুলিলেন। মর্ম্মে যেন তাঁর লুকানো তীব্র-বেদনা—আমাকে জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশে তাঁর সাহস হইতেছে না।

"হুঁ! কবে ফির্‌বে?"

সিদ্ধেশ্বরী এই সময় আসন লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার আসনের পার্শ্বে পাতিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম—"বস্‌বার যে আর উপায় নেই, মা!"

"একটুখানি বস্‌তে পার্‌বেন না?"

"কেন পার্‌ব না, তুমি ত জান সিদ্ধেশ্বরী! এর অনেক পূর্ব্বে আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল।"

সিদ্ধেশ্বরী আর অনুরোধ করিল না।

বৃদ্ধও বসিতে অনুরোধ না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয় ?"

"তুমিই বল গো, মা !"

সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আজ !"

"আজ !" প্রজ্বলিত দৃষ্টি দিয়া বৃদ্ধ উভয়েরই মুখ দেখিয়া লইলেন।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"গঙ্গাস্নান ক'রে ফের্‌বার সময় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। তখন আমি স্বামীর গুরুদেবের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনিই এ বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমার স্বামীর গুরুভাই।"

শুনিয়াই বৃদ্ধ একটু মৃদু-তীব্রকণ্ঠে কন্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! এ কথা আগে বল্‌লে ত তোকে কতকগুলো গাল খেতে হ'ত না!"

কন্যাও যেন সুযোগ পাইয়া অভিমানভরে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি বল্‌বার সময় দিলেন!" চক্ষু এইবারে তার জলভারাক্রান্ত হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ হইতে সে চোখে অঞ্চল দিল।

আর এ সব লক্ষ্য করিলে আমার চলে না। করযোড়ে এইবারে আবার আমি বৃদ্ধের কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা, করিলাম। বলিলাম—"গুরুদেব আজ কৃপা ক'রে আমার ঘরে অতিথি।"

"তা হ'লে আর তোমাকে থাক্‌বার অনুরোধ কর্‌তে পারি না। দে সিদ্ধেশ্বরী বাবাজিকে হাত ধ'রে নীচে নামিয়ে দে—সিঁড়িটায় বড় অন্ধকার।"

২১

সিদ্ধেশ্বরী দোরের কাছে আসিল।

আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম—"তোমারও ত আজ প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ আছে, মা!"

"যাব বাবা?" কন্যা পিতার অনুমতি চাহিল।

"নিশ্চয় যাবি।"—এমন উত্তর এত শীঘ্র পিতার কাছে পাইবে সে, আমি বুঝিতে পারি নাই।

অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী স্মিত-বিগলিত কথায় আমাকে বলিল—"আর দণ্ডখানেক সময়ের জন্য আপনি দাঁড়াতে পার্‌বেন না?"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব। যাব ব'লে সকাল সকাল রান্না সেরেছি, বাবাকে দিয়ে যাই।"

"কেন, যোগিনী মা?"

"আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে ব'লে সেই যে তিনি চ'লে গেছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।"

"আপনার কি মত বাবা?" আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যই মনে করিলাম।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"তুমি ওর স্বামীর গুরুভাই—তার অনুপস্থিতিতে তুমিই ওর অভিভাবক।"

"তা হ'লে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না সিদ্ধেশ্বরী।"

"এই ঘরেই এনে দিই বাবা?"

"নিয়ে আয়, এইখানেই ঠাকুরকে নিবেদন করি।"

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পিতার আসন ও জলপাত্র রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহিরে যাইতেছিল। দোরের চৌকাটে সে পা'টি দিয়াছে, এমন সময় আমি বলিলাম—হায়! কুক্ষণে আমি সে প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম—তার পর এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের সন্ন্যাস—এখনও পর্য্যন্ত সে দিনের স্মৃতি মাঝে মাঝে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মানলে আহুতি দিয়াছি, তথাপি সে স্মৃতির অগ্নি-রেখা আজিও পর্য্যন্ত মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, গৃহত্যাগমুখী সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া—"অনেকক্ষণ আগেই আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল। তোমার রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়েই আমার সব কাজ পণ্ড হয়ে গেল।"

বলিতেই দেখি, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ শুকাইয়া গেল। আমার দিকে না চাহিয়া, চাহিল সে পিতার মুখের দিকে। আমিও বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইলাম। উঃ! কি ক্রোধবিক্ষুব্ধ দৃষ্টি!

"উনি আমাকে তাঁর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবা! আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যাও ঠাকুরের অন্ন নিয়ে এস। আর ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

সিদ্ধেশ্বরী তবু দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় আমার মুখের উত্তর শুনিবার জন্য। আমি কিন্তু নিরুত্তর। মেয়েটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সংশয় গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি, যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী, নিশ্চিত না জানিয়া কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে যখন মনেও আলোচনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমি দাঁড়াইয়া গুরুস্মরণে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুদেব বলিয়াছেন কে কোথায় পড়িয়া আছে, কি করিতেছে, ভগবান্ তা

দেখেন না, তিনি কেবল মন দেখেন। যদি ভগবানের কৃপা পাইতে চাও তুমিও দেখিয়ো না'। আমি ত ইহাদের কাহারও মন দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইহাদের উপর সংশয় জাগাইয়া আমার তপস্যার হানি করি?"

তবু ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না, আমি সিদ্ধেশ্বরীর মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সে হাস্যময়ী—পিতার ক্রোধ তাকে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ করে নাই।

"বলুন না আপনি, কি হয়েছিল?"

"আর বল্‌তে হবে না মা, তুমি যাও।"

বৃদ্ধ এইবারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমি যাও সিদ্ধেশ্বরী"—বলিয়া একটু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই সিদ্ধেশ্বরী আর দাঁড়াইতে পারিল না।

সে চলিয়া গেলে আমি বৃদ্ধকে প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?"

"তুমি আগে বলই না, তার পর আমার যা বল্‌বার বল্‌ব।"

বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিলাম, বৃদ্ধের এখনও ক্রোধের নিবৃত্তি হয় নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এ অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। এতক্ষণ ব্রজমাধবের স্মৃতি মন হইতে একরূপ বিলুপ্তই হইয়াছিল। এই প্রশ্নে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডে আমি বেদনা অনুভব করিলাম। বলিলাম—"তিনবার মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—এই কাশীতে। একবার গুরুদেবের সুমুখে, একবার আমার বাসায়, আর তৃতীয়বার আজ, একটু আগে তাঁরই বাড়ীতে। পূর্ব্বে তার পরিচয় জেনেছিলুম, তাঁর নাম ব্রজমাধব বাবু,

পাবনার জমীদার। 'রাজাবাবু' নাম আপনার কন্যার মুখেই আমার প্রথম শোনা।"

"মেয়ের কাছে তার নাম ওঠবার কখন্ আবশ্যক হ'ল ?"

"তার বাড়ীতে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।" এই বলিয়া রাজাবাবুর বাড়ীতে যাবার ইতিবৃত্তটা আমি বৃদ্ধকে শুনাইয়া দিলাম।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন। বোধ হইল, আমার কথায় তাঁর বিশ্বাস হইল না। আমি দেখিলাম তার সংশয় দূর করা আমার প্রয়োজন, নতুবা আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই ক্রোধী বৃদ্ধ কন্যাকে তিরস্কার করিবে। যাহা কাহাকেও জানাইব না স্থির করিয়াছিলাম, সেই কথা আমাকে বলিতে হইল—"পূর্ব্বের ছ'বারের দেখায় তার ঠিক পরিচয় পাইনি প্রভু, আজ পেয়েছি।"

"কি রকম ?"

আমি গণ্ড দেখাইলাম।

"কি ও ?"

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?"

"সিদ্ধেশ্বরী !"

দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী আমাদের কথা শুনিবার কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে।

"থালা রেখে দেখ দেখি মা, বাবাজির গালটা।"

২২

"ও বাবা, এ কি!" আমার গণ্ড দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী শিহরিয়া উঠিল।

"কি রে?"

"এঁর গালে চড় মার্‌লে কে—আপনি বাবা, আপনি?"

"ব্যাপার কি অম্বিকাচৈতন্য, ব্যাপার কি বাবা?"

বৃদ্ধের কারুণ্যপূর্ণ প্রশ্নকথায় আমি ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কেন মার্‌লে?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। এ কথা আমি কাউকেও বলব না সঙ্কল্প করেছিলুম!"

"বুঝেছি। আমার এই হতভাগা কন্যাই হচ্চে তোমার এই লাঞ্ছনার কারণ।"

কন্যা কোনও উত্তর দিল না। সে ম্লানমুখে আমার দিকে কেবল চাহিল। দেখিলাম, তার চোখের কোণে জল জড় হইয়াছে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিতে আমি বলিলাম—"সম্পূর্ণ কারণ নয়, কতক বটে। প্রথমবারে আপনার বাড়ী থেকে যখন আমি বা'র হই, তখন বোধ হয়. তাদের কোনও লোক কোন আড়াল থেকে আমাকে দেখেছিল। মা'র সম্বন্ধে একটা কথায় আমি সেটা অনুমান করেছিলুম।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলেছিল?"

"সে কথা আর শোনবার দরকার কি বাবা!"

"বল না।"

কর দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া আমি বলিলাম—"দোহাই বাবা, আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না, আমি বল্‌ব না।"

"বুঝছিস্‌, পাপিষ্ঠা!"

"তবে আগেই আপনাকে ত বলেছি, সম্পূর্ণ কারণ আপনার কন্যা নয়, আমাকে প্রহার কর্‌বার তাদের অন্য কারণও আছে।"

আমার গণ্ডে দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে তৈল আনিতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম—"প্রয়োজন নাই। আমাকে আর একবার গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে। কি অবস্থায় সে মূর্খটা আমাকে ছুঁয়েছে, আমার ত জানা নেই।"

"সে পাষণ্ডের কাছে কি কর্‌তে গিয়েছিলে বাবা!"

হায়, আর যদি কিছু না বলিতাম। আর কিছু না বলাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কি এক সংযমের অভাব—বলিতে আমার প্রবৃত্তি আসিল। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীকে সম্বোধন করিলাম—"মা যদি কাউকে না বল্‌তে প্রতিশ্রুত হও, তা হ'লে বলি।"

"কাউকে বল্‌ব না।"

পিতা কন্যাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক তুই, বুঝে বল্‌—ভাবে বোধ হচ্ছে, কোন গুহ্য কথা।"

আমি বলিলাম—"কথা প্রকাশ পায়, আমার ইচ্ছা নয়।"

সিদ্ধেশ্বরী আমার এ কথার পরও শুনিতে আগ্রহ দেখাইল—. কিছুতেই প্রকাশ পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি বলিতে লাগিলাম—সে দিন ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে রাত্রিকালে আমি একটি সদ্যোজাত শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—একটি—মেয়ে—"

বলিয়া, সিদ্ধেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, সেই রাত্রির

অন্ধকারটা তার মুখটি আচ্ছন্ন করিবার জন্য যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

"আপনি বলুন।"

"সেই কন্যাকে ঘরে আনি। আজ প্রায় এক বৎসর সেই কন্যাকে পালন করেছি।"

উত্তেজিতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"সে বেঁচে আছে?"

"শোন্ হতভাগী, কি বলে, আগে শোন্।" বৃদ্ধের সেই রূপই উত্তেজিত কণ্ঠ।

আমি বলিলাম—"বেঁচে আছে।"

"বাঁচিয়েছেন?" সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠে সহসা কি যেন এক জড়তা প্রবেশ করিল।

আমি বুঝিয়াও কেন বুঝিলাম না! বলিতে আরম্ভ করিলাম—"আমি বাঁচাইনি মা, বাঁচিয়েছেন ওই রাজাবাবুর স্ত্রী। তিনিই এক বৎসর ধ'রে স্তন্য দিয়ে শিশুকে রক্ষা করেছেন। এমন ছদ্মবেশে তিনি আস্তেন—"

আর আমাকে বলিতে হইল না। হঠাৎ দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতে কাঁপিতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

একবারে পড়িলে, বোধ হয়, সেই সময়েই তার মৃত্যু হইত। প্রথমে সে বসিবার মত পড়িয়া গেল। তার পর টাল খাইয়া মেঝের উপর তার দেহ পতিত হইল।

পতনের সঙ্গে কপাল হইতে ছুটিল ফিন্‌কি দিয়া রক্ত। অন্নপাত্র, ব্রাহ্মণের বস্ত্র, আমারও বস্ত্রের দু' এক স্থান রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গেল। সাহায্যের জন্য মন আমার অস্থির হইলেও সম্মুখস্থ নিস্পন্দবৎ উপবিষ্ট বৃদ্ধের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে আমি তাঁর অনাবৃত দেহ স্পর্শে সাহসী হইলাম না। কিন্তু রক্ষা—রক্ষা—চাই মেয়েটার রক্ষা—বৃদ্ধ

নিস্পন্দ, প্রাণহীনবৎ—পরকোলার ভিতর দিয়া দু'টী যেন ভৌতিক চক্ষু পতিতা সংজ্ঞাহীনা কন্যার পানে চাহিয়া আছে!

আমি বলিলাম—"সিদ্ধেশ্বরীর মুখে একটু জল দিন।" উত্তর ত পাইলামই না, চোখ পর্য্যন্ত তার আমার দিকে ফিরিল না।

"আদেশ করুন, আমি সাহায্য করি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা, আমি সুস্থ হয়েছি" বলিয়াই সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া বসিল। নিজের আঘাত ভুলিয়া তার সরম-রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়া, আমি দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে আমি এখন কি কর্‌ব মা ?"

"আপনি আসুন, যোগীমা এলে, পারি যদি তাঁর সঙ্গে যাব।"

"মা! তোমাকে সুস্থ না দেখে, যেতে যে আমার মন সর্‌ছে না। এখনও রক্ত—"

"পড়ুক। কোন আশঙ্কা করবেন না বাবা, আমার মৃত্যু হবে না।" বলিয়া সে ক্ষতস্থানে একবার হাত দিল। দেখিলাম, সমস্ত হাতের পাতা তার রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

"যোগীমা কোথায় থাকেন বল, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা!"

"তবে আসি মা!"

ঘর হইতে বাহির হইবার মুখে ব্রাহ্মণের দিকে একবার চাহিলাম। বৃদ্ধ সেইরূপই জড়বৎ দেহ লইয়া বসিয়া আছেন।

"বাবা! বাবা—বাবা!" সিড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তিনবার মাত্র সিদ্ধেশ্বরীর কথা শুনিতে পাইলাম। দৃশ্য দেখিয়া আমিও জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। আর কিছু সে বলিয়াছে কি না শুনি নাই, অথবা আমার কানে প্রবেশ করে নাই।

সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেই পা দিয়াছি, অমনি শুনিলাম—"আপনি গেলেন কি ?" উঠানে নামিয়া উপর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনাকে আর একবার উপরে আস্‌তে হবে।"

তার কথার ভাবে বুঝিলাম, আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

"যাচ্ছি মা !"

* * * *

দোরের মধ্যে মাথা প্রবেশ না করাইতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"বাবাকে একবার দেখুন দেখি।"

দেখিলাম, ব্রাহ্মণ সেইরূপই উপবিষ্ট। কিন্তু আমাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাঁর দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু চলিয়া গিয়াছে।

২৩

প্রথমে আমি কিছুক্ষণের জন্য অবাক, নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের পানে চাহিয়া আছি। বৃদ্ধ যেন সমাধিতে লীন, চসমার ভিতরে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত, দেহে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এরূপ আকস্মিক মৃত্যু দেখা আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতেও এ পর্য্যন্ত একটি কথা বাহির হয় নাই। মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখি, পিতার মুখের পানে সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

"দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌বার ত সময় নয়, মা, বৃদ্ধ বাপের কাশীপ্রাপ্তি, কন্যার কর্ত্তব্য কর্‌বার সময়।"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, সেইরূপ নীরবেই কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে আরও কিছুক্ষণ কাঁদিবার অবসর দিয়া আমি বলিলাম—"মা, আমার কথা শুনলে ?"

এইবারে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"শুনেছি।"

"সৎকারের একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে !"

সিদ্ধেশ্বরী আবার চুপ করিল। উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ানো আর ত আমার চলে না ; আমি বলিলাম—"আমি এখন কি করব, মা ?"

"আপনি যান।"

"আমার অবস্থা ত তুমি সব জান।"

"আপনি আর দাঁড়াবেন না।"

"আর দাঁড়ানো অসম্ভব, কিন্তু এ রকম অবস্থায়—"

"আপনাকে ত আর থাকতে বলতে পারি না।"

"এখানে তোমাদের কে কোথায় আছে বল, আমি খবর দিয়ে যাই।—চুপ করে থাকবার যে আর সময় নেই, মা !—আমাকে বলতেও কি তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে ? আমাকে আত্মীয় জেনে বল।

"এখন ত কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না।"

"সে কি !"

"ওঁর ছেলে আছেন দেশে।"

"সে ত তোমার বাবার মুখেই শুনেছি।"

"এখানে ওঁর কোনও আত্মীয় নেই। আর থাকলেও উনি রাখেন নি।"

"তোমার মাতামহ ত এখানে থাকতেন।"

"আমার এক মামা আছেন। তিনিও এখানে নেই। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে তিনি কলকেতায় চ'লে গেছেন।"

মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তা হইলে এই কাশী সহরে, দেখছি, আমি ভিন্ন ত আর কেহ তার দ্বিতীয় আত্মীয় নাই!

বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে জালের মত চারিদিক হইতে চিন্তা আমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পীড়নে অস্থির হইয়া বেশ একটু উত্তেজিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেউ নেই ?"

"আপনি আছেন।"

"আমার থাকার মূল্য কি ?"

সিদ্ধেশ্বরী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ! আমাকে এ কি সমস্যায় ফেলিলে! মেয়েটার মুখের দিকে একবার চাহিলাম। বস্ত্রাঞ্চলে মুখখানাকে মুছিলেও এখনও মুখের অনেক স্থানে রক্ত লাগিয়া আছে। রক্তচিহ্নের পার্শ্ব দিয়া এখনও অশ্রুর প্রবাহ। মুখের এক দিক, বিশেষতঃ কপালটা বেশ ফুলিয়াছে। ক্ষত হইতেও তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছিল। আঘাতের কারণ নির্ণয় করিতে মেঝের উপর দৃষ্টি দিতেই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পড়িবার কালে বাপের একটা পূজাপাত্রে মাথা লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

অত যখন রক্ত, তখন আঘাত সামান্য না হইবারই সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি মৃত পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"এ ত যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তুমি তোমার জীবনটা রক্ষা কর।"

"ভয় নেই, বাবা, আমি মরব না।"

"ও কথা ত আগেও শুনলুম, ও কথার কোনও মূল্য নেই—আঘাত নিতান্ত কম ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিল।

"চুপ করে থেকে সময় কাটালে ত চলবে না; বাপের দেহের যদি গতি করতে হয়, তা হ'লেও ত এ অবস্থায় তোমার থাকা চলবে না!"

"আপনি যান।"

"যেতে পার্‌লে, এতক্ষণ কি তোমার বল্‌বার অপেক্ষা রাখ্‌তুম, সিদ্ধেশ্বরী! তবে একবার আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে তাও যে কর্‌তে পারছি না, মা।"

ঠিক এমনই সময়ে মৃতদেহটা পড়িয়া গেল। সেখানে দুই তিনখানা পিতলের বাসন ছিল। দেহটা সেগুলার উপর পড়িয়া একটা শব্দ তুলিল। শব্দ বেশী না হইলেও, অবস্থার গুণে আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। দেহটা পড়িয়াই গড়াইল। পা-দুটো সেই রূপই পরস্পরে বাঁধা।

সে বীভৎস দৃশ্য আমার দাঁড়াইয়া দেখা চলিল না। আমি সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়া উঠিলাম—"ঘর থেকে বেরিয়ে এস আপাততঃ।"

সিদ্ধেশ্বরীও বুঝি ভয় পাইয়াছে, সে বলিবার অপেক্ষা রাখিল না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। ঘরে শিকল দিতে দিতে বলিলাম—"এখন দোর বন্ধ থাক্‌, আমি একবার বাসা থেকে ফিরে আসি, এর মধ্যে তুমি গা, হাত, মুখ ধুয়ে ফেল। তোমার দিকেও চাইতে পার্‌ছি না মা!"

কিন্তু ফিরিয়া দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতেছে। আমি তাহাকে ধরিতে না ধরিতে সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

আর তাহার বাধা মানিতে পারিলাম না, শতনিষেধ উপেক্ষা করিয়া আমি তাহার শুশ্রূষার সঙ্কল্প করিলাম।

২৪

মানুষ অনন্ত ভাবের অধিকারী। গুরু-কৃপায় সিদ্ধেশ্বরীকে বক্ষে ধরিয়াও আজ যে ভাব আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। এই বুঝি প্রকৃত বাৎসল্য! ইহার সমক্ষে স্নেহাস্পদ বুঝি কোনও কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না! মেনকার চোখে গিরিকুমারী বুঝি চিরদিনই অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী! আঘাতে, শোকে, ভয়ে, নিরাশায়—সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন সিদ্ধেশ্বরীকে যখন ধোওয়াইয়া, মুছাইয়া, ক্ষতস্থান কাপড়ে বাঁধিয়া, বক্ষে ধরিয়া; উপরে তুলিয়া তাহার ঘরে শয্যায় শয়ন করাইলাম, তখন সত্যসত্যই আমি গৌরী-সেবার সুখই অনুভব করিলাম। এ সেবায় আমি গুরুদেবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। যখন তাঁহার কথা স্মরণে আসিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

এখনও পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে আমি ও সিদ্ধেশ্বরী, আর ঘরের ভিতরে আবদ্ধ তাহার পিতার মৃতদেহ।

"একটু দুধ খেতে হবে যে, মা।"

মুদিত চক্ষুতে হাত নাড়িয়া সে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

"না বল্‌লে চল্‌বে না, কিছু মুখে দিতেই হবে, নইলে যে, মা, জীবন থাক্‌বে না!"

সে সেইরূপই ইঙ্গিতে বুঝাইল, তাহার বাঁচিবার কানও প্রয়োজন নাই।

তাহার এত অধিক দুর্ব্বলতা আমাকে বিশেষ চিন্তিত করিল। তাঁহার ক্ষতের গভীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্ষতের অবস্থা ত আমি বুঝি নাই! বুঝিতে হইলে এক জন ডাক্তারকে দেখানো প্রয়োজন।

কিন্তু একা আমি কি করিব? যোগিনীর আসিবার কথা ছিল, তিনিও ত এখনও পর্য্যন্ত আসিলেন না! ইহাকে এই অবস্থায় কাহার কাছেই বা রাখিয়া যাই! "হাঁ, মা, লছ্‌মী কখন্‌ আসিবে?"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না। একটু কিছু খাওয়াইয়া ইহাকে সবল করিতেই হইবে। আমি দুগ্ধের অন্বেষণে পার্শ্বের রান্নাঘরে চলিয়া গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে দুগ্ধ পাইলাম।

কিন্তু আনিয়া তাহা সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কাছে ধরিতে সে পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। খাওয়াইবার জেদ করিলে চোখ মুদিয়াই সে হাতজোড় করিল।

"আমার অনুরোধ, মা, জীবন রক্ষা কর।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী এবারে কথা কহিল—"আমার বাঁচার কোনও মূল্য নেই, বাবা, মরাই আমার বাঁচা।"

এইবারে আমি গোটাকতক শাস্ত্রের বচন বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিলাম; বুঝাইলাম, জীবন রাখার মূল্য আছে, তাহাকে অবসন্ন করিতে নাই। মৃত্যুর কামনা করাও পাপ, সুখে দুঃখে তাহাকে বহন করাই ধর্ম্ম।

কথা বোধ হয় তাহার কানে প্রবেশ করিল না, অথবা সে তুলিল না। দুধ মুখে ধরিতে দেখিলাম, সে দাঁতে দাঁত দিয়া রহিয়াছে। তখন আমাকে ঈষৎ উষ্মার সহিতই বলিতে হইল—"অন্ততঃ আমার পরিশ্রমটা নিষ্ফল ক'রো না, মর্‌তে হয় এর পরে ম'রো।। আমি গুরুর সেবার জন্য মিষ্টান্ন নিতে এসে এই বিপদে পড়েছি।"

সিদ্ধেশ্বরী হাঁ করিল, আমিও তাহাকে দুগ্ধ পান করাইলাম।

পানের অল্পক্ষণ পরেই সত্যসত্যই তাহার দেহে বল আসিল। সে আমার নিষেধ সত্ত্বেও উঠিয়া বসিল; বলিল—"আপনি একবার বাসায় যান।"

"যেতে পার্‌লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখতুম না।"

"একবার গুরুবাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন।"

"তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে?"

"আমি সুস্থ হয়েছি, বাবা!" বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল। আমি ব্যাকুলতার সহিত বাধা দিলাম। সে বাধা না মানিয়া শয্যা ছাড়িয়াই আমার ছু'টা পায়ের উপর মাথা দিয়া পড়িল।

"হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি, মাথায় আবার আঘাত লাগবে, সিদ্ধেশ্বরী।"

কাকে বলি, কে শোনে! এ কি উষ্ণ অশ্রু!—ছুই হাত দিয়া সন্তর্পণে তাহাকে শয্যায় বসাইয়া বলিলাম—"যোগিনী মা কই ত এলেন না!"

কপালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আমার অদৃষ্ট।"

"লছ্‌মী কখন্ আসে?"

"তার আস্‌তে এখনো বিলম্ব আছে।"

"তার বাসা?"

"এখান থেকে অনেকটা পথ। আমার পূর্ব্বের বাড়ীর কাছে।"

"সে বাড়ী কোথায় ছিল?"

লছ্‌মী-কুণ্ডায়।"

অনেক দূরই ত বটে। সেখানে পৌঁছিতে যে সময় লাগিবে, সে সময়ের মধ্যে আমার বাসায় যাতায়াত করা যায়।

এই সময় একবার রাজাবাবুর নামটা আমার মনে উঠিল। ভাবিলাম, তার কথাটা একবার সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তুলি। সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-রহস্য অনেকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছি। যেন কেন, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতে প্রতিবাদ না পাইলে ঠিকই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, সেই

হীন ধনী হইতে এ বালিকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। আমার গৌরী সেই অবৈধমিলনের ফল।

এতক্ষণই যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর একটু অপেক্ষা করিয়া সমস্ত মনের সন্দেহটা মিটাইয়া লই না কেন! ইহার পর আর কি এমন স্থযোগ ঘটিবে!

কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও রাজাবাবুর নাম যখন মুখে আনিতে পারিলাম না, তখন বিদায় গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলাম—"মনে কর্‌ছি, আমার বাসাতেই তোমাকে নিয়ে যাই।"

সেই দারুণ বিপদের মধ্যেও সিদ্ধেশ্বরীর মুখে হাসি দেখা দিল।

"হাস্‌লে কেন, মা?"

সমস্ত বিষাদরাশি মন্থন করিয়া হাসির বিজলী তাহার মুখের উপর স্থিরসৌন্দর্য্যে লীলা করিতে লাগিল।

"হাস্‌ছ কেন সিদ্ধেশ্বরী? সেখানে গেলে তোমার সেবা হবে।"

"তা হবে।"

"তবে তোমার বাপের দেহ সৎকারের কথা ভাবছ?"

"না।"

"তোমাকে বাসায় রেখে আমি সে সমস্ত ব্যবস্থা কর্‌ব!"

"আপনি ভিন্ন কর্‌বার আমার আর কে আছে!"

"তা হ'লে পাল্‌কী আনাই?"

সিদ্ধেশ্বরী আবার হাসিল।

"যাবে না?"

চক্ষু দু'টি আনত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বার কি উপায় রেখেছি!" বলিয়া সে একটি গভীর শ্বাসত্যাগ করিল।

"কেন উপায় নেই, মা! আমি ত তোমার উত্তরের অর্থ বুঝতে পার্‌লুম না।"

"আপনি আমাকে কি মনে ক'রেছেন?"

আমি বিস্মিতনেত্রে কেবল তাহার মুখের পানে চাহিলাম। বুঝিয়াও যেন আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"আমার মরণের অবস্থা, বাবার মৃত্যু—এ সব দেখেও কি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না?"

"তুমিই কি গৌরীর—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"তার নাম রেখেছেন গৌরী?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিষাদমাখা হাসিতে তাহার মুখখানি আচ্ছন্ন হইল যে, দেখিবামাত্র আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শূন্য, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী আমার মানসিক অবস্থা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিল—"এই সমস্ত জেনে, আপনি আমাকে ঘরে স্থান দিতে সাহস করেন? বুঝতে পেরেছেন, আমি পতিতা?"

"তোমার যে পাঁচ ছ' দিন আগে বিবাহ হয়েছে বল্‌ছিলে!"

"বিবাহ? তিনি দয়া ক'রে বিবাহের নামে আমাকে আবার সমাজে স্থান দিয়ে গেছেন।"

"তোমার অবস্থা জেনেও?"

"জেনেই দিয়েছেন।"

"তোমার স্বামী এখন কোথায়?"

"তিনি দেশে চ'লে গেছেন।"

"আসবেন কবে?"

"আর কি তিনি আসবেন!"

"একেবারেই আসবেন না ?"

"আস্‌বেন ?"

"কাশীতেও আর আস্‌বেন না ?"

"তা বল্‌তে পারি না। তবে আমার মনে হয়, কাশীতে এলেও আমার কাছে তিনি আস্‌বেন না।"

"তাঁর বোধ হয়, দৃঢ় ধারণা, তুমি তাঁর এ মহত্ত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"পার্‌ব না ?"

"সে আমি কেমন ক'রে বল্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী! এর উত্তর দিতে পার একমাত্র তুমি।"

সিদ্ধেশ্বরী মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি অনুমান করিলাম, সে মনে মনে পূর্ব্বজীবন বিস্মৃতির কোলে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। ভাল হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিতেছে। আমি তাহাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ দিলাম।

যখন দেখিলাম, তার চিন্তার শেষ নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বিদায় গ্রহণের আভাস দিতে হইল।

"এখন আমি কি কর্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী ?"

সিদ্ধেশ্বরী এখনও পর্য্যন্ত চিন্তার সূত্র ধরিয়াছিল। আমি কি বলিলাম, বোধ হয়, সে শুনিতে পাইল না। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল—"পারব না, বাবা ?"

তাহার কথার সুরে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"মনকে যদি দৃঢ় করিতে পার, তা হ'লে কর্‌তে না পার কি ? আজ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় আছ, দু'দিন পরে সেই সমাজ তোমাকে আদর্শ ভাবিয়া আবার মাথায় তুলিতে পারে।"

"আপনি আসুন।"

"একবার আমার না গেলে আর চল্‌ছে না।"

"আপনি যান।"

"তুমিও চল।"

"আমি যাব না।"

"আমার কথায় কি ক্ষুণ্ণ হ'লে, মা?"

জিভ কাটিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"না দয়াময়, আপনাকে পেয়ে আমি বাবার জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বার অবকাশ পাইনি। বাপের অভাব আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবু আমি যাব না।"

"তোমারও যে আজ গুরুর প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ছিল!"

কপালে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সে বলিল—"ভাগ্যে নেই।"

"তোমার গৌরীকে দেখ্‌বারও কি ইচ্ছা হচ্ছে না?

সেই ফোলা মুখ ভিতর হইতে রক্ত-প্রবাহ-পীড়নে যেন আরও ফুলিয়া উঠিল—"আমার গৌরী! আমার বল্‌বার সম্পর্ক আমি তার সঙ্গে কি রেখেছি, বাবা!"

"যদি বাবাই আমি তোর, তা হ'লে আমি অনুরোধ করছি, চল্ মা।"

"তার বেঁচে থাকার কথা শুনেই দেখ্‌বার জন্য আমি পাগলের মত হয়েছিলুম। তোমার গৌরী, তোমারই কাছে থাক্। তাকে দেখ্‌তে আর আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।"

বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শয়ন করিল। বুঝিলাম, অনেক কথা কহিয়া আবার তাহার ক্লান্তি আসিয়াছে। আর কোনও কথায় তাহাকে উত্যক্ত করিতে আমার সাহস হইল না। আমি কেবল বলিলাম—"একবার তা হ'লে আমি ঘুরে আসি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে চোখ না মেলিয়াই বলিয়া

উঠিল—"তবে কি জানেন দয়াময়, আপনার গৌরীকে যদি গর্ভেই নষ্ট কর্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে আমার বুঝি এ দুর্দ্দশা হ'ত না ; আপনাদের সমাজে আমি কুল-লক্ষ্মীরই আদর পেতুম ; নারায়ণ পর্য্যন্ত আমার হাতের রান্না খেতে দ্বিধা কর্‌তেন না। আপনি যান, আমি কোথাও যাব না।"

সত্য কথা বলিবার যদি আমি অভিমান রাখি, তাহা হইলে এ কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়, ঋষিকুল-প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্মের একাশ্রয় হিন্দু-সমাজ ! তুমি কোন্ যুগের মধুরতা হইতে কোন্ যুগের তীব্রতা আশ্রয় করিয়াছ ?

ক্ষুণ্ণমনে সিদ্ধেশ্বরীকে সেই মরণের বাড়ীতে একা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

২৫

সঙ্কোচের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ী যেন জনশূন্য। উপরে, নীচে কোথাও যেন একটিও প্রাণীর অস্তিত্বের নিদর্শন পাইলাম না। বাহিরের দ্বার হাট করিয়া খোলা। একবার উপর নীচে চাহিলাম। তাহার পর ধীরে কবাট বন্ধ করিয়া ডাকিলাম—"ভুবনের মা !"

প্রথম ডাকে কোনও উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম গুরুদেব গৃহে নাই। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। বেলা তখন অনুমান তিনটা। কৃপা করিয়া গুরু আজ সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে অতিথি হইলেন, আমি হতভাগ্য তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম না ! অনাহারে আমার ঘর হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইল ! ব্যাকুলভাবে একটু জোর-গলায় এইবারে ডাকিলাম—"ভুবনের মা !—এ কি, আপনি ?"

দেখি, যোগিনী চোখ মুছিতে মুছিতে রান্না ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন।

"আপনি এখানে!"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বাবা আপনার আসা জান্‌তে পারেনি। কখন্ আস্‌বেন বুঝ্‌তে না পেরে দোর খুলে রেখেছিলুম। এই অবস্থায়, আমার মরণ, ঘুমিয়ে প'ড়েছি।"

"তা বেশ করেছেন, তাতে দোষ হয়েছে কি!"

"দোষ বিলক্ষণই হয়েছে, বাবা। যদি চোর ঢুকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেতো, আমি ত কিছু জান্‌তে পারতুম না!"

"বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

"কেউ নেই—গুরুদেব নেই, ভুবনের মা বুড়ী নেই, আপনার গৌরী পর্য্যন্ত।"

"গুরুদেব নিজের ইচ্ছায় আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এসে অনাহারে চ'লে গেলেন!"

"না, বাবা, আপনার সেই কৃপাসিন্ধু গুরু অনাহারে ফিরে আপনার কি অকল্যাণ করতে পারেন! আপনার ফেরার বিলম্ব দেখে, তিনি স্বহস্তে পাক ক'রে, আহার করে ভুবনের মা'কে প্রসাদ খাইয়ে, আপনার জন্য প্রসাদ রেখে চ'লে গেছেন। আমি আপনার প্রসাদ আগ্‌লে বসে আছি।"

"এঁরা কোথায় গেলেন?"

"আগে প্রসাদ গ্রহণ করুন, তারপর শুন্‌বেন।"

"আগে শুন্‌তে কি দোষ আছে?" আমি হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম।

সেইরূপ হাসির সঙ্গে যোগিনী উত্তর দিলেন—একটু আছে বৈ কি!" তাঁহার মধুর হাসিতে উন্মুক্ত শুভ্র-মুক্তার মত দাঁতগুলি

আমাকে যেন ঈষৎ রহস্য করিবার জন্য আমার চোখ দু'টাতে জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিল।

"শুন্‌লে আপনার হয় ত খাওয়া হবে না!"

আতঙ্কিত ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমন কথা যে, শুন্‌লে গুরুর প্রসাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব না?"

"তা পার্‌বেন না কেন, তবে পেটপোরা আহারে আপনার প্রবৃত্তি না হ'তে পারে। আপনার গুরুই আপনাকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে গেছেন।"

"কিন্তু শোন্‌বার জন্য আমার যে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে, যোগি-মা!"

"আপনার পক্ষে ওরূপ আগ্রহ ভাল নয়।"

"সেটা খুবই বুঝতে পার্‌ছি। তবু—"

"বাবাজি মহারাজের কাছে শুন্‌লুম, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেছেন।"

বলিয়াই মৃদুহাস্যের সঙ্গে মুখটি তুলিয়া বেশ একটু রহস্যেরই ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন—"সন্ন্যাসী মানুষের কৌতূহল কেন?"

"চলুন, বাবার প্রসাদ গ্রহণ করি।"

"হাত পা ধুয়ে আসুন, আমি ঠাঁই করিগে।"

বলিয়াই তপস্বিনী মুখ ফিরাইলেন।

তিনি দু' পা যাইতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার?"

"আমার হবে এখন।"

"আপনি এখনো আহার করেন নি?"

মুখ ফিরাইয়া আবার শুভ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া যোগি-মা বলিলেন—"এক জনকেও কি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে নেই?"

মাথাটা ঝনঝনিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি? এ কি সরলতার চাহনি? বলিতে পারিলাম না। কেমন কেমন-কি ঠেকিল? বলিতে পারিলাম না।

"তুমি আগে আহার-কর, মা।"

"বেশ, এক সঙ্গেই খাবো, বাবা।"

* * * * *

হাত পা ধুইতে, মুখ ধুইতে মনে মনে বিশ্বনাথের নাম লইয়া সঙ্কল্প করিলাম, সন্ন্যাসাশ্রম আমাকে লইতেই হইবে। না পারি, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।

২৬

"কি গো ঠাকুর, বেলা যে বয়ে গেল!"

আমি নিজের ঘরে বসিয়া এতক্ষণ নিজের সঙ্গেই লড়াই করিতেছিলাম। চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলাম, মন যদি আমার উপর কথায় কথায় এইরূপ অত্যাচার করে, আমি কেমন করিয়া সন্ন্যাস লইব? লইয়া সে চরমাশ্রমের মর্য্যাদা যদি না রাখিতে পারি? যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমার পতন হয়, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল সব কি নষ্ট করিব? ভাবিতেছি, আর প্রাণপণ চেষ্টায় গুরুচরণ স্মরণ করিতেছি। এমন সময় তপস্বিনী ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া আমাকে উক্ত কথা শুনাইলেন। কথা তাঁহার কি মিষ্ট! আমি চোখ মেলিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তিনি আবার বলিলেন—"ঠাঁই ক'রে প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে যখন আপনার আসার কোনও লক্ষণ দেখ্‌লুম না, তখন অগত্যা আমাকে আস্‌তে হ'ল। কি কর্‌ছিলেন?"

"জপাদি আজ কিছুই হয় নি, মা, তাই সেগুলো সেরে নিচ্ছি।"

যোগি-মা খিল্ খিল্ হাসিয়া উঠিলেন।

এ কি বিদ্রূপাত্মক হাসি! বিদ্রূপ-স্বরূপ হইয়াও হৃদয়ে সে এমন তরঙ্গ তুলে কেন? নারীমুখের অনেক মধুর হাসি ত শুনিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখন শুনি নাই!

"হাস্‌লে কেন গা?"

"উঠে আসুন—আর জপ কর্‌তে হবে না।"

"এ কথা বলার অর্থ?"

"সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, অর্থ আমাকে বল্‌তে হবে? যে উদ্দেশ্যে জপ, সেই অভিষ্টদেবকে দর্শন করেছেন—আজ আর আপনার জপ কি!"

"জপ কর্‌ব না?"

"আপনি বুঝুন। কিন্তু আমি ত আর থাক্‌তে পারি না।"

"আপনি আহার করুন না।"

"কর্‌বার হ'লে আপনার অনুরোধের অপেক্ষা রাখ্‌তুম না।"

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"আমি ত আর অপেক্ষা কর্‌তে পারি না। সেই মেয়েটি, বোধ হয়, আমার অপেক্ষায় এখনো অনাহারে ব'সে আছে। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমি এখানে আবদ্ধ হয়েছি। বাবাজি-মহারাজের প্রসাদ নিয়ে আমাকে তা'র কাছে যেতে হবে।"

আমি একবারে দাঁড়াইয়া বলিলাম—"চলুন।"

"আসুন, আবার যেন ডাক্‌তে আস্‌তে না হয়" বলিয়া তপস্বিনী চলিয়া গেলেন।

আমাকেও উঠিতে হইল। কিন্তু উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বেদ—এতক্ষণ নিজের কাছেই আমি চোর হইয়াছি। সে চৌর্য্যের কথা ত আমি যোগি-মাকে বলিতে পারিলাম না! জপের একটা মন্ত্রও এতক্ষণ মনেও

উচ্চারণ করি নাই। কি করিতেছিলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিতে ত আমার সাহস হইল না। ভিতরের এই মিথ্যা লইয়া কি কেহ কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে? যদি হয়, সে সন্ন্যাসের মূল্য কি?

আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই আমি তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছি—বলিয়াছি, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে, এমন কথা আমি শুনাইব না। কৌশলে সেরূপ ঘটনা তোমাদের মনোজ্ঞ হইতে পারে, আধা-গোপন আধা-প্রকাশের মাঝখান দিয়া তুলি ধরিয়া অতি কুৎসিতকেও সুন্দর করা সম্ভব, কিন্তু সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর চোখে তাহা চিরদিনই কুৎসিত। সমস্ত মধুরাবরণ ভেদ করিয়া সত্য তাহার দৃষ্টির সমক্ষে উগ্রমূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে। ধর্ম্মশাস্ত্র চিরদিনই তাহাকে নিন্দনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আমার যাহা ভাল লাগিবে, সব সময়েই তাহা ভাল নয়। যাহা ভাল নয়, তাহা পরিহার করিতেই শাস্ত্র কেবল উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

তখন আমি সন্ন্যাস-সঙ্কল্পী, বর্ত্তমান যুগের বয়সের হিসাবে বৃদ্ধ। আমার এই সমস্ত মনের কথা তোমাদের না শুনাইতেও পারিতাম। তবু শুনাইলাম। কেন? সত্যই তপস্যা, সত্যাশ্রয়ই সন্ন্যাস, তা তুমি ঘরেই থাক, কি গভীর অরণ্যেই আত্মগোপন কর। যদি শান্তি চাও, এই সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথা, স্থির জানিও, শান্তি নাই। তোমরা যাহাকে শান্তি বল, আমরা তাহাকে তোমাদের সুখ বলি। সে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাহার পশ্চাতে, তোমার অলক্ষ্যে, বিরাট দুঃখ তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বসিয়া আছে। শাস্ত্রকার অষ্টবিধ ক্লেশের মধ্যে সুখকেও এক ক্লেশের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই, সত্য কহিতে, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মনের কথা শুনাইলাম। শুনাইলাম বুঝাইতে, সন্ন্যাস লইতে কৃতসঙ্কল্প বৃদ্ধের মনের যদি এই তাড়না, হে সংসারাগ্রহী যুবক, সে তোমাকে জানা না-জানার

ভিতর দিয়া নিত্য কত তাড়না করিতেছে। মনের সেই মলিনতার ভিতর দিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আমরা মন্দকে ভাল দেখি। আর যাহা ভাল—অমল-কুন্দবৎ শুভ্র, তাহা ওই দৃষ্টির দোষেই রঞ্জিত দেখিয়া থাকি।

আমারও তাহাই হইয়াছিল। দৃষ্টির দোষে এই অদ্ভুত চরিত্রা নারীকে দেখিতে আমি ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার সৌভাগ্য, সে অতি অল্প সময়ের জন্য। তাঁহার এক কথাতেই আমার চৈতন্য হইল। সত্যই ত, জপের উদ্দেশ্য ত আজ সিদ্ধ হইয়াছে! যাঁহাকে দশ বৎসরের সাধ্যসাধনাতেও গৃহে আনিতে পারি নাই, আনিবার অত্যধিক আগ্রহে অনেক সময় যিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অভীষ্টদেব স্বেচ্ছায় আজ এখানে অতিথি! তিনি আসেন নাই কেন, এত দিন পরে যেন বুঝিয়াছি। গৌরীর বন্ধন আমার কর্ম্মভোগের অবশিষ্ট ছিল। দিব্য-দৃষ্টিবান্ তাহা বুঝিয়া এখানে আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন কেন, তাহাও যেন বুঝিতে পারিতেছি। আজ আমার অষ্টপাশ হইতে মুক্তি। তাই, এই কয়টা দিন ধরিয়া হৃদয়ের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

জ্ঞান-রূপিণী তাপসী-মূর্ত্তি মা! গুরুদেবের ইচ্ছায় তুমি বুঝি শেষ আঘাত দিতে আসিয়াছ! এ আঘাতের ভিতরে কোথায় তুই আমার গৌরী? জঞ্জালের ভিতর হইতে কুড়িয়ে আনা, এত দিন ব্যাকুল-স্নেহে বুকে ধরা, স্বর্গ হইতে ঝরা ফুলটির মত কোমল হইতেও কোমল, সুন্দর হইতেও সুন্দর ওরে আমার শিশু! কোথায় তুই? আর যে তোকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না মা! অন্ধের মত বাহুবিস্তার করিতেছি, তুই কোথায় লুকাইলি? আর যে তোকে আমি ধরিতে পারিতেছি না!

এরই নাম কি 'নেতি নেতি'? এই খুঁজিয়া না পাওয়াই আমার চৈতন্য?

২৭

উপর হইতে নামিতেই দেখি, যোগিনী বাহিরের দ্বারের কবাট দুইটা আধাবন্ধ করিয়া অল্প ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়া সন্তর্পণে কি যেন, কাহাকে যেন দেখিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত, তাহার উপর একরাশ কোঁকড়ানো চুল, প্রান্তভাগ যেন হাজার ফণা তুলিয়া সাপের মত ঝুলিতেছে!

কৌতূহল জাগিল। তিনি কি করিতেছেন, আর কেন করিতেছেন, দেখিবার জন্য, মুখ ফিরাইলেই দেখিতে না পান, আমি এমন একটু অন্তরালে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে বুকটা অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে তপস্বিনী কবাটে খিল দিতেছেন!

অশুদ্ধ মন, সন্ন্যাস লইবার বিরুদ্ধে যে বিষম শত্রু, তাঁহার এই বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, এত কথা এক মুহূর্ত্তে আমাকে শুনাইয়া দিল যে, আমি চিত্ত চাঞ্চল্য কিছুতেই রোধ করিতে পারিলাম না। বাড়ীর মধ্যে পুরুষের মধ্যে আমি—সম্মুখে কত লুকানো অন্তরের কথা লইয়া ওই আর একটি অসামান্য সুন্দরী—যাহার আদি অন্ত কিছুই জানি না। কোথায় তাহার ঘর, কি তাহার অবস্থা, কেমন ভাবে তাহার জীবন-যাপন—সমস্তই আমার অজ্ঞাত। দেখা তাহার সঙ্গে সবে মাত্র আজ। নিঃসন্দেহ হইবার অনুকূলে, আছে মাত্র তাহার ওই গৈরিকের আবরণ। ওই একটিমাত্র সাক্ষী তাঁহার এই বিচিত্র আচরণের সদর্থ বুঝাইতে আমাকে সাহায্য করিল না। নানা ভাবের বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া আমি ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, এতক্ষণ আমি সিদ্ধেশ্বরীকে একেবারেই ভুলিয়া

আছি। শুধু তাহাই নয়, তাহার সঙ্গে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা ভুলিবার নয়, সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর সেই দুর্ঘটনা। রাজাবাবুর বাড়ীর কথা, সে ত স্মৃতির সমস্ত সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে!

চক্ষু মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে একবারে তিনটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। ভাসিল এক সঙ্গেও বটে, আবার সূক্ষ্ম হিসাব করিলে পরে পরেও বটে! সেই হিসাবেই বলি—পরে পরে পরে। প্রথমে ভাসিল রাণী, তাহার পর সিদ্ধেশ্বরী, সকলের পশ্চাতে তপস্বিনী। তিন জনেই আমার পানে চাহিল। রাণীর সেই ডাগর্ চোখ দু'টি সকল কোমলতার ভিতর দিয়া একটা অক্ষুণ্ণ গর্ব্বভরা দৃষ্টি আমার মুদ্রণোন্মুখ চোখ দু'টার উপর নিক্ষেপ করিল, বিলোল চাহনিতে স্নেহের লালসা পূরিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার সে দু'টাকে তুলিয়া ধরিল।

সকলের পশ্চাতে সেই রহস্যময়ী দৃষ্টি! তারা দু'টা যেন হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওগো ব্রহ্মচারী, আমরা কথা কহিতে জানি! তোমার মনটার দিকেই চাহিয়া দেখ না! সে মাঝে মাঝে কি কথা তোমাকে শুনাইতে ব্যাকুল হয়, তাহা না জানিয়া, না শুনিয়া, আমাদের মন দেখিতে এত ব্যস্ত হও কেন? দেখিতে আসিয়া, আমাদিগকে কেবল লজ্জা দাও। সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ যখন, তখন আমাদের লজ্জাটা তুমিই গ্রহণ কর না কেন? তোমার মনটা মুখে ফুটিয়া উঠুক, আমাদের মুখ মনের ঘরে চলিয়া যাক্।"

সত্য সত্যই এইবারে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হইলাম। স্থির হইলাম, চোখ মেলিলাম। মেলিতেই দেখি, তপস্বিনী আবার কবাট উন্মুক্ত করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ জানিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। বিশেষ চেষ্টায় ইচ্ছার দমন করিলাম।

তিনি মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িলাম।

"আর বিলম্ব কর্‌বেন না, বাবা !"

"না, মা, আর বিলম্ব ক'রব না। বিলম্ব করা আর আমারই চ'লবে না, বেলা শেষ হ'তে চলেছে।"

"আমারও আর চলছে না।"

সিদ্ধেশ্বরীর কথাটা এই সময়ে আমার মনে পড়িয়া গেল। 'ফিরিয়া আসিতেছি' বলিয়া আমি যে তাহার কাছ হইতে চলিয়া আসিয়াছি! অনেক আগেই তাহার কাছে আমার উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল! সে যে বলিয়াছে, আমি ভিন্ন এ কাশীতে তাহার আর কেহই নাই!

খিল্, খিল্, খিল্!

"ও কি, মা, হঠাৎ হেসে উঠলে যে!"

"কিছু নয়, বাবা, একটা কথা মনে উদয় হ'ল।"

দু'ই জনেই এবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছি। যোগিনী মা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। তিনি ভূমির দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার তাঁহার খিল্ খিল্ হাসি।

কি বিপদ, এ মেয়েটা এমন ক'রে হাসে কেন? কারণ জানিতে গিয়া, বিশেষ চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলাম।

২৮

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, যে সমস্ত সামগ্রী রাঁধিবার জন্য আমি সযত্নে বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জনের আকারে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দধি, দুগ্ধ, পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন।

দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল সামগ্রীর কতক আমি

আনিয়াছি বটে, সব ত আনি নাই। আমার আয়োজন ছিল, পাঁচ ছয় জনের জন্য। এ ত দেখিতেছি, পোনেরো ষোল জনের উপযোগী সামগ্রী। এত আড়ম্বর কিসের জন্য ও খাইবে কে? আর, এত ব্যঞ্জন, এমন করিয়া রাঁধিল কে? গুরুদেব নিজেই কি এই সমস্ত পাক করিয়াছেন?

"হাঁ গো, মা!"

"কি, বাবা?"

"এত রান্না—"

"কে রেঁধেছেন জিজ্ঞাসা করছেন? কেন, বাবা, আগেই ত বলেছি।"

"গুরুদেব কি এই সমস্ত—"

"আমি রাঁধলে কি আপনি খেতেন?"

বুঝিলাম গুরুদেবই স্বহস্তে পাক করিয়াছেন। তপস্বিনীর পূর্ব্বের কথা, আমার মনস্তুষ্টির জন্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু ইঁহার কথার একটা উত্তর না দেওয়া অন্যায় হয়। আমি বলিলাম—"গুরুদেব কি করতেন?"

"তিনি আচণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করতে প্যারেন! তাঁ'র এ কন্যার কুটীরে যখনই তিনি পদার্পণ ক'রেছেন, তখনই তাঁ'কে রেঁধে খাইয়েছি।" বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি বলিলেন—"আপনি যে ব্রহ্মচারী।"

"তাঁ'কে হাত পোড়াবার কষ্টটা না দিয়ে আপনি রেঁধেছেন জানলে, আমি সুখী হতুম।"

"আপনি ওই ঢাকা তুলে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

দেখিলাম, ঘরের এক স্থানে একখানি আসন পাতা. তাহার পার্শ্বে একটি জলপূর্ণ পান-পাত্র। দূরে শালপাতা-ঢাকা পাত্রে গুরুদেবের প্রসাদান্ন।

"এ আসন পেতেছ কি, মা, তুমি?"

তপস্বিনী উত্তর দিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র।

আমি সে আসনখানা হাতে তুলিয়া, আবার পাতিলাম। উপবিষ্ট হইয়াই বলিলাম—"মা! তুমি ওই প্রসাদ-পাত্র এনে দাও।"

মৃদু হাসিয়া তপস্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

"আমি চাচ্ছি, মা, তোমার দিতে আপত্তি কেন?"

তথাপি তপস্বিনী নড়িলেন না।

আমি জেদ ধরিলাম। ফল হইল না। লাভের মধ্যে, তাঁহার মাথাটি আনত হইল। মনে হইল, মুখ যেন সহসা মলিন হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে—না, না—সত্যই যে একবিন্দু জল!

আমি আসন ছাড়িয়া উঠিলাম। যেখানে গুরুর প্রসাদান্ন, সেখানে যাইয়াই পাত্রের উপর হইতে পাতা উঠাইলাম। তাঁহার ভুক্তাবশেষের সঙ্গে এক জনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য রাখিয়া গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন।

পাত্র হইতে গুরুর ভুক্তাবশেষের সামান্যমাত্র অংশ লইয়া মুখে দিলাম।

তপস্বিনী সেই ভাবেই নীরবে দাঁড়াইয়া।

আমি বলিলাম—"মা! একটা কথা আমার মনে প'ড়ে আমাকে হঠাৎ ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আমি একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কায অসম্পূর্ণ রেখে এসেছি। সেটা অসম্পূর্ণ রাখা আমার এখন এমন অন্যায় বলে বোধ হচ্চে যে, এই প্রসাদান্নের কণামাত্র ছাড়া আর বেশী এখন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"কোথাও কি আপনাকে যেতে হবে?"

"এখনি—আমি কাল বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ব না।"

"আমাকেও যে যেতে হবে এখনি।"

"আপনি ত সিদ্ধেশ্বরীর কাছে যাবেন?"

"আপনি তা'র নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে?"

"এ সমস্ত কথা ফিরে এসে যদি বলি?"

"ফিরে এলে আপনার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে?"

"আপনাকে থাকৃতে অনুরোধ করৃছি।

"আমিও যে অন্যায় করেছি, সে এখনো উপবাসী রইল কি না, বুঝ্‌তে যে পারলুম না।"

একবার মনে করিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর অবস্থার কথা বলি, কিন্তু বলিতে কি জানি কেন, আমার সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"তা'র জন্য প্রসাদ আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে ওইটাই আপনি নিয়ে যান।"

"বেশ" বলিয়াই আমারই জন্য রক্ষিত সেই খাদ্য পাত্র উঠাইয়া লইলাম।

"ওই থেকে একটু কণা আমাকেও দিন।"

"কেন, মা, তোমার আহারে আপত্তি কি?"

"আপত্তি কিছু নেই, বাবা, সামগ্রীর ত অভাব নেই। প্রয়োজন বোধ করি, এর পরেই আহার কর্‌ব।"

"তা' হ'লে ত আমার যাওয়া হয় না, মা!"

"আমি এখন খেতে চাইলুম না ব'লে?" তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"এক জনকে অনাহারে রেখে আমি আর এক জনকে আহার করাতে যাব!"

"আমি ত নিয়ে যেতে চাচ্ছিলুম। সেখানে আপনার যাবার কি প্রয়োজন, আমি ত জানি না।"

"এই যে বল্‌লুম, ফিরে না এলে বল্‌তে পার্‌ব না।"

"আপনার ফির্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে?"

"সেটা ত ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না!"

"একটা আন্দাজ ?"

"অল্প সময়ও হ'তে পারে, অধিক সময়ও হ'তে পারে।"

"সারারাত্রিও হ'তে পারে !"

আমি তাঁহার মুখের দিকে ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই চাহিলাম। এটা কি তাঁহার রহস্য ? কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কর্‌ব বল, মা !"

"এর উত্তর আমি কি দেবো, আপনার ইচ্ছা !"

"তুমি আহার কর্‌বে না ?"

তপস্বিনী আবার নীরব। আবার তাঁহার মাথা অবনত হইল।

বুঝিলাম তিনি আহার করিবেন না—অন্ততঃ আমি না করিলে। কিন্তু আর আমার ভোজনে বসা অসম্ভব। আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে বাইরের দোরটা—"

"বাবার প্রসাদের—"

আমার বলা তিনি যেমন শেষ করিতে দিলেন না, আমিও তেমনি তাঁহার বলা শেষ করিতে দিলাম না; পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনী তাহা মুখে পূরিলেন। তার পর করতল মস্তকে স্থাপন করিলেন। হাত নামাইয়া, চোখ মেলিয়াই বলিলেন—"চলুন, দরজায় কবাট বন্ধ ক'রে আসি।"

২৯

বাহির দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই আমার মনে হইল, কিছু টাকা যে আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে!

"দাঁড়ালেন, কেন বাবা?"

তপস্বিনী ছিলেন আমার পশ্চাতে। আমি মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"একটা বড় ভুল যে হয়ে গেছে, আমাকে কিছু টাকা নিতে হবে যে!"

"আমারও ভুল হয়েছিল বল্‌তে আপনাকে, উপরটা এক বার দেখে যান।"

"কেন, চুরির কি আশঙ্কা কর?"

"অনেকক্ষণ আমরা ওই ঘরে ছিলুম। উপরে কেউ ওঠা-নামা কর্‌লে ওখান থেকে ত দেখা যায় না!"

পাত্র হাতে করিয়াই আমি উপরে উঠিলাম। ঘরের দোরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই বুঝিলাম, চুরি হইয়াছে। বারান্দায় যে ঘটিটা রাখিয়াছিলাম, সেটা নাই। ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, যে ছোট বাক্সটির ভিতরে আমি হাত-খরচের টাকা রাখিতাম, সেটিও নাই।

আর মুহূর্ত্ত মাত্রও না দাঁড়াইয়া আমি নীচে আসিলাম। কোনও কথা মুখ হইতে আমার বাহির না হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরই মধ্যে টাকা নেওয়া হয়ে গেল?

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "হ'ল না।" প্রত্যাশা করিলাম তাঁহার একটা প্রশ্ন। প্রত্যাশায় দাঁড়াইলাম। কিন্তু সে প্রশ্নের পরিবর্ত্তে শুনিলাম—"আপনি কি কিছু বলতে চান?"

আমার মুখের কি ভাব দেখিয়া তিনি এ প্রশ্ন করিলেন, বুঝিতে না পারিলেও আমাকে বলিতে হইল—"চাই।"

"বলুন।"

"কবাটে খিল দিয়ে আবার খুলে রাখ্‌লে কেন?"

"আপনি দেখেছেন?"

"উপর থেকে নামবার সময়ে।" তাঁহার আবার হাসি জড়ানো প্রশ্নে সব সত্যটা আমি বলিতে পারিলাম না।

"কিছু কি চুরি গেছে নাকি?

"কিছু গেছে।"

"বলেন কি, এরই মধ্যে?"

"কিছু কেন, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট। একটা ঘটি গেছে, আর একটি হাতবাক্স, তাতে গোটা পঁচিশেক টাকা ছিল।"

"তা হ'লে ত খুব ক্ষতি ক'রেই গেছে। আমার মরণ, যে ভয় ক'রে কবাট বন্ধ কর্‌তে গেলুম, তাই হ'ল!"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন, মা?"

"আপনার রসুই ঘরের দিকে গেলে এ দিক্‌টে কিছুই দেখা যায় না। সেটা প্রথম যাওয়াতেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। কাশীতে ত চোরের অভাব নেই। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় একবার রক্ষা হয়ে গেছে। এ বারেও রান্নাঘরে আমাদের কত দেরী হবে বুঝ্‌তে ত পারিনি, তাই কবাট বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলুম।"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন?"

মুখটি একটু তুলিয়া, শুভ্র দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া যোগিনী বলিলেন—"তাইত ঠাকুর, আপনার ত খুব ক্ষতি ক'রে দিলুম!"

"আমার সঙ্গে আর রহস্য কর্‌ছ কেন, মা ? বল না এটাও বিশ্বনাথের কৃপা।"

"তা বটে। যাচ্ছেন যখন সন্ন্যাস নিতে, তখন এগুলো ত ফেলে যেতেই হবে।"

"আমি কি সন্ন্যাস পাব, মা ?"

"বা ! আপনি ত সন্ন্যাসীই। লোক দেখানো একটা আশ্রম নেননি ব'লে ?"

এত বড় একটা প্রশংসা—কিন্তু ভিতরে অহঙ্কার না আসিয়া প্রচণ্ড লজ্জা আসিল। কই, এখনো ত সাহস করিয়া ইঁহার কাছে মনের নীচতাটা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না !

"তা হ'লে কি হবে বাবা।"

"কিসের কি হবে,মা !"

"টাকার ?"

"অভাব হবে না, দরকার হয় পথেই পাব।"

"তবে আর বিলম্ব কর্‌বেন না।"

"কিন্তু আর একটা কথা জান্‌বার ইচ্ছা কিছুতেই যে দমন কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"দরজা কেন বন্ধ কর্‌লুম ?—আপনিই একটা অনুমান ক'রে বলুন না।"

"অনুমানে আমি কত কি বলব, কিন্তু ঠিক যে বল্‌তে পার্‌ব, সেটা ত সাহস ক'রে বল্‌তে পার্‌ছি না। একটা মিথ্যা ব'লে তোমার কাছে অপরাধী হব ?"

পূর্ণ সরল দেহ-যষ্টিখানি আমার মুগ্ধ নেত্রের উপর যেন তুলিয়া তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে কি রকম দেখ্‌ছ, বাবা ?"

"সাক্ষাত মা-সরস্বতীকে সম্মুখে দেখ্‌ছি।"

"সরস্বতী হই আর না হই, তবে আমি বৃদ্ধা ভুবনের মা নই।"

আমি অবাক্, শুধু সেই মৃদুহাস্যময়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

"বুঝ্‌তে পেরেছেন, বাবা ?"

"এ কথাতেও যদি বুঝ্‌তে না পারি, তা হ'লে আমার সন্ন্যাসী হ'তে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

"এই বিশ্বনাথের পুরীতে এমন সব লোক আছে, যারা তাঁরও মসৃণ পাষাণ-দেহের ভিতর থেকে ছিদ্র খুঁজে বার কর্‌বার চেষ্টা করে।"

"সেই চোর-নারায়ণকে দেখ্‌তে পেলে আমি প্রণাম কর্‌তুম। সে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল না কেন, তা হ'লে বুঝি আমার পূর্ণ-চৈতন্য হ'ত।"

"আর বিলম্ব কর্‌বেন না, সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

"তার পরিবর্ত্তে তোমাকে একটা প্রণাম কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কি কর্‌ব, হাতে গুরুর প্রসাদ।"

আমার কথা শেষ করিতে না করিতে তপস্বিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন।

আর একটা কৌতূহল—এই সময়েই মিটাইয়া লই। তপস্বিনী প্রণাম করিয়া যেই আবার দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম—"মা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।" বলিয়াই, তাঁহার কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই, জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি চল্‌তে চল্‌তে দু দু'বার ডুক্‌রে হেসে উঠ্‌লে কেন, আমাকে বল্‌তে হবে, বল্‌তেই হবে।"

"এতক্ষণ যে আপনার আহার শেষ হয়ে যেতো, বাবা !"

"দরজা বন্ধ কর।" বলিয়াই বাহির পথে পদনিক্ষেপ করিলাম।

বিশ্বনাথ! আমার সমস্ত ভিতরটাকে এইবারে গৈরিক বসনে ঢাকিয়া দাও।

৩০

বিশ্বেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাশীর গলি, অন্ধকার বেশ ঘন ভাবে সে স্থানটা আক্রমণ করিয়াছে।

আসিবার বিলম্ব, আসিবার সময় পথ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর পিতৃদেবের সৎকার করিতে হইবে।

দ্বারটা ঠিক লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি খানিক দূর চলিয়া গিয়াছি। হাতে আমার প্রসাদ-পাত্র। পাছে কারও গায়ে লাগে, অতি সাবধানে সেটিকে লইয়া চলিয়াছি।

মোড়ের মাথায় মাথায় তখন তেলের আলো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইতেই বুঝিলাম, আমি বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ফিরিতেছি, এমন সময়, একটু অন্ধকারের দিক হইতেই, কে এক জন বলিয়া উঠিল,—"বুড়োর পা সোজা কর্‌তে চারজনকে হিম্‌সিম্ খেতে হয়েছে।"

সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই আর এক জন বলিয়া উঠিল—"পা সোজা হ'ল ?"

"যতটা সোজা হবার, সেই অবস্থাতেই নিয়ে গেছে।"

"যাক্, বুড়োর এতকাল পরে কাশীপ্রাপ্তি হ'ল ?"

বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেল। আরও দুই একটা কথা তাহাদের মুখ হইতে শুনিবার ইচ্ছা ছিল। সৎকারের সাহায্য করিল কে ? মৃত দেহের অন্তিম সংস্কারই বা কে করিল ? ইচ্ছার পূরণ হইল না। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ডাকিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী!" উত্তর পাইলাম না। দুইবার, তিনবার। কবাটে বার দুই আঘাত করিলাম। বাড়ীর ভিতরটা সেইরূপই নিস্তব্ধ। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ, তবুও এমন নিদর্শন পাইলাম না, যাহাতে বুঝিব, ভিতরে মানুষ আছে।

একটু আশঙ্কা হইল। আঘাতের ফলে যদি মেয়েটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে! বেশ উচ্চকণ্ঠে, কবাটে আঘাত দিতে দিতে বলিলাম—"বাড়ীতে কে আছ? মা!"

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও কোন উত্তর না পাইয়া আমি ফিরিতেছিলাম। লোকজন—মেয়ে, পুরুষ—আমার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। কেহ কেহ আমার পানে চাহিতেছিল, একটি স্ত্রীলোক কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিল। আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইয়া থাকা আমার নিজেরই কাছে লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম।

দুই চারি পা যাইতে না যাইতেই আমি কবাট খোলার শব্দ পাইলাম।

"কে ডাক্‌ছিলে গা?"

দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক, বোধ হইল বর্ষীয়সী, মুখ দ্বার হইতে বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে সে আমাকে দেখিল। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—"আমি, মা!"

"কোথা থেকে তুমি আস্‌ছ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী উপরে আছে?"

"তাকে তোমার কি দরকার?"

"আছে কি না আছে, আগে বল, তার পর ত দরকারের কথা।"

"কি দরকার, আগে বল।"

আমাকেই বুড়ীর কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম—"তার জন্য তার গুরুদেবের প্রসাদ নিয়ে এসেছি।"

বুড়ীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। তাহার সাহায্যে সে আমার আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইল। লণ্ঠন নামাইতে নামাইতে সে বলিল—"প্রসাদ থাবে কে ?"

বিশেষ ব্যাকুলভাবে আমি প্রশ্ন করিলাম—"বেঁচে আছে না মারা গেছে ?"

উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা আমার মুখের পানে বেশ একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই চাহিল। গ্রাহ্য না করিয়া আমি আবার বলিলাম—"বেঁচে আছে এখনও ? মুখের দিকে কি দেখছ, বাছা ? এই কথাটা বল্‌লেই, আমি তোমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌ব ?"

"এখনও আছে।"

"তা হ'লে এক কায কর, এই থেকে একটু কণা নিয়ে তার মুখে দিয়ে এস।"

বলিয়া আমি তাহার বিস্ময়ে বিপুল-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে পাত্র উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম।

"ওতে কি আছে ?"

"চেয়ে খ্যাখো—কৃপা ক'রে; আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে বুঝ্‌বে কেমন ক'রে ?"

থালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বৃদ্ধা বলিল—"তুমি একটু দাঁড়াও।"

বলিয়াই বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় কবাটটি বন্ধ করিতে সে ভুলিল না। অগত্যা আমাকে আরও কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

আবার কবাটের খিল খোলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শিশুকণ্ঠের উল্লাস-ভরা অস্ফুট স্বর। এ কি গৌরী, গৌরী? আমার গৌরী কি এতদিন পরে তাহার মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়াছে? তাই কি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বৃদ্ধার এত সঙ্কোচ হইতেছিল?

অনুমানের নিশ্চয়তা তাহার স্পন্দন-প্রহারে আমার হাতটাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। হাত হইতে পাত্র পড় পড় হইল। বাস্তবিকই রক্ষার জন্য দুই হাতে সেটীকে ধরা ভিন্ন আমার গতি রহিল না।

কিন্তু দ্বার খুলিতেই—এ কি! ওরে দুষ্টু, তুমি?

একটা অহেতুক আতঙ্কের ভিতর দিয়া তাহার দুষ্টামিটা ডাগর চোখ দুইটিতে বেশ ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধার আহ্বান কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মুখের পানে চাহিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরী করুণাময়ীর আশ্রয় পাইয়াছে।

"ভিতরে আসুন।

"আর আমি যাব না মা। তুমি নিয়ে যাও, কিংবা—"

"আপনি নিয়ে আসুন।"

"তুমি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে নও?"

"দিদিমা, বাবাকে একটুখানি আসতে বল।" মিষ্টস্বর শুনিবামাত্র বুঝিলাম, ভিতর হইতে কথা কহিল কে।

"না রাণী মা, আমি ভিতরে যাব না। আমি দোরের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

কোনও উত্তর পাইলাম না। না পাইলেও দ্বারের কাছে তাঁহার আসারই প্রত্যাশা করিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধাকে রাণীর সম্বোধনের কথা শুনিয়াই বুঝিলাম, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার একটা ভুল হইয়াছিল। গুরুদেবের প্রসাদ আমার কাছেই পবিত্র হইতে পারে, সিদ্ধেশ্বরীও তাহা

পবিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ নিষ্ঠামাত্রসার ব্রাহ্মণ-বিধবার কাছে তাহা কি ?—উচ্ছিষ্ট মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নিষ্ঠাসম্ভাবনাও আমার মনে উঠিল। যদি তিনিও মনে করেন, উচ্ছিষ্ট ?

অতি মৃদুস্বরে কবাটের অন্তরাল হইতে কথা উঠিল, কথা যেমন মৃদু, তেমনই মধুর—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"যাওয়াটা যে, মা, কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে কর্‌ছি না।"

"আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

চিন্তার কারণ যে একটুও হয় নাই, এ কথা একেবারে বলিতে পারি না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের নামেই প্রাতঃকালের সেই দুরবস্থার কথা মনে হইল। তথাপি, বারবারের অনুরোধে, ভিতরে প্রবেশ না করাটা অন্যায় মনে করিলাম। সিদ্ধেশ্বরী একা থাকিলে ত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার কুণ্ঠা হইত না! সে একা আছে জানিয়াই ত আমি আসিয়াছি।

তবু একবার বলিলাম—"তুমিও কি, মা, ইহাকে উচ্ছিষ্ট মনে করিতেছ ?"

"তবে আমাকে দিন।"

"হাত বার কর্‌তে হবে না, মা, আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। ভিতরে যাইবার পথ দিতে গিয়া বুড়ী বলিল—"না, বাবা, উচ্ছিষ্ট মনে কর্‌ব কেন!"

বুঝিলাম, বুড়ী মিথ্যা বলিতেছে। নহিলে আমাকে, রাণীকে এই কষ্টটা দিবার তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

৩১

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশপথের পার্শ্বেই রাণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে একরূপ পশ্চাৎ করিয়া বালক-কোলে বৃদ্ধা। সঙ্কীর্ণ পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার ত উপায় নাই। বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছায় আমাকে আরও একটু দূরে উঠানের দিকে যাইতে হইল।

ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখি, বৃদ্ধা কবাট আবার বন্ধ করিতেছে। আমি নিষেধ করিলাম, আমার নিষেধে রাণীও তাহাকে নিষেধ করিলেন—"কবাট দিতে হবে না, দিদিমা।"

বৃদ্ধা বেশ রাগের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"দোর দেবো না ত কি, শান্ত্রী পাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব না কি ?„

আমার কথা, রাণীর কথা, বৃদ্ধা শুনিল না, কবাট বন্ধ করিল।

মরুক গে, তার যা খুসী তাই করুক, রাণী তাঁহার ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোল হইতে লইয়া আমার নিকটে আসিতেই আমি তাহাকে প্রসাদপাত্র লইতে অনুরোধ করিলাম।

রাণী বলিলেন—"আপনিই উপরে নিয়ে চলুন, বাবা।"

উচ্ছিষ্ট-জ্ঞানে নিষ্ঠার আতিশয্যে বৃদ্ধা যে পাত্র হাতে করিতে চাহে নাই, এটা আমি ঠিক বুঝিয়াছি। রাণীর কথায় মনে হইল, তাঁহারও পাত্র হাতে করিতে আপত্তি আছে।

মনের সন্দেহটা মনে না রাখিবার জন্যই বলিলাম—"তোমারও কি, মা, পাত্র হাতে কর্‌তে আপত্তি আছে ?"

একবারেই পাত্র হাতে ধরিয়া রাণী স্মিতমুখে বলিলেন—"তা হ'লে

দুষ্টটাকে আপনি নিন্। ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠলে থালা সাম্লাতে পার্‌ব না। এই দেখুন, এখনি হাত বাড়াচ্ছে।”

বালক বলিয়া উঠিল—আউ।”

“তবে র’স মা, ওকে একটু শিষ্ট হবার ওষুধ দিই।” এই বলিয়া বালককে কোলে না লইয়াই পাত্র হইতে একটা মিষ্টান্ন লইয়া তাহার মুখে দিলাম। “ছেলের নাম রেখেছ কি, মা ?”

“ললিতমাধব।”

“এই দেখ, ললিত বাবু, কেমন শিষ্ট হইয়াছে।”

“উপরে যাবেন না ?”

“যে জন্য যাওয়া, তা তো হয়ে গেছে, আমি থাকলে তোমার চেয়ে বেশি আর কি করবো, মা ?”

“গিয়েও এখন কোন লাভ নেই।”

“সিদ্ধেশ্বরী কি ঘুমুচ্ছে ?”

“মাথার যাতনায় অস্থির হয়েছিল ব’লে, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।”

“বাঁচবে ত ?”

“আপনিই বাঁচিয়ে গেছেন ! ডাক্তার বলেছে, তাড়াতাড়ি বাঁধা না হ’লে রক্ত ছুটে মারা যেতো। ঘণ্টা মাথাটায় ঢুকে গিয়েছিল, আর একটুখানি বেশী ঢুক্‌লে তখনি মারা যেতো।”

“শুধু তা হ’লে ওকে নয়, মা ; বিশ্বনাথ আমাকেও বাঁচিয়েছেন। ওটাও ম’লে আমাকে দু’জনের খুনের দায়ে পড়তে হ’ত।”

“আপনার সেই গুরুর কৃপা। একটা লাঞ্ছনার পর আবার একটা লাঞ্ছনা—বিশ্বনাথ আর করতে পার্‌লেন না।”

বলিতে বলিতে—“এ কি ? ও মা, এ কি কর্‌ছ !” আমি তাঁহার

হাতের পতনোন্মুখ থালা ধরিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণের বহু চেষ্টায় রুদ্ধ অশ্রু সহসা অবকাশ পাইয়া, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শুভ্র জাহ্নবী-ধারার মতই বুঝি ছুটিয়াছে।

"বিশ্বনাথের দোহাই, আমি কিছু মনে করিনি মা!" বলিয়াই দুইটি হাত তাঁহার পুত্রের মাথায় দিয়া, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"বিশ্বনাথের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার ললিতমাধব দীর্ঘজীবী হ'ক।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—"আজই দীর্ঘজীবী হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

"পাগ্‌লী বারান্দা থেকে ছেলেটাকে নীচে ফেলে দিয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া কোথায় কথা পাইব আমি? স্থির নেত্রে, পাগ্‌লিনীর মুখের পানে চাহিলাম।

রাণী বলিল—"ম'ল কই? তুমি যে অভিসম্পাত দাও নি বাবা। বিনাপরাধে সাধুর অপমান—এ বংশ লোপ পাওয়াই উচিত ছিল।"

এখনও আমি বক্ষের স্পন্দন নিবৃত্ত কর্‌তে পারি নাই,—এখনও আমার মুখে কথা ফুটে নাই।

বৃদ্ধা সহসা বলিয়া উঠিল—"হতভাগা লক্ষ্মীছাড়াটা তা হ'লে তোমাকেই মেরেছিল, বাবা?"

"দেখ্‌ বুড়ী, ফের যদি তার দোষ দিবি, তা হ'লে আর তোর মুখ দেখব না। সে কে? কুকুর বই ত নয়, মনিব যার দিকে লেলিয়ে দেবে, তাকেই গিয়ে কাম্‌ড়াবে।"

আর আমি কোন কথা বলিতে, কিংবা জানিতে সাহস করিলাম না। উপর হইতে সিদ্ধেশ্বরীর মৃদু আর্ত্তনাদ আমাকে বিদায়-গ্রহণের সাহায্য করিল! "সিদ্ধেশ্বরী বোধ হয় জেগেছে। উপরে যাও, মা, আমি এইবারে আসি।"

হাত হইতে থালা লইতে লইতে, যখন রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৌরী আমার কেমন আছে" আর প্রশ্ন করিতে না করিতে সেইরূপ ভাবেই কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন আমিও কোন ক্রমে চোখের জল আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

"যেখানে থাক্, যেমনই থাক্ না, মা, তোমার গৌরী তোমারই আছে।" বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলাম।

"দে, দিদিমা, আলো ধ'রে বাবাকে পথ দেখিয়ে দে।"

কিছুতেই বলিতে পারিলাম না, সেই যে সকালে গৌরীকে দেখিয়া বাহির হইয়াছি, তাহার পর এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে দেখি নাই, আর বুঝি তাহাকে দেখিতে পাইবও না।

আর বুঝি দেখিতে পাইব না! গৌরী! আমার সেই আগুনে-পোড়া দয়াময়ীর বাহুবন্ধন-মুক্ত, সেই মধুর রূপেই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া গৌরী! আর বুঝি তোকে দেখিতে পাইব না! দেখিতে চাহিলেও গুরু বুঝি—না না, গুরু যে আমাকে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন!

যাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আমার বাসার কাছে যখন উপস্থিত হইলাম তখন রাত্রি দশটার কাছা-কাছি। কাশীর সেই জন-বিরল গলিপথ নিস্তব্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে।

সারা পথটা চিন্তার পর চিন্তা, একটার পর আর একটা, আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তাকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভুবনের মা'র চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি, গৌরীর চিন্তায় হস্তের আবরণ দিয়া চোখের জল নিজের নিকট হইতেই লুকাইয়াছি। কিন্তু আমার রাণী-মা'র চিন্তা? দুই করপত্রের মরণ-চাপও অশ্রুর বাহিরে আসা রোধ করিতে পারে নাই।

চিন্তাশেষে গৌরীর জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তখন একবার রাণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে আজ না দেখিতে পাইলে বোধ হয় গৌরীর মোহ আমার কোনও কালে ঘুচিত না, আমার সন্ন্যাসী হওয়া হইত না।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—কেমন যেন একটা সভয় অবসাদে কেমন যেন নিজেকে লুকানো চৌরভাব—দ্বারে ধীরে আঘাত করিলাম। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। কবাট যেন ওই কোমল আঘাতও সহ্য করিতে পারিল না।

"এ কি গো, মা, তুমি যে একেবারে দোরের কাছেই ব'সে আছ!"

"তুমি কি মনে করেছিলে, বাবা?"

"ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"তাই কি অত আস্তে দোরে ঘা দিচ্ছিলে?"

"মনে কর্‌ছিলুম, যদি ঘুমোও, তোমাকে আর জাগাবো না।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় যেতে?" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি আবার বলিলেন—"দোরটি আগলে বসে থাক্‌তে?"

আমার মনের অবস্থা তখন একেবারেই ভাল ছিল না। তবে এরূপ ভাবের কথায় আমার মনে মনে বেশ রাগ হইল। হউক্ না কেন সে সন্ন্যাসিনী—অথবা তাহার সন্ন্যাসিনীর বেশ—কাশীতে অনেক সন্ন্যাসিনী আমি দেখিয়াছি। আজ প্রথম তাহার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার সঙ্গে ওরূপভাবে কথা কহিবার তাহার অধিকার কি?

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন. দোর বন্ধ ক'রে ভিতরে আসুন। আমার হাত সক্‌ড়ি, আমি এ হাতে কবাট ছুঁতে পারব না।"

"তুমি কি বাসন মাজ্‌ছিলে?'

"সেই জন্যই ত কবাট খুলে রেখেছি। বর্ত্তনে হাত দিলে ত টপ ক'রে দোর খুলতে পার্‌ব না।"

"সে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ?"

"বাবাজী মহারাজের প্রসাদ—সে কি পড়ে থাক্‌বার বাবা—কাশীতে গ্রহণ কর্‌বার অনেক ভাগ্যবান আছে।"

আমি কবাট বন্ধ করিলাম। দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"উপরে চ'লে যান, পা ধোবার জল ঠিক করা আছে।"

"তোমার দেওয়া জল আমি পায়ে দেব ?"

"সে কি বাবা, ওই এক বছরের গৌরী মেয়েটিই কি তোমার এক মাত্র কন্যা ?"

"বেশ, মা, তোমার যখন তাতে আনন্দ।" আমি উপরে চলিলাম।

"আর নানা ঝঞ্ঝাটে আপনার এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হ'ল না। আমি জলখাবার আপনার ঘরে সাজিয়ে রেখেছি।"

আমি উপরে উঠিয়াই দেখি, শুধু পা ধুইবার জল এ বেটী আমার সেবার জন্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। জল, গামছা, পরিধানের জন্য একখানি বস্ত্র, সমস্ত সযত্নে সে রাখিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে তেমনি করিয়াই সযত্নে রক্ষিত ফল, মূল, মিষ্টান্ন।

একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, দয়াময়ীর মুখখানা যেন জাগিয়া বায়ুতে আবার মিলাইয়া গেল।

এরা কি সকলেই দয়াময়ী ? মাতৃত্ব ইহাদেরই নিজস্ব, দয়াও কি ইহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে মানুষের হৃদয় আশ্রয় করে ? বহু কাল পরে, ত্যাগের মুখে, এই এক অভিনব দিনের অভিনব রাত্রিতে, গৌরীকে দেখিতে চারিদিক-চাওয়া দৃষ্টির উপরে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মত মুহূর্ত্তের জন্য সোনার সংসার যেন ভাসিয়া উঠিল।

জলযোগ করিতে করিতে, কি যেন কি চাহিতে—হয় জল, নয় দুই একটা ফল, নয় বহুকাল পরে নিঃস্ব সংসারীর সর্ব্বস্ব একটু আদরভরা

মমতা—কি যেন কি চাহিতে যেমন ডাকিলাম, মা, অমনই বাহির হইতে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"অম্বিকাচরণ !"

সঙ্গে সঙ্গে তপস্বিনীর কণ্ঠস্বর—"আপনাকে উঠতে হবে না, বাবা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।"

৩২

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া উঠিব মনে করিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার সহিত আহার শেষ করিতে গিয়াও আবার শুনিলাম "অম্বিকাচরণ !"

গুরুদেব একেবারে আমার ঘরের দুয়ারে হাজির !

"উঠো না বাবা, আহার শেষ ক'রে নাও। মায়ের কাছে শুন্‌লুম, সমস্ত দিন তোমার পেটে অন্ন পড়েনি। খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা কর্‌ছি।"

তাঁর আদেশসত্ত্বেও আর আমার পেটে কিছুই প্রবেশ করিতে চাহিল না।

দুই একটা মিষ্টান্ন নাকে-মুখে গুঁজিবার মত করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আরও যেন দুই চারিটা পায়ের শব্দ আমার কানে গেল। তবে বুঝি, আমার গৌরী-মাকে কোলে করিয়া ভুবনের মা ফিরিয়া আসিয়াছে !

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি—কোথায় গৌরী? গুরুদেবের পশ্চাতে বারান্দার একটা থাম ধরিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়াইয়া যোগিনী মা। কেমন যেন তাঁহার একটা পাগলের মত ভাব। মাথার সেই কেশরাশি অর্দ্ধেকের উপর যেন, তাঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছে।

আমি নির্ব্বাক্, গুরুদেবের মুখেও, কি জানি কেন, কথা নাই।

তপস্বিনীর মুখে কোনও কালে যে কথা ছিল, দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বিষাদ এমন গভীরভাবে হঠাৎ আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া গুরুকে যে প্রণাম করিব, তাহাও পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি।

যোগিনী-মাই প্রথমে কথা কহিলেন—"এইবারে আমাকে যেতে অনুমতি কর, বাবা!"

"কেন গো মা, ছেলে ডাগর হয়েছে ব'লে, তার ভার নিতে কি তোর বিরক্তি বোধ হচ্ছে?"

"তুমি ত সব জানো বাবা! ফিরে আস্‌ছি ব'লে, সেই সকালবেলায় সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে চ'লে এসেছি, এখনো ফিরতে পার্‌লুম না। তার যে ব্যাকুল হ'বার কথা!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়াই, বেশ একটু বিরক্তির ভাবেই গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি মাকে রাজমোহনের স্ত্রীর কথা কিছুই বলনি অম্বিকাচরণ?"

অপরাধীর মত আমি মাথা হেঁট করিলাম।

"হাত ধুয়ে ফেল।"

একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই, যোগিনী ব্যস্ততার সহিত কমণ্ডলু ও এক'খানা গামছা লইয়া আমার সেবা করিতে আসিলেন।

হেঁটমুণ্ডেই আমি তাহাকে পাত্র রাখিতে অনুরোধ করিলাম।

"দোষ নেই বাবা, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।"

গুরুদেব পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—"সঙ্কোচ কেন, মা জল দিচ্ছেন নাও না। তোমার এই অনর্থক সঙ্কোচের জন্য আমাকে কি দু'ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে?"

শিষ্ট বালকটির মত আমি যোগিনী-মা-দত্ত জলে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিলাম।

হাত-মুখ মুছিয়া, যেই গামছাখানি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি, অমনি আমার দুইটি পায়ে কমণ্ডলুর অবশিষ্ট জল ঢালিয়া, গামছার ভিতরে যেন কতকালের স্নেহ পূরিয়া—কি কোমল করপল্লব—অতি ধীরে, পাছে যেন আমার পায়ে লাগে, মুছাইতে লাগিলেন!

গুরু নিকটে, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রতিবাদ করিতেও আমার সাহস হইল না। দয়াময়ীকে মনে পড়িল। কোনও দূরস্থান হইতে ফিরিলে সেও অতি আগ্রহে এইরূপই আমার সেবা করিত।

দয়াময়ীর কথা মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল! তাহার দুই এক ফোঁটা কি মায়ীজীর মাথায় পড়িল? যদিই পড়ে তাহার কি এতই ভার যে, মায়ের মাথা আমার পায়ের নিকট পর্য্যন্ত নত হইয়া গেল।

কিছু হউক আর না হউক, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মাতৃ-মূর্ত্তি, আর সেই কতকালের না-দেখা সেই স্নেহের প্রতিমা—দুইটিতে পরস্পরে বাহুপাশে জড়াইয়া আমার সরস চোখের উপরই যেন এক হইয়া গেল। মিলিয়া যে কি হইল, দোহাই ভাই, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না।

"তোমারও যে পা মোছা শেষ হয় না গো!"

"কি করি বাবা, তোমার অম্বিকাচরণের পায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ না।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পা দুইটা আপনা হইতেই যেন পিছাইয়া আসিতে চাহিল। তাহার হাতে বুঝি টান পড়িল! মায়ীজী বেশ জোরেই আমার একটা পা ধরিয়া রাখিলেন। কি আপদ, তাঁহার মাথার কেশ যে, আমার পায়ের উপর লুটাইতেছে!

"কত বছরের ধুলো কাদা যে তোমার বাবাজীর শ্রীচরণে জমে আছে!"

গুরু আর কোনও কথা ইহার উত্তরে কহিলেন না। মাও আপনার ইচ্ছামত সেবার পর, আমাকে নিস্তার দিলেন। গামছাটি কাঁধে লইয়া, কমণ্ডলু আবার তিনি হাতে করিতেই, আমি গুরুর সমীপে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনি গুরু মায়ীজীকে উদ্দেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার এ ছেলেটি কস্মিন্‌কালেও যে নাবালক হবে, এ আমার বোধ হচ্ছে না।"

বাস্তবিকই নাবালকের মত কিছু না বুঝিয়া হাঁ-করা আমার মুখের পানে চাহিয়া গুরু আমাকে বলিলেন—"হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে দেখছ কি, মাকে প্রণাম কর।"

মায়ীজী কমণ্ডলু, গাম্‌ছা যথাস্থানে রাখিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, না।"

তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে গেলে গুরুকে অতিক্রম করিতে হয়। আমি দূর হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"ও রকম নয়, আমার বেলা যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে—সত্যই যদি বিবেক-বৈরাগ্য চাও।"

"না বাবা, না।"

আর, 'বাবা না', আমি একেবারে মায়ের চরণ দুইটির উপর মাথা স্পর্শ করাইয়া দিলাম।

"না, বল্‌লে চল্‌বে কেন মা? ওর কল্যাণ যাতে হয়, তা আমাকে ত দেখ্‌তে হবে! বাম্‌নাই অহঙ্কার থাক্‌লে ত আর বিবেক-বৈরাগ্য আস্‌বে না!

উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, গুরুদেব আমাকে বলিলেন—"ও মেয়েটা কি, জান কি অম্বিকাচরণ? মুচির মেয়ে।"

রহস্যই হউক, কি যাহাই হউক, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনটা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জন্মগত সংস্কার—ত্যাগের শক্তি, ভগবানের পূর্ণ কৃপা না হইলে, কদাচ হইয়া থাকে। সত্যই কি আমি সমাজের একটা অস্পর্শীয়া নারীর পায়ে ব্রাহ্মণের চির-উন্নত মাথাটা অবনত করিলাম?

"দেখছ কি অম্বিকাচরণ, মাকে ধর।"

আমি ত এতক্ষণ দেখি নাই! সত্যই ত, এ কি দেখিতেছি? গুরুদেবের সঙ্গেও ত অনেককাল কাটাইয়াছি, তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধন-রাত্রি ত অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কই, তাঁহারও ত অমন অদ্ভুত ভাবান্তর আমি কখন দেখি নাই!

চিত্রার্পিতার মত—সমস্ত প্রাণ-প্রবাহ কমনীয় দেহ-মন্দিরের কোন্ গোপন-প্রকোষ্ঠে যেন লুকাইয়াছে! পলক-যুগল নিরুদ্ধ হইতে গিয়া, বিশাল চক্ষু দুইটির কাছে পরাস্ত মানিয়াই যেন তারা দুইটিকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত করিয়া স্থির হইয়াছে! কাপড়খানা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। আঁচলখানা কাঁধের একাংশে শুধু সংলগ্ন।

"ধ'রে ফেল, অম্বিকাচরণ!"

অঙ্গ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে না করিতে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মায়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

শশব্যস্তে সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে করিতে তিনি গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তাই ত বাবা, থাকে থাকে আমাকে কি ভূতে পায়?"

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন—"যেখানে এতক্ষণ ছিলে মা, সে স্থান থেকে তোমার এ ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওর চৈতন্য হয়।"

৩৩

চৈতন্য কি হইবে? এখনও—এই বিশ বৎসরের লোক দেখান বৈরাগ্য—চৈতন্য কি এখনও আমার হইয়াছে?

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের দিন—দূর অতীতের স্মৃতি, যতটা আছে বলিতেছি—এই অপূর্ব্ব রমণীর নীরব আশীর্ব্বাদে এক মুহূর্ত্তেই আমার যেন চৈতন্য আসিল।

নিজের ভাঙ্গা-সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, ধার-করা মাল-মশলা দিয়া আবার যে একটা সংসার-রচনার চেষ্টা, নিজের কাছেও সযত্নে লুকাইয়া করিয়াছিলাম, সেটা দেখিতে দেখিতে যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! মানস-চক্ষুর সম্মুখ হইতে আমার এই গৃহবাসের আকাঙ্ক্ষা, আর তাহার ভিতরে শান্তি দিবার ছল-দেখানো সৌন্দর্য্য—আমার গৌরী—যেন দূর হইতে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে! এই শুভ-মুহূর্ত্ত বুঝি গুরুদেবের অবিদিত রহিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওবেটীর সেবায় "দয়াময়ীকে কি মনে প'ড়েছিল?"

বেশ একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

আমার দুর্দ্দশাকে লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিলেন—"কি হে আমার সঙ্গে তোমার কি যেতে ইচ্ছা আছে?"

"আছে প্রভু!"

মায়ীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাবে, বাবা?"

"যদি আজই যাই?"

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম—আজই যাই, মানে কি? যেমন

দাঁড়াইয়া আছি, এই অবস্থাতেই আমাকে কি গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে ?

"বুঝে দেখ অম্বিকাচরণ।"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত চিন্তাকে প্রাণপণ শক্তিতে স্থির করিয়া উত্তর দিলাম--যদি আজই যান, "আজই যাব।"

"প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।"

আর, আমার কি যোগিনী-মা'র—কাহারও মুখের পানে না চাহিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। মায়ীজীও নীরব। যে যাহার নিজের স্থানে আমরা নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া।

গুরুর গন্তব্যপথের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনিও বুঝি, সেই দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন।

চাহিতেই তাঁহার মুখে হাসি আসিল। আবার সেই মুক্তার মত দাঁতগুলি বাহির হইল। আমি কিন্তু গম্ভীর—মুখে হাসি আনিব কি, ভিতরে পুঞ্জে পুঞ্জে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। বিন্দুগুলার মধ্যে কে আগে আসিবে, স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পরে কলহ করিতেছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

"তাই ত গো, মিলন হ'তে না হ'তেই বিচ্ছেদ!"

"আর রহস্য ক'র না মা, তোমার এই রকম কথাতেই মনে মনে আগে থাক্‌তে তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

"আমার কাছে?"

"তাই ত গা, তুমি এমন!"

"কি আমি ? আমার ওই ভূতে পাওয়া দেখেই কি আমাকে কেমন বোধ হ'ল ? না গো, তোমার কোনও অপরাধ হয়নি ! তুমি আমার সম্বন্ধে যা মনে করেছ, আমি তাই ।"

কোনও উত্তর না দিয়া আমি কেবল তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম ।

"আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পার্‌বে না।" আমি চোখ নামাইলাম ।

খিল্‌-খিল্‌ হাসিয়া, এই অদ্ভুত-প্রকৃতি নারী বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, ওই রকম ক'রে চোখ দু'টি মুদে আমাকে দেখুন। তা হ'লেই বুঝতে পার্‌বেন—আমি কি ।"

এঁ সব কথা হেঁয়ালি, না গুরুদেবেরই ইচ্ছামত, আমার পরীক্ষা ?

"আমাকে দেখে কি, আবার আপনার সংসার পাততে ইচ্ছা হয়েছিল ?"

সত্য অত্যই তাঁহার কথাতে এইবার আমার বিরক্তি আসিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল মনের নানাপ্রকার অবস্থা নিষ্ঠুরভাবে আমার ভিতরটাকে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছিল, এইরূপ সময়ে, যদিই তাঁহার রহস্য হয়, আমার ভাল লাগিল না ।

"বল্‌তে দোষ কি, এখনি হয় ত বাবাজি মহারাজ এসে, আপনাকে নিয়ে যাবে, আর ত তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হবারই সম্ভাবনা। তখন, ব'লেই ফেলুন না ! বা ! বল্‌তে সরম কেন গো, ঠাকুর ?"

"প্রথম প্রথম তোমার কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগেনি।"

"তাই বলুন। মন, মুখ আলাদা ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া হয়। গেরুয়া প'রে অনন্তকাল ধ'রে পথ চল্‌লেও বস্তু লাভ হবে না।"

"বল্লুম ত মা, অপরাধ করেছি ।"

"আমিও ত বল্লুম বাবা, তুমি কোনও অপরাধ করনি। গুরুর মুখে আমার কথা শুনে যা তোমার মনে হয়েছে, আমি তাই।"

"কতক্ষণ তোমার সঙ্গে এম্‌নি ক'রে কথা কাটাকাটি কর্‌ব ?"

"চলুন ঘরে, আমি আপনার লোটা-কম্বল, পুঁটলি বেঁধে দিই।"

বলিয়াই, আমার সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, যোগিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৩৪

এক দিকে গুরুদেবের আকর্ষণ! তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। কোথায় আপাততঃ যাইতে হইবে, তাহার পর কোথায়, কত দিনের জন্য, আর কাশীতে ফিরিতে পাইব কি না—এ সমস্ত কিছুই আমি জানি না। যাইবার সামর্থ্য আমার কতটুকু, ইহারও পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাই নাই। গুরুদেবের আদেশ, অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়াই আমি পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি। "প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।" সে ফেরা যে কখন্‌ কিংবা কবে, তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই। ফেরা তাঁহার আজ রাত্রির মধ্যেও হইতে পারে; অথবা হইতে পারে, কবে, কোন্‌ সময়ে, তাহার ঠিক কি! যখনই তিনি ফিরুন, আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এখন তিনি ফিরিলে কি আমি প্রস্তুত? শুধু একটা লোটা-কম্বল সংগ্রহ করাই কি আমার প্রস্তুত হইবার সীমা? ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিলেও গৃহবাসের উপযোগী আরও ত কত জিনিষ রহিয়াছে! উদরান্ন-সংস্থান কিছু টাকা-কড়িও ত আমার আছে! আমি ত একেবারে নিঃস্ব নই! সেগুলারও ত যাহা হউক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে! যাইবার 'পূর্ব্বে দুই একজন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গেও ত

দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন ! মমতার বস্তু বলিয়া গৌরীকে দেখিবার অধিকার না পাই, কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুবনের মার সঙ্গে একটিবারের জন্য দেখা হইলেও কি তাহা আমার সন্ন্যাস গ্রহণের পথে অন্তরায় হইবে ?

একদিকে, সহসা একসঙ্গে জাগিয়া-ওঠা এই সকল চিন্তার রাশি ; অন্যদিকে, সংসার ত্যাগটা যেন কিছুই নয় নিত্য-ঘটনশীল ব্যাপারের মধ্যে একটা, এইরূপ ভাবে, নিজের কানে গুরু মুখ হইতে শুনিয়াও এ অদ্ভুত-প্রকৃতি নারীর আমাকে লইয়া রহস্য !

আমি যেন বুদ্ধিহীনের মত হইয়াছি। অথবা আমার মনের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, বুদ্ধি আমার কোনও কালে মস্তিষ্কের একটু ক্ষুদ্র পরমাণু আশ্রয় করিয়া ছিল কি না, ভুলিয়া গিয়াছি।

সেই অবস্থায়, যেখানে ছিলাম, সেখানে সেইরূপ ভাবেই আমি দাঁড়াইয়া। মায়ীজী আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ঘরে ঢুকিলেও, আমি তাঁহার কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ অথবা অনুসরণ করিলাম না।

"কি কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আমাকে দেখিয়ে দেবেন আসুন।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু মনের এ অবস্থা লইয়া ঘরে ত প্রবেশ করিতে পারিব না। যে অদ্ভুত ভাব আমি তাঁহার দেখিয়াছি, গুরুদেবের মুখ হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র যে সব শ্রদ্ধার কথা শুনিয়াছি, তাহার পর যদি তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধার লাঘব হয়—তাই কেন—সন্ন্যাস যদি আমার ভাগ্যেই থাকে, মন মুখ পৃথক্ করিলে ত চলিবে না ! সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি, সেই দন্তপংক্তির বিকাশপোরা তড়িতের খেলার মত হাসি, সেই বীণার সুর আলিঙ্গন-করা কণ্ঠ—নির্জ্জন গৃহে, তাঁহাকে মাত্র সম্মুখে রাখিয়া এই গভীর রাত্রিকালে কথোপকথন—এই তপস্যার

আবরণে ঘেরা দেবী-মূর্ত্তিকে বিকারগ্রস্ত মনের প্রেরণায় যদি ভিন্নভাবে দেখিয়া ফেলি, নিজের কাছেই লুকান মন লইয়া কেমন করিয়া গুরুর অনুসরণ করিব?

আমি সেইস্থান হইতেই বলিয়া উঠিলাম—গুরুদেব কখন্ ফির্‌বেন, তার ত স্থিরতা নাই, বাইরের দোর খোলা।"

"তা থাক্, তুমি একবার এসো—একবারটি।"

একবার 'আপনি', একবার 'তুমি!' আমার বুক কাঁপিবার মত হইয়াছে। আমি চলিলাম বটে, কিন্তু পা দুইটাকে অতিকষ্টে টানিয়া।

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি—নাঃ! এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, এ বেটী পাগল,—কাপড়, চাদর, বিছানা, বালিশ, কম্বল—ঘরের যেখানে যা ছিল, সব মেঝের এক স্থানে জড় করিয়া যেন পাহাড়ের মত করিয়াছেন, আর সেইগুলার পার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া, সেই তখনকার মত আপনার মনে হাসিতেছেন।

"কি বল্‌বে বল।"

"ভিতরেই আসুন।"

"আর ভিতরের মায়া কেন—ওইখান থেকেই বল।"

"ওইখান থেকেই বৈরাগ্য নিলেন নাকি?"

আমি উত্তর দিলাম না।

"এগুলোর কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা আপনি সঙ্গে নেবেন, দেখিয়ে দিন। বাঃ! আমি কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর্‌ব?

"অপেক্ষা তোমাকে কর্‌তে কে বল্‌ছে। যা' নেবার, আমিই নেবো এখন।"

"তা হ'লে আমি যাই?"

"কোথায়?"

"যাব না? সারা দিন-রাত কি আপনার ঘর আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব?"

"সিদ্ধেশ্বরীর কাছে?"

"একবার না যাওয়া কি ভাল হয়, আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

এইবারে আমি ফাঁফরে পড়িলাম।

"সেখানে সকালে গেলে হবে না?"

মায়ীজী চুপ করিয়া রহিলেন।

"রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা না হবারই সম্ভাবনা।"

"তা যা বলেছেন, তার যে বাপ। রাত্রিতে তার বাড়ী গেলে, হয় ত খড়ম নিয়ে মার্‌তে আস্‌বে।"

"কখনো এসেছিল নাকি?"

"এসেছিল বই কি! বিশেষতঃ আমার গেরুয়ার ওপর সে হাড়ে চটা। বুড়ো বলে, চোখে অত বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, গেরুয়া কেন? নীল-বসন পর। তবে তার কোনও দোষ দেখিনি। সংসার তার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে।"

"এ জেনেও মা, এই রাত্তিরে তুমি সেখানে যেতে চাচ্ছিলে?

"কি করি বাবা, রাগী হ'ক আর যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ। মন মত্ত-করী, মাঝে মাঝে সিংহের নখরাঘাত না খেলে সে ঠিক থাকে না। তার রাগের কথাগুলো আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর পিছাইতে গেলে আমাকে মায়ীজীর কাছে হেয় হইতে হয়। আজ না হউক, কাল সব ঘটনা সে জানিবেই। আমি বলিলাম—"বুড়ো আর নেই।"

"নেই!"

"মারা গেছে—আজ দুপুরবেলা।"

"তা, সে কথা আমার কাছে এতক্ষণ গোপন রেখেছিলে কেন বাবা ?"

মায়ীজী একেবারে দ্বারের কাছে। ঘরের জিনিষপত্র সব তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"আমাকে যেতে একটু পথ দিন।"

অবশ্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমাকে অতিক্রম করিয়া এক পদ তিনি না চলিতেই, আমি বলিলাম—"আজ আর যাবেন না।"

"আর আমাকে নিষেধ কর্‌বেন না বাবা!"

"নিষেধই কর্‌ছি। আরও আমার বল্‌বার আছে।"

মায়ীজী মুখ ফিরাইলেন।

"আরও একটা কথা আমি গোপন করেছি—একটা দুর্ঘটনার কথা।"

সমস্ত কথা এইবারে আমি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

মায়ীজী স্থির হইয়া শুনিলেন। শুনিবার পরও তিনি স্থির রহিলেন। এই সময়ে রাণীর কথাটাও উত্থাপন করিলাম। বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর রক্ষার ও সেবার লোক মিলিয়াছে।

"এখন গেলেও সিদ্ধেশ্বরীর দেখা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।"

"যাব না।"

"কথা গোপন ক'রে কি অন্যায় করেছি ?"

"আপনি দোর দিয়ে আসুন।"

"সিদ্ধেশ্বরীর খবরটা আর একবার নিয়ে আসি না কেন ?"

"বেশ।"

* * * * *

সদর দ্বার পার হইব, এমন সময়, মায়ীজী বলিয়া উঠিলেন—"যদি আপনার গুরুজি এর মধ্যে এসে পড়েন ?"

আমার গতি স্থগিত হইয়া গেল।

খিল্, খিল্, খিল্—পাখীর কলরবে মায়ীজী হাসিয়া উঠিলেন।

"তা হ'লে ত আমার যাওয়া হ'ল না !"

"যাও গো, তিনি আসেন, আমি হাতে পায়ে ধ'রে তাঁকে আটকে রাখব।"

পথে নামিয়া অনেকটা চলিলাম। কিন্তু কই, কবাট বন্ধ করিবার শব্দ এখনও ত শুনিতে পাইলাম না।

৩৫

ঠিক যেন একটা নাটকীয় ঘটনা ! এখন এই দুরাতীত কালে, নির্জ্জন গিরি-উপত্যকার নির্জ্জন কুটীর হইতে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি। কিন্তু তখন ? একটু একটু করিয়া সেই গলির পথে অগ্রসর হইতেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে বাড়ীর দ্বারবন্ধ-শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁকে নিষেধ করিব ? যদি আমার এই আসা-যাওয়া, আর তাঁহার পথের পানে অন্যায় চাওয়া কেহ কোথা হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে ? ফিরিয়া দেখিব ? ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীর-দোলা মনের উপর তাঁহার বিদ্রূপকরা খিল্ খিল্ হাসি যদি কেহ শুনে ? যে সে লোক ত তাঁহার গৈরিক-বসন মর্য্যাদার চক্ষে দেখিবে না ! না বাপু, আমি চলি, ফিরিয়া কায নাই।

যে গলি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে যাইতে হয়, আমি সেই মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে, জোরে কবাট বন্ধ করিলেও, আর আমার শুনিবার প্রত্যাশা রহিল না।

কিছু পথ এইবারে বেশ জোরেই চলিলাম। আরও খানিকটা পথ—

গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। এখন ত মধ্যরাত্রি—আমি কোথায় যাইতেছি—যে বাড়ীতে কেবলমাত্র দুইটি স্ত্রীলোক আছে—দুইটি পরমা সুন্দরী যুবতী? একটির সম্বন্ধে যাহাই মনে করি না কেন, আর একটি আর এক জন মর্য্যাদাবান ভূ-স্বামীর স্ত্রী। আমার নিজের বাড়ীর দিকেই মুখ ফিরাইতে যখন আমার সাহস হইতেছে না, তখন কোন্ সাহসে সে বাড়ীর ভিতরে আমি মাথা গলাইতে চলিয়াছি?

গতি আমার এক মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিল।

এই চলা-ফেরায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই অল্পসময়ের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। শুধু বাহিরে ঘটিয়াই তাহা ক্ষান্ত হইল না। অন্তর বাহিরে সমভাবে ঘটিয়া সে যেন আমার জীবনটাকে এক মুহূর্ত্তে ওলট-পালট করিয়া দিল।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার হাট করিয়া খোলা। বিস্ময়-অচলতায় একবারটি এদিক ওদিক চাহিয়া দাঁড়াইয়াছি, শুনিলাম— উপরে আমার ঘর হইতেই কে গান গাহিতেছে;—

শুনে যা শুনে যা মরণ, কাছে এসে শুনে যা রে"
কানে কানে বল্‌ব তোরে বলিস্‌নিকো যেন কারে।
সঙ্গোপনের সরস হাওয়ায় বাদল-ঘন রাতে
তোর আসার আশায় বসে'ছিলাম দোদুল-মালা হাতে;
আঁধার ভেঙ্গে কেমন ক'রে কে এলো যে ঘরে,
তোরে মনে করে' মালা পরিয়ে দিলাম তারে।
শোন্‌রে মরণ সে এক স্বপন বাহু-পাশের বাঁধা,
অবশ আলস, হিয়ার পরশ মরণ-সুরে সাধা।
যা কিছু সব দেবার আমার আগেই দিছি তারে,
আগেই আমি মাতাল মরা বাচাল আঁখির ঠারে।

অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারের কবাট দুইটি বন্ধ করিয়া, সেইখানেই দাঁড়াইয়া সমস্ত গানখানি শুনিলাম।

এ গীত কখন্ বন্ধ হইল? সত্যই কি বন্ধ হইয়াছে? না না—আকাশের সর্ব্ব রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার শ্রবণলালসাকে উন্মত্ত করিবার জন্য ওই যে সে বাতাসের প্রতি পরমাণু ধরিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

উপরে উঠিলে আর কি গুরুর অনুসরণ করিতে পারিব?

৩৬

তবু আমি উঠিয়াছি। কখন্, কোন্ ফাঁকে, মনের কোন্ অছিলায়, এতকালের পর সেটা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

"প্রস্তুত থাক,"—মৃত্যুর স্থানকাল তুচ্ছ-করা ডাকের মত গুরুর সেই গম্ভীরস্বরের আহ্বান! উঠিবার সময়ে সেটা কি একটীবারের জন্যও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছি?

কে জানে! এখন ত আমি সন্ন্যাসী, বয়সে অশীতির উপরের বৃদ্ধ, দেহচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে, "প্রস্তুত থাক," আমার সকল ইন্দ্রিয়গুলার ভিতর দিয়া, গুরুবাক্যের প্রতিধ্বনির মত, আমার অন্তরাত্মা অবিরাম আমাকে শুনাইতেছে। এখনও কি আমি সে গুহামধ্যে প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলাম না?

"আসুন।"

গানটি তাঁহার সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। দেখি নিজেকেও লুকাইয়া কত টিপি টিপিই না পা ফেলিয়া, আমি দ্বারটির পার্শ্বে চোরের মতই যেন দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু সেই নারী? কেমন করিয়া আমাকে সে দেখিতে পাইল?

কোনও দিক্ হইতে আমার আসার নিদর্শন আমি ত বুঝিতে পারিলাম না! সমস্ত জগৎটা যেন নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গিয়াছে! কেবল একটি শব্দ—আমার বুকে অবিরাম আঘাত-করা ঘন ঘন নৃত্যশীল একটি শব্দ-তরঙ্গ—দুপ্, দুপ্, দুপ্। এই শব্দ কি এ মায়াবিনীর কানে বাজিয়াছে?

"এসো না গো!"

যেন কি এক আত্মগোপনশীল শক্তির ইঙ্গিত তাঁহার এই আবাহন-কথার ভিতর দিয়া আমাকে তাঁহার ঘরের দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইল।

তাঁহারই ঘর বলিতেছি, এখন আর সে ঘর আমার বলিতে সাহস নাই। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখি, ঘর যেন এতদিন পরে তাহার অধীশ্বরীকে পাইয়াছে। পাইয়া, সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়া তাহাকে আপনার হৃদয়ের ভিতর বসাইয়া তৃপ্তির আঁখি নিমীলনে স্থির হইয়াছে। ঘরসাজান দ্রব্যগুলা বুঝি তাঁহাকে পাইয়া মত্ত হইয়াছিল! এখন মত্ততার অবসানে সেগুলাও যে যাহার স্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

"ওখানে কেন গো, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়াছি। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলিতে আমি অশক্ত। ইচ্ছা আমার তখন স্বাধীন ছিল কি না, বলিলে পাছে ভুল হয়, আমি বলিতে পারিব না।

আমি নির্ব্বাক, শুধু তাঁহার কথা শুনিয়াছি। কথা কহি নাই, কহিতে পারি নাই। কহিতে শক্তি ছিল না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিব? যে বলিতেছে, সে কোথায়? আমি উত্তর দিলে সে কি শুনিতে পাইবে?

শুধু শুনিয়াছি—তোমরাও শুন। আর এই শোনার ভিতর হইতে আমার সে সময়ের গতিবিধির অবস্থা অনুমান করিয়া লও।

অনেকবার কৈফিয়ৎ দিয়াছি, আর একবার দিই না কেন? এ যে

সন্ন্যাসীর কৈফিয়ৎ। তোমরা নিত্য যাহা শুনিয়া আসিতেছ, এ সে শোনা নয়। যাহা দেখিয়া আসিতেছ, এ সে দেখা নয়। আমি ত আর মায়ার অনুরোধে তোমাদের মন-জোগানো কথা কহিতে পারিব না।

"দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে তুমি যেতে পার নি? তা আমি বুঝেছি। না গিয়ে ভালই করেছ। তুমি যেতে ইচ্ছা করেছিলে, তাই আমি নিষেধ কর্‌লুম না।

"আমার চোখে জল দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ? হি হি হি,—আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অনেক কাল ধ'রে ত গানটা গেয়ে আস্‌ছি। কই, কখনো এক ফোঁটা জলও ত চোখের কোণে আসেনি।"

"আজ তবে হুহু ক'রে চোখে জল এলো কেন?"

"তুমি কি মনে কর্‌ছ, এ গানের আধ্যাত্মিক কোনও মানে আছে? কিছু না। অথবা থাকৃতে পারে, আমি জানি না। কে জানে, তাও বল্‌তে পারি না। তুমি মনে কর্‌ছ, আমি রচনা করেছি? হি হি হি, তখন আমি লিখতে পড়তেই জান্‌তুম না। কে রচেছে জানি না। সে কি ভুগে লিখেছে, না সখ্‌ ক'রে লিখেছে? কিন্তু এই গানই আমার এই দশা ক'র্‌লে!"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা! উঃ! তাহার কি অসহ্য আক্রমণ! ঠিক যেন মরণোন্মুখ, বিকারী রোগীকে ঘেরিয়া নিঃশব্দে তাহার মমতার বস্তুগুলি বসিয়া আছে। বসিয়া, তাহার শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস শব্দ দিয়াও এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু তাহার একটা নিঃশ্বাসের মৃদু আর্ত্তনাদকারী শব্দে আবার সমস্ত ঘরখানা বিষাদে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

"এই গানই আমার এই দশা কর্‌লে! কে বল্‌বে, সে ভুগে রচেছে,

না ভাবে রচেছে? না, এ রচনা করা তার সখ্? কিন্তু সে ত জানে না, এ রকম শব্দভেদী বাণে কত হরিণীর বুক ভেদ হয়ে যায়।"

"কাছে এসো—বসো। দয়াময়ীর কাছটিতে কেমন ক'রে বস্‌তে? বাঃ! সে কি তোমার স্ত্রীই ছিল? তার সেই অহেতুক সেবায় কখনও কি তোমার মা'কে মনে পড়ত না?

"হাঁ—বসো—এইখানে। একটিবারের জন্য মনে কর না আমি সে। ভুবনের মা'র মুখে তাহার অদ্ভুত-চরিত্রের কথা শুনে আমার একবার দয়াময়ী হ'তে ইচ্ছা হয়েছিল।

"আর যেমন মনে হওয়া—শুন্‌তে ভয় পাচ্ছ? সে কি গো, তুমি যে ব্রহ্মচারী!" তখন ত বুঝি নাই, এখন কি বুঝিয়াছি? কিন্তু মিথ্যা কহিব কেন, তাঁহার শেষ কথায় আমার সমস্ত দেহটা—কাঁপিয়াছিল বলিতে পারি না—আমার নিদ্রিত স্মৃতির সহসা জাগরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। গুরুর আহ্বানবাণী এই সমস্যার মুহূর্ত্তে যদি আমাকে রক্ষা না করিত!

"অম্বিকাচরণ!"

আমার চৈতন্য ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিবার শক্তি আসিল।

"গুরুদেব ডাক্‌ছেন।"

"তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক্‌বেন কেন? উপরে আস্‌তে পারেন না?"

"তাঁর আস্‌বার উপায় নেই।"

বিস্মিতবৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনি তাঁর আস্‌বার পথ রোধ ক'রে এসেছেন?"

অপ্রতিভের মত আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

"ছি ছি ছি, এগুলো নিয়ে যাও বাবা, তোমার অনন্তপথের সঙ্গী।"

আমি মুখ ফিরাইতেই মায়ীজী একত্র-করা লোটা-কম্বল কাপড়গুলা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

৩৭

দ্বার খুলিতে না খুলিতেই গুরু বলিয়া উঠিলেন—"বেশ ত তুমি! আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। তোমার প্রস্তুত থাকা মানে কি ঘুমিয়ে পড়া?"

গলির আলোটা আমার বাসার দ্বার হইতে খানিকটা দূরে। আর, সেটা পূর্ব্বে বেশ উজ্জ্বল ছিল না। আলোটাকে পিছন করিয়া গুরুদেব দ্বার হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ ভালরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। না হইলেও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার পরিব্রাজকের বেশ।

আমি বলিলাম—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"আবার ভিতরে যাবার কি প্রয়োজন?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই যেন গুরু এবার বলিলেন—"তোমার কি যাবার ইচ্ছা নেই?—সঙ্কোচ কেন? যা বল্‌বার স্পষ্ট ক'রে বল। ইচ্ছা না থাকে, বল্‌তে লজ্জা কি! মর্কট-বৈরাগ্যের ত কোনও মূল্য নেই!"

"ইচ্ছা আছে, প্রভু!"

"তবে চ'লে এস! মেয়েলি পুরুষের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে বৃথা সময় নষ্ট কর্‌ছ কেন?"

"কম্বল, কমণ্ডলু—এগুলো সব নিয়ে আসি।"

গা হইতে কম্বল খুলিয়া, নিজের কমণ্ডলু ও লাঠীগাছটি সব একসঙ্গে আমার গায়ে যেন নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই নাও। আর কি তোমার চল্‌তে বাধা আছে?"

"একটু আছে বই কি বাবা! উনি ত এখনো তোমার মতন সমস্ত মায়া-মমতা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পাষাণ হ'তে পারেন নি।"

পিছন ফিরিয়া মায়ীজীর পানে চাহিতে আমার সাহস হইল না। শুধু তাঁহার কথা শুনিলাম।

আমি উত্তর দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"কি আপদ, মা বাড়ীতে আছেন, আগে বলনি কেন?"

তাঁহার পদতলে মাথা নিক্ষেপ করিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য পড়িয়া রহিলাম।

করুণামাখা-স্বরে গুরু আমকে উঠিতে আদেশ করিলেন—"সন্ন্যাস নেবার তোমার যোগ্যতা যদি এসে থাকে, তখন কোনও কারণে কারও কাছে তোমার লজ্জিত কি সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই।—মা, এইবারে আমাদের অনুমতি কর।"

"এগুলো?" বলিয়াই আমার জন্য রক্ষিত কমণ্ডলু প্রভৃতি মায়ীজী গুরুদেবকে দেখাইলেন।

গুরু বলিলেন—"ওগুলোর আর প্রয়োজন কি? এই ত অম্বিকা-চরণের সে সব আগেই পাওয়া হয়ে গেছে।"

"সে ত গুরুর শিষ্যকে দেওয়া আশীর্ব্বাদের উপহার। শিষ্যেরও ত গুরু-প্রণামী ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

"হাতে ক'রে নিয়ে দাও আমাকে অম্বিকানন্দ!"

সম্বোধনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই কি আমার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুদত্ত উপাধি?

নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার বোধ হইল, যেন সমস্ত মমতার বস্তু আমার মানস-দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে!

একটি হৃদয়-ভার-লাঘবকারী নিঃশ্বাসের ভিতরে অতীতের সমস্ত অনুভূতি গলিয়া যাইতেছে! আমার সেই পরিত্যক্ত পল্লীর সংসার—সেই আমার শূন্যঘর-পূরণের তিন তিনবারের ফলহীন প্রচেষ্টা, দগ্ধ সংসারের সেই হীরকোজ্জ্বল উত্তপ্ত ভস্মাবশেষ দয়াময়ী ও তাহার বুকে-ধরা কন্যা—আর এ কাশীধামে আমার বানপ্রস্থকে বিব্রত-করা—রাণী, সিদ্ধেশ্বরী, পরম কল্যাণময়ী ভুবনের মা, আর তাহার জগদম্বার স্নেহে বাঁচাইয়া তোলা গৌরী—আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

"সমস্ত মমতার শ্বাস এইবারে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও, সন্ন্যাসী!"

কে বলিল, কি জানি কেন, বুঝিতে না পারিয়া একটা বিপুল চমকে মুখ ফিরাইতেই দেখি, সেই প্রহেলিকাময়ী নারী ঘুমন্ত গৌরীকে কাঁধের উপর ধরিয়া ভাবাবিষ্টার মত কবাটে এক হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

"ও গো মা, আর দেখা ভাগ্যে ঘটে কি না ঘটে, প্রণাম ক'রে নে।"

অতি কষ্টে পা দুইটাকে দ্বারের বাহিরে আনিয়া নীরবে ভুবনের মা আমাকে প্রণাম করিল।

"হ'ল ত অম্বিকানন্দ? এইবারে চল।"

"দেখছ কি ঠাকুর, এ তোমার দয়াময়ীর দান। নমস্কার।"

গুরুর পিছন পিছন দুই চারি পদ চলিতে না চলিতে কবাট বন্ধ করার শব্দ আমার কানে গেল।

আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

কেন? গৃহ আমাকে চির-জীবনের জন্য বিতাড়িত করিল, না ক্ষুদ্র শিশু আমার নির্ম্মমতায় মুখ ফিরাইল?

৩৮

কাশী হইতে বাহির হইয়া তিনি বৎসর। এই তিন বৎসরে গুরুর সঙ্গে ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিলাম। এই তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণের পথে একটি বারের জন্যও কি আমার কাশীর—সংসারের কথা মনে উঠে নাই ? ভুবনের মা, সিদ্ধেশ্বরী, যোগিনী, রাণী, সেই বারান্দায় ছুটোছুটি করা শিষ্ট ছেলেটী, আর তার মায়ের কোলে ওঠা মায়ের মমতার প্রবল অংশীদার গৌরী—একজনকেও কি একমুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি নাই ? স্মরণে আসিতেছেন। আসিলেও কিন্তু ক্ষতি ছিলনা। তখনও আমি ব্রহ্মচারী।

চতুর্থ বৎসরে নাসিকে কুম্ভমেলা সেই খানে গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিলেন। নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলাম। বিরজা হোম—প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে এষণাত্রয়—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—ইন্দ্রিয়াদির সুখাভিলাষ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা—এক-কথায় সংসারে আবদ্ধ করিবার যা কিছু সমস্ত ওই হোমানলে আহুতি দিলাম। পূর্ণাহুতির মুখে সর্ব্বোচ্চ অনল-শিখায় তড়িদ্দীপ্তির মত গৌরীর মুখের মত একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল। কি তার শান্ত করুণদৃষ্টি ! যুগযুগান্তের আবেদন পূরিয়া আমাকে কি যেন বলিবার জন্য চাহিয়া আছে !

ক্ষণেকের জন্য আমাকে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইতে হইল।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখ হইতে বিনির্গত গুরু গম্ভীর স্বরের প্রশ্ন—"দাঁড়াইলে কেন অম্বিকানন্দ ?"

"একটা মায়া—"

"ও শিখা সিংহাসনে মায়ার বসিবার স্থান নাই।"

কথার অর্থ বুঝিয়া লইলাম, গৌরীমুখ দর্শনের বাসনা বাসনা নয়।

*　　*　　*　　*

এইবারে আমি সম্পূর্ণরূপেই আত্মনির্ভর। এখন হইতে আমি যাহাকে খুঁজিব, আমার ভিতর হইতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায়—নিজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল—গুরুর নিকট হইতে উপদেশবাণী গ্রহণ করিয়া, ভারতের যে কোনও এক মনোমত নিভৃত স্থানে আসন করিতে চলিয়াছি।

চলিবার পথে কাশী পড়িল। ভাবিলাম লুকাইয়া লুকাইয়া একবার বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া চলিয়া আসি।

*　　*　　*　　*

পথ ভুলিয়াই যেন আমার সেই বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুকটা যে কাঁপে নাই, একথা নিশ্চয় কেমন করিয়া বলিব? কেন না অনেকক্ষণ মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারি নাই।

বাহির হইতে বোধ হয় কেহ আমাকে দেখিয়াছে। কেন দাঁড়াইয়া আছি জানিবার জন্য একটি বালিকা আসিল। এগারো বারো বৎসরের না হইলে তাহাকেই গৌরী মনে করিতে আমার দ্বিধা হইত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম এবাড়ীতে তোমরা কত দিন আছ?"

পশ্চাৎ হইতে, বুঝি তার মা, প্রতিজিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"সুমুখে এস মা।"

আমার সন্ন্যাসীর বেশ, শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ—তাহার সঙ্কোচ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা, তবু সে সুমুখে আসিল না। বলিল—"কি বলতে চান বলুন?"

কথাটা কেমন বিরক্তিরই প্রকাশ বলিয়া আমার মনে হইল। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—"এবাড়ীতে ভুবনের মা বলিয়া একটি বৃদ্ধা থাকিতেন" কথা শেষ না করিতেই উত্তর পাইলাম—"কে সে আমরা জানিনা।"

"তবে দরজা দাও মা।"

বালিকা আমার মুখের দিকে একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—মায়ের আদেশের অপেক্ষা করিল না।

চলিয়া আসিতে শুনিলাম, উপরের যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘর হইতে পুরুষের কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"কেরা মেনো ?"

"একটি সন্ন্যাসী, বাবা ?"

ইহার পরই নারীকণ্ঠে—"হতভাগা মেয়ে, দোর খুলে রাখিস কেন ?"

"ওর দোষ কি, দোষ তোমার। আমি যে দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখতে বলি। সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে কত চোর এ কাশীতে ঘুরে বেড়ায় তা জানো ?"

বুঝিলাম ইহারা এ যুগের বাঙ্গালী, যাহারা সন্ন্যাসের আবরণকে সন্দেহ করে। আর বুঝিলাম, মেনোর অধিষ্ঠান ভূমিতে গৌরীর থাকিবার স্থান নাই।

*   *   *   *

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, চারিবৎসর পূর্ব্বের সেই ভীষণ নির্জ্জনতাপূর্ণ গৃহ কলরবে ভরিয়াছে।

একটি যুবককে প্রশ্ন করিলাম—"এ বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া একটি মেয়ে আছে ?"

"না।"

"ওই নামের একটি মেয়ে এ বাড়ীতে ছিল জান ?" সম্মুখের সেই গোয়ালাদের বাড়ী দেখাইয়া সে বলিল—"ওই ওদের জিজ্ঞাসা কর।"

"আপনারা এ বাড়ীতে কতদিনের ভাড়াটে ?"

"ভাড়াটে নয়, এ আমাদের কেনা বাড়ী"—

"কতদিনের কেনা ?"

"অত কথা জানবার তোমার দরকার কি ?" প্রথমটা বেশ একটু রাগের চিহ্ন। তারপর ভ্রূর আকুঞ্চনে একটু মৃদুমন্দ রহস্য—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে কিছু চিট আছে নাকি ?"

"একটু আছে বৈকি বাবা, নইলে এত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করব কেন ?"

অপ্রতিভ অথবা সদয় হইয়া যুবক বলিল—"চার বৎসর আমরা এবাড়ী কিনেছি। সিদ্ধেশ্বরী নামের কেউ এখানে ছিল কিনা জানিনে।"

বুঝিলাম পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী এবাড়ী হইতে তার ভ্রাতৃকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে।

সন্ধানে ক্ষান্ত দিয়া কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

৩৯

ইহার পর দীর্ঘ পোনেরো বৎসর। এমন স্থানে আসন করিয়াছি, যেখানে পূর্ব্বপরিচিত দিগের ভিতরে এক জনের সঙ্গেও দেখার সম্ভাবনা নাই। এক জনকেও দেখি নাই। যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা আমার অধিষ্ঠিত সেই তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া, আমাকে দেখিয়াছে, কথা কহিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশই চিরদিনের মতন। যে দুই একজনের সঙ্গে বারংবারের আলাপ তাহা উল্লেখে অযোগ্য। এক কথায় যাহাকে প্রকৃত নিঃসঙ্গের অবস্থা বলে তাহাই অনুভব করিয়াছি গুরুর সঙ্গেও এ সময়ের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় নাই, যেহেতু তাঁহারই আদেশে আমি নিঃসঙ্গ। মন্ত্রমূলং

গুরোর্ম্মূর্ত্তি। মন্ত্রেই তাঁর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া, গঙ্গাজল দিয়াই গঙ্গার পূজা করিয়াছি। কি আমার অবস্থা হইয়াছে গুরুই জানেন।

সন তেরশো চার সালের জ্যৈষ্ঠ। একদিনের বিকালে সমস্ত বাংলা কাঁপিয়া উঠিল। কত বাড়ী ঘর চূর্ণ হইয়া গেল, কত মানুষ মরিল।

এই বাংলা দেশেই ছিল আমার আসন। সেই আসন টলিয়া উঠিল। সহসা গুরুদর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মনে হইল তাঁর শরীর রক্ষার দিন আসিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃষীকেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

যাইবার পথের নিকটেই আমাদের গ্রাম। আমার সেই কত বৎসরের মমতা-সাজানো-ডালা হাতে চির আবাহনকারিণী জন্মভূমি। স্বর্গাদপি গরীয়সী যিনি, তাঁহাকে একবার দেখিয়া যাইনা কেন? বারো বৎসর অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শন সন্ন্যাসীর প্রতিও আদেশ আছে। আমি ত ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই।

আমাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন দুইক্রোশ ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার ভাল পথ নাই। যাইতে হইলে মাঠ, বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। খরণের কালে সুগম বটে, কিন্তু দুচার পশলা বৃষ্টি হইলে সে পথে চলিবার উপায় থাকিত না। তখন আষাঢ়, বর্ষার সূচনা হইয়াছে।

পথ দুর্গম হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, আমি পরবর্ত্তী ষ্টেশনের টিকিট লইলাম। সেখান হইতে গ্রাম তিন ক্রোশের কম নয়।

গ্রামের কাছের ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল, তখনই রাত্রি দশটা। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌছিতে আরও অন্ততঃ পোনেরো মিনিট। বুঝিলাম, একটার পূর্ব্বে গ্রামে পৌছানো আমার সম্ভব হইবে না।

শুক্লপক্ষের রাত্রি—যতটা মনে হয়, ত্রয়োদশী। আকাশটা পরিষ্কার ছিল

না। না আলোক, না অন্ধকার। জ্যোৎস্না যেন নিজেরই বস্ত্রাঞ্চলে নিজের মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে। আর রেলপথের উভয় পার্শ্বের প্রকাণ্ড প্রান্তর লক্ষ লক্ষ ভেকের মুখ দিয়া ঘুম পাড়ানি গান ধরিয়াছে।

গাড়ী থামিতেই, মুখ বাড়াইয়া সেই পূর্ব্ব পরিচিত স্থান দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

দেখিলাম, গাড়ী হইতে অতি অল্পলোকেই অবতরণ করিল। তাহাদের মধ্যে একি, এমন মধুর মূর্ত্তি—পূর্ব্বযুগের দেখার সেই তিনটি মুখ, স্মরণ করিয়াও—দেখি নাই বলিলে ত ভুল হয় না! মেটে জোছনাকে পরিহাস করিতেই যেন, দেখিতে দেখিতে, মুখ তার সুন্দর হইতে আরও সুন্দর হইয়া উঠিল।

তার হাতে ধরা, একটি নয় দশ বছরের ছেলে। পরিধানে তার হিন্দুস্থানীদের মত মালকোঁচা করিয়া পরা একখানি শুভ্র বস্ত্র, গায়ে একটা বোধ হয়, আদ্দির পঞ্জাবী, মাথায় পাকড়ী। মুখ সে সেই সুন্দরীর মুখের দিকে তুলিয়াছিল,—দেখিতে পাইলাম না।

তোমার বাপের বাড়ী এখান থেকে কতদূর দিদি?

"রোস্‌নারে বোকা, কাউকে জিজ্ঞাসা করি। আমি কি আর কখন এদেশে এসেছি, তা বলব।"

অমনি পশ্চাৎ হইতে কৃষ্ণবর্ণ একটি পুরুষ, মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি, দেখিয়া বোধ হইল আমারই মত বৃদ্ধ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবে গা তোমরা?"

মেয়েটি আমাদেরই গ্রামের নাম করিল।

এদিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—এ কথা বার্ত্তাটা যদি আর একটু পূর্ব্বে হইত, তা হলে পরের ষ্টেশনে আমি যাইতাম না। এখন আর আমার নামিবার উপায় নাই।

উত্তরোত্তর তাহাদের কথা অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। তবু শুনিলাম—

"সেখানে কার বাড়ী যাবে?"

উত্তর, কি চৌধুরি? মনে মনে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, আমার কন্যা? কেমন করিয়া হইবে? নামটা বুঝি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই! অথবা হয় ত, এই ত্রিশ বৎসরে আমার নামের আর কেহ আমাদের গ্রামে বাস করিয়াছে!

তবু অত্যন্ত আগ্রহে, তাহাদের আর একটা কথা শুনিবার জন্য গাড়ীর জানালা হইতে মাথা বার করিতে, বৃদ্ধকে যেন চিনিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভৈরব!"

তিন জনেই মাথা তুলিয়া সাগ্রহে যেন আমার পানে চাহিল।

আমি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছি।"

খুব দূর হইতে, বোধ হইল, ভৈরব যেন ছেলেটাকে কাঁধের উপর তুলিয়াছে।

৪০

যা ভয় করিলাম তাই, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, ষ্টেশন ছাড়িয়া পথে পা দিতে না দিতে বৃষ্টি আসিল।

এ পথটা পূর্ব্ব পথের চেয়ে অনেকটা সুগম হইলেও, সহরের পাকা রাস্তার মত সুগম নয়। তার উপর আমাদের গ্রাম এপথের ঠিক ধারে ছিল না—সেখান হইতে মাইল খানেক কাঁচা রাস্তা চলিয়া তবে গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। তাহা, আবার গাছপালায় এমন ঢাকা যে, পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত্রিতেও অমাবস্যা বুকে করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ছিল, রাত্রিকালেই জন্মভূমি দেখিয়া, পাছে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গ্রামত্যাগ করিব।

ভয়ের জন্য সংকল্প ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দোষের হইলেও, পথে পা দিয়া, প্রথমটা আমাকে ইতস্ততঃ করিতে হইল। বর্ষাকালে আমাদের দেশে বিলক্ষণই সর্পভয় আছে।

কিন্তু যখন মনে হইল, হেঁয়ালির আবির্ভাবের মত সেই মেয়েটা আমাদের গ্রামে যাইবে, তখন আর না চলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সবেমাত্র পা দশেক চলিয়াছি, পিছন হইতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কে যেন আমাকে ডাকিল—"বাবা!"

আমি মুখ ফিরাইলাম।

"কোথায় যাবেন?"

দেখিলাম স্ত্রীলোকই বটে, ষ্টেশনের সিঁড়ি হইতে আমাকে ডাকিতেছে।

বাধা পড়িল বুঝিয়া তাহার কাছে আসিলাম। সে ছিল আধা-আঁধারে, আমি আধা আলোকে—ভালরূপ বুঝিতে না পারিলেও স্বরে বুঝিলাম সে আধা-বয়সী।

"আমাকে ডাকছ?"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"তুমি কোথায় যাবে মা?"

"আমি যাব না, একটি মেয়ে গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

সেও আমাদের গ্রামের নাম করিল। "সেখানে কার বাড়ীতে গেছে সে বলতে পার ত?" "অম্বিকা চৌধুরীর।"

বুঝিতে আর আমার কিছু বাকি রহিল না। হইলামই বা সন্ন্যাসী,

বুকটা একটু কাঁপিল বইকি! অম্বিকা চৌধুরির কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতা—একটু জাগিল বইকি!

আমি আর কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "তাঁর বাপের বাড়ী।"

"তোমার সে কে হয়?"

"এমন কেউ হয় না—পথের পরিচয়।" এমন সঙ্কুচিতভাবে, দুই চারিটা ঢোক গিলিয়া কথা কয়টা সে বলিল যে, সন্দিগ্ধনেত্রে তার মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তার মুখ দেখিতে পাই নাই, সে বুঝি দেখিল। মুখ সে অবনত করিল। মনোভাব গোপন করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি সেখানে যেতে ইচ্ছা কর?"

"কতদূর হবে বাবা, এখান থেকে?"

"তিন ক্রোশের কম ত নয়ই, বরং বেশি।"

"তিন ক্রোশ!"

"পথও সুগম নয়—তার ওপর বর্ষা।"

ব্যাকুলভাবে সে বলিয়া উঠিল—"তা হলে কি হবে!"

"কি করতে হবে বল, আমিও সেই গ্রামে যাচ্ছি।"

"আমার ছেলেটি বাবা, তার সঙ্গে গেছে।"

"আগের ষ্টেশনে তারা কি নেমে গেছে?"

"আপনি দেখেছেন?"

"পথের পরিচয়—তার সঙ্গে ছেলেকে পাঠানো—এমন অসম্ভব কাজ কেন করলে মা?"

সে কোনও উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না—লজ্জায় কিম্বা দুঃখে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"কাজ ভাল করনি মা, সে পথ আরো দুর্গম।"

সে কপালে হাত দিল।

"আমি সে পথে যেতে সাহস করিনি বলে এ পথে চলেছি।"

সে এইবারে বসিয়া পড়িল।

"তাদের সঙ্গে কোনও পুরুষকে ত দেখলুম না।"

"কেউ নেই।"

"সে মেয়েটি কি একাই পথে চলাফেরা করে?"

"তাইত দেখলুম।"

"কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা?"

"প্রথম দেখা হরিদ্বারে, তখন তার সঙ্গে লোক ছিল। দ্বিতীয় দেখা এই গাড়ীতেই। সেও কলকেতায় গিয়ে ফিরে আসছিল।"

"তোমার সঙ্গে?"

"আমার মামা ছিলেন, চাকরও ছিল।"

"তিনি?"

"একগাড়ী জিনিষপত্র বলে নামতে পারলেন না। মামা বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তার ওপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়েছে। তিনি বরাবর কাশী চলে গেছেন।

"তা হলেত তুমি বড়ই বিপদে পড়েছো মা!"

"কি হবে বাবা, ছেলেকে না নিয়ে গেলে, বাড়ীতে যে ঢুকতে পারবো না!"

আমার সঙ্গে যেতে চাও?

"আপনি নিয়ে যাবেন?" বলিয়াই বারান্দা হইতে নামিয়া সে আমার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল।

৪১

পোয়াখানেক পথ আমরা অতিক্রম করিয়াছি, বেশ জোরে বৃষ্টি আসিল। দুধারে মাঠ, সারাটা পথের মধ্যে একটা আশ্রয় স্থান নাই, একটা প্রাণীর সমাগম নাই, কেবল আমি ও আমার সেই এখনো পর্য্যন্ত অপরিচিতা পথের সঙ্গিনী। আমার মাথায় ছাতি, সে এই সমস্ত পথটাই বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। পূর্ব্বে বলিবার ততটা প্রয়োজন না হইলেও এখন আমাকে বলিতে হইল—"ছাতিটে তুমি নাও মা।"

"না বাবা, বেশ যাচ্ছি।"

"না হয় আমার ছাতির ভিতর এস।"

"বেশ যাচ্ছি বাবা। আমার ছেলেও ভিজছে।" "সেই মেয়েটিও ভিজছে।"

সেই বৃষ্টি পতনের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত একটি মর্ম্ম বেদনার স্বর।

আমি তার মুখের দিকে চাহিলাম। বর্ষার মেঘ—ঠিক এমনি সময়ে অট্টহাসিতে গর্জ্জিয়া একটা আর একটার উপর চাপিয়া পড়িল। এতক্ষণ সঙ্গিনীর মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, এইবারে দেখিলাম। মেঘ গর্জ্জনের শব্দ নিবৃত্ত হইতেই বলিলাম—"এতক্ষণ চিনতে পারিনি। তাইত, তোমার সে শ্রীর যে আর চিহ্নমাত্র নেই সিদ্ধেশ্বরী।"

বিপুল বিস্ময়ে সে আমার মুখের পানে চাহিল। বুঝিলাম প্রাণপণে সে আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"চিনতে পারছ না?"

সে আর কোনও উত্তর না দিয়া, প্রবল বৃষ্টির জল, পথের কাদা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমার কাদাভরা পায়ে মাথা লুটাইল। আর সে কি ক্রন্দন! ওঠ মা—ওঠ, পায়ে মাথা দেবার এ স্থান নয়! কে শোনে? অতিকষ্টে পায়ে সবলে জড়ানো তার হাত ছাড়াইলাম। অতিকষ্টে উঠাইলাম।

"ধৈর্য্য ধর, মা, আমি সব বুঝেছি। ছেলেটি—"

ইহারই মধ্যে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, আমি কথা শেষ করিতে না করিতে সে বলিল—"ছ বৎসর স্বামি। সেবার ভাগ্য পেয়েছি-কাশীতে আমারই সুমুখে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে ওই বালকই তাঁর মুখাগ্নি করবার ভাগ্য পেয়েছে।"

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে সে মেয়েটার পরিচয় তুমি ত জানো সিদ্ধেশ্বরী।"

সে আবার আমার পায়ে পড়িতে গেল। আমি ধরিয়া ফেলিলাম। বুঝেছি মা, পরিচয় তার নিতে পর্য্যন্ত তোমার সাহস নেই।"

"বাবা! ও ইচ্ছা করলে, তবু এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমার পরিচয় লোকে জানলে ছেলের হাত ধরে' গাছতলায় দাঁড়ানো ভিন্ন যে আমার গতি থাকবে না। আমার মামার ছেলে পুলে কিছু নেই, যথেষ্ট সম্পত্তি তাঁর, ওই বালকই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

"তোমার কোনও দোষ নেই মা!"

"চোখের ওপর তাকে দেখছি, মা বলে বুকে তোলবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছি, হাত বাড়াতে পারছি না।"

"কি রকম সে আছে জানো?"

"আপনি কি তাকে দেখেন নি?"

"এই বিশ বৎসরের ভিতর এক দিনের জন্যও না।"

"তা হলে একবার দেখুন।"

"দেখবার কি সে যোগ্য?"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"পাপ-ঔরসে পাপ-গর্ভে অমন দেবীর জন্ম কেমন করে হয়েছিল!"

"জলে ভেসে গেল মা, একটু এগিয়ে চল, যদি পাই একটা আশ্রয় খুঁজে নি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল—"মিছে কইব কেন বাবা, তাকে পরিচয় জানাতে ভয় পাই।"

"তার বিবাহ হয়েছে?"

"কেমন করে হবে?"

এই বিশ বৎসর কোথায় সে ছিল, কেমন করিয়া ছিল, জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম সিদ্ধেশ্বরী ক্রমশঃ কাতর হইতেছে। ইহার পরেই জানিব। গৌরীর সঙ্গে কি আমার সাক্ষাত হইবে না?

তবে একটা কথা জানিবার কৌতূহল হইল। "হাঁ সিদ্ধেশ্বরী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অন্তর্য্যামিনীর মত মেয়েটা বলিয়া উঠিল—"আমি ঠিক্ আছি কি না জানতে চান" বলিয়াই, বালিকা কন্যা যেমন পিতার সম্মুখে, অসঙ্কোচে আপনার ঊর্দ্ধদেহের সমস্ত বসন উন্মুক্ত করিয়া দিল।

"মা! তোমার কপালের দাগ না দেখলে, আমি কিছুতেই তোমাকে সিদ্ধেশ্বরী বলে চিনতে পারতুম না।"

"আপনি যে আমার পুনর্জ্জন্ম দান করে এসেছেন বাবা! সেই অভাগিনীর মত আমিও যে অম্বিকা চৌধুরীর কন্যা।"

দেখিলাম, ব্রহ্মচর্য্যের প্রচণ্ড কঠোরতায় পূর্ব্বের সেই অপূর্ব্বসুন্দরী

যুবতী এই বিশ বৎসরের মধ্যে আপনাকে কঙ্কালসার বৃদ্ধার মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছে।

সিক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে করিতে, সে বলিয়া উঠিল—

"সে সিদ্ধেশ্বরী কি এখন বেঁচে আছে বাবা ?"

কথাটা শুনিয়া সেরূপ অবস্থার ভিতরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—আগেকার সিদ্ধেশ্বরীকে ত দেখি নাই! যাকে দেখে-ছিলুম, যার মুখ থেকে সে তেজের কথা শুনেছিলুম, আমার সে কন্যা এই যে বেঁচে রয়েছে।

৪২

আরও ক্রোশ খানেক পথ চলিয়া একটা গ্রামের কাছে উপস্থিত হইতেই এমন মুষলধারে বৃষ্টি আসিল যে, আমাদের কোনও একটা আশ্রয় না লওয়া ভিন্ন গতি রহিল না। সমস্ত পথ ঘাট জলে ভরিয়া গেল, চারিদিকে যেন নদীর স্রোত চলিয়াছে।

ছেলের ভাবনায় সিদ্ধেশ্বরী পাগলের মত হইল, তবু চাই আশ্রয়। এক পদ অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে যেখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার অতি নিকটেই ছিল গ্রামের হাট।

অতি কষ্টে সিদ্ধেশ্বরীকে একরূপ কাঁধে করিয়াই সেখানেই উপস্থিত হইলাম। একটা দোকানের দাওয়ায় আশ্রয় মিলিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুত্রের চিন্তায় মৃতপ্রায়। তাহাকে আশ্বাস দিতে বলিলাম—"ভগবানকে স্মরণ কর মা, তিনিই তোমার পুত্রকে রক্ষা করবেন।"

অনুমান পাঁচ মিনিট সময় আমরা দাঁড়াইয়াছি বৃষ্টিও একটু কমিবার মত হইয়াছে, দেখিলাম বিপরীত দিক হইতে কে একজন আলো হাতে আমাদের দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিতেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ, কাঁধে তার সেই বালক—একটা প্রকাণ্ড 'টোকায়' মাথা তার ঢাকা—এক খানা চলন্ত ঘরের মত আসিতেছে।

"এই দিকে এস ভাই!"

"কে তুমি গা?"

"এই দিকে এসো।—এসো ভিতরে।"

দাওয়ায় উঠিবার আগে সে লণ্ঠন রাখিল। তার পর টোকা, তার পর বালক।

"চোখ মেলে চাও সিদ্ধেশ্বরী, তোমার ছেলে এসেছে।"

"মণিমোহন?" সিক্ত বস্ত্রেই সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে বুকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইল। "আপনি নেয়েছ ছেলেকে আর নাইয়ো না। দেখছ না, বৃদ্ধ কি যত্নে তাকে নিয়ে এসেছে?" বলিয়াই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই মেয়েটি?

"তুমিই কি বাবা আমাকে ভৈরব বলে ডাকছিলে?"

বলিয়াই লণ্ঠনটা সে আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তীব্র দৃষ্টি কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"ঠিক কি তোমাকে আমি চিনতে পারছি, দাদাঠাকুর?"

জাতিতে ভৈরব বাগ্‌দী। বাল্যে সে আমাদের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিত। আমাকে সে বড় ভালবাসিত। প্রায়ই সে আমার বয়সী। আমিই বোধ হয় দু এক বছরের বড় ছিলাম। তার সঙ্গে নূতন পরিচয় করিয়া কথা কহিবার আমার অবকাশ ছিল না। আমি এক বারেই বলিলাম—"ভৈরব ভাই, আমার সে মেয়েটি?

"সত্যিই কি সে তোমার মেয়ে, দাদাঠাকুর ?"

"এ কথা তোলবার কি প্রয়োজন হয়েছে ভৈরব ?"

"প্রয়োজন না হলে জিজ্ঞাসা করব কেন ?"

তুমি ত, শুনেছি, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছ !"

"এখনি বা কি দেখছ ?"

"তাতো দেখছি, তবে মেয়ে পেলে কোথা থেকে ?"

"কেন, কেউ কি তার অপমান করেছে ?"

ভৈরব উত্তর দিতে না দিতে বালকটা, গ্রামবাসীদের কাছে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে শুনাইয়া দিল। বুঝিলাম, পতিতার গর্ভজাত পতিতা বোধে, এরূপ দুর্দ্দিনেও কেহ তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পরন্তু আমার মর্কট বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া, গৌরীকে এবং ওই বালককে তাহারা অনেক তীব্র ভাষা শুনাইয়াছে।

"তাকে কোথায় রেখে এলে ভৈরব ?"

"মাকে আনবার ঢের চেষ্টা করলুম, কিছুতেই সে এলোনা।"

"কোথায় সে রইল ?"

"সে তোমার সেই পোড়া ভিটেয়, সেই পোড়া ঘরের ঢিবির উপর বসে আছে।"

"এই জলে ?"

"এখন আর জল কই দাদাঠাকুর, বৃষ্টি ত থেমে গেল। ওঠাবার ঢের চেষ্টা করলুম, সাপের ভয় দেখালুম—কিছুতেই যখন উঠলো না, তখন বুড়ীকে তার কাছে বসিয়ে এই ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি।"

সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"আপনি যান বাবা ?"

"ভৈরব! এই ছেলেটিকে আর এই তার মাকে ষ্টেশনে দিয়ে আসতে পারবে ?"

"ষ্টেশনে দিতেই বেরিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে ভাগ্যে এখানে দেখা হয়ে গেল।"

"আমি আসি সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়াই 'দাওয়া' হইতে একরূপ ঝাঁপ দিয়া নীচে আসিলাম।

ভৈরব লণ্ঠনটা সঙ্গে দিতে চাহিল। আর তার সঙ্গে দেখা হইবে কি না, না হইলে কোথায় রাখিব ভাবিয়া লণ্ঠন লইলাম না। কিছুদূর যাইতেই বিবেক আবার আমাকে ফিরাইয়া আনিল।

"ভৈরব! তুমি পরমাত্মীয়ের কাজ করেছ, তবু তোমাকে যে আমি কিছু দিতে চাই।" সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"সে আমি দেব বাবা!"

ভৈরব বলিল—"কেন? তোমাদের কাউকেও কিছু দিতে হবে না। মা দিতে এসেছিল, আমি নিইনি। সে যে তোমার মেয়ে বলে আমাকে পরিচয় দিয়েছে দাদাঠাকুর!"

"ভাই তুমি ধন্য।"

"কেবল একবার বল সে তোমার কন্যা। তা হলেই বুঝি আমার পরিশ্রম সার্থক।"

"ভৈরব! সীতা জনক রাজার কে ছিল? একবার আলোটা ধরে দেখ তার মমতায় সন্ন্যাসীর চোখে কত জল!"

শিগ্গির যাও, আমার সীতা মায়ীকে রক্ষা কর।"

৪৩

"গৌরী, গৌরী!"

সম্মুখে অম্বিকা চৌধুরীর সোনার সংসারের দগ্ধাবশেষ। ত্রিশ বৎসর পরে। বাড়ীর সর্ব্বস্থান জঙ্গলে ভরিয়াছে। যেখানে আমার স্ত্রী কন্যা

পুড়িয়া মরিয়াছিল, সেইটুকু কেবল মুক্ত আছে। ত্রিশ বৎসরের অবিরাম আক্রমণেও একটি তৃণ পর্য্যন্ত সে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

মেঘ চলিয়া গিয়াছে ফুট ফুটে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাসি মিশাইয়া প্রচণ্ড মায়া সেই স্তূপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার পনেরো বৎসরের তপস্যাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আর দণ্ড খানেক থাকিলে আমার বুক বুঝি নিস্পন্দ হইবে! কই, এত স্পন্দন আর কবে জীবনে আমি অনুভব করিয়াছি?

গৌরী—গৌরী! কোথায় তুই গৌরী?

গৌরী আশ্রয় হারা, পরিচয় খুঁজিতে আর কোথায় বুঝি চলিয়া গিয়াছে!

একবার যখন সে বিতাড়িত, তখন নিশ্চয় সে প্রতিবেশীদের কাহারও বাড়ীতে যায় নাই বুঝিয়া, গ্রাম প্রান্তের ভৈরবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে জানিলাম, ভৈরবের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৌরী আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়াছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ আমি। তবু যুবার বল দেহে বাঁধিয়া সেই অভাগিনীর অনুসরণ করিলাম।

যে পথে চলিবার ভয়ে আমি অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ছিলাম, সেই পথে চলিয়াছি। প্রতি পদস্খলনে গৌরীর অবস্থা মনে তুলিয়া নিজের সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছি।

তবু মা, তোকে আমি ধরিতে পারিলাম না! ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, মাত্র মিনিট দশেক আগে একটি মহিলা, সঙ্গে এক বৃদ্ধা, ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

আর কোথায় তাকে খুঁজিব? অবসন্ন দেহে ষ্টেশনের একটা স্থানে শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

আর একদিন পূর্ব্বে যদি হৃষীকেশে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হইত। উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গুরু দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

গৌরীর চিন্তা আমার তপস্যা পণ্ড করিল। গৌরীর অন্বেষণ আমাকে গুরুদর্শন হইতে বঞ্চিত করিল।

যা হতভাগী, তোর নিরর্থক জীবন, আর তোকে মনের কোনেও আমি আসিতে দিব না।

৪৪

ইহার পর তিন মাস। গুরুর তপস্যার স্থানে বসিয়া উত্যক্ত মনকে আবার শান্ত করিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া আমি ত সংসারের কাছে মরিয়াছি! মরা কি কখন পৃথিবীর কোথায় কি হইল জানিতে আসে?

আশ্বিন মাস। হিমালয়ে শারদীয়া প্রকৃতি। ফুলে ফুলে সমস্ত গিরি উপত্যকা ভরিয়া গিয়াছে। হিম-নদী গলিয়া গলিয়া গৌরিক-বরণের উচ্ছ্বাস লইয়া মেদিনীকে শুনাইতে ছুটিয়াছে, পার্ব্বতী কৈলাস হইতে তাঁর পিতৃগৃহে আসিতেছেন।

এই সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ। দূর প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যে যার গৃহে ছুটিয়া আসে।

ভিখারী উমা-মেনকার সংবাদ গানে বহন করিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে

ঢালিয়া যায়। বালক বালিকারা নানা বর্ণের বসনে সাজিয়া ওই গিরি-প্রকৃতির মাথায় ধরা ফুলের মত বাংলার ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠে।

আমি বাঙ্গালী। এ আনন্দ উপভোগের লোভ সংবরণ বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। চণ্ডী দেবীকে দেখিতে, আসন ছাড়িয়া আমি হরিদ্বারে আসিয়াছি।

আসিবার তৃতীয় দিবসে পাহাড়ের অধিত্যকার প্রান্ত হইতে উত্থিত সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের শোনা গান—"শুনে যা শুনে যা মরণ"—সেই পরিচিত কিন্নরী কণ্ঠ! তপস্বিনীর সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল না, যাইতে পারিলাম না। যাইলে গঙ্গার আরতি দেখা হইবে না।

পরদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া তপস্বিনীর আবাসে উপস্থিত হইয়াছি। সে আবাস একটা গুহা। দূর হইতে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে মানুষের বাসের চিহ্ন যদি না দেখিতে পাইতাম, তাহাকে অতিক্রম করিয়া নিষ্ফল প্রয়াসে আমাকে ফিরিতে হইত।

গুহা মুখে একখানা গৌরিক-বস্ত্র বাতাসে উড়িতেছিল। গুহা-মধ্যে—একখানা ছিন্ন কম্বল, একটা কমণ্ডলু, দু চারিখানা পুস্তক—সমস্তই শাস্ত্র গ্রন্থ। আর কতকগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ।

মানুষের বাসের নিদর্শন আছে, কিন্তু মানুষ নাই। তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গুহাধিকারিণী হয় ত স্নান করিতে গিয়াছে, সত্বরই ফিরিবে। অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? একঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। তখনও যখন কেহ আসিল না, কি করি, গুহামধ্য হইতে টানিয়া ছড়ানো কাগজগুলা বাহির করিলাম। একখানা খুলিতে দেখি, চিঠি।

"আয় গৌরী, আয় বোন্ ফিরিয়া আয়। মা মরে, আমিও মরিতে বসিয়াছি। এতদিন তোর অবস্থা না জানিয়া মনে মনেও তোর উপর যা অত্যাচার করিয়াছি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার যা আছে, সব তোকে দিয়া যাইব। দুই লক্ষ টাকা আয়ের মালিক হইলেও কি সমাজে তোর স্থান হইবে না?

তোমার স্নেহ বঞ্চিত তোমার চেয়েও অভাগ্য

ললিত

পুঃ—যদিই এই পাপ সংসারে পুনঃ প্রবেশে তোমার ইচ্ছা না হয়, বাবা তোমাকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তার কি ব্যবস্থা করিব জানাইলে বাধিত হইব।"

পত্রখানা হাতে ধরিয়া স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

আর একখানা জড়ানো কাগজ খুলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, পাহাড়ের অন্তরাল হইতে আগত একটি গীতের অনুচ্চ আলাপ আমার কানে আসিল।

একটু পরেই—"কে বাবা তুমি?"

ভাবিয়াছিলাম গৌরীকে দেখিব, দেখিলাম তপস্বিনী।

নিকটে আসিয়াই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই সস্মিতমুখে আমাকে প্রণাম করিলেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ কেহ কাহারও সঙ্গে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। ক্ষণেক নীরব রহিয়া যোগিনীমাই প্রথম কথা কহিলেন—"ভাগ্যবশে যখন আপনাকে দেখতে পেয়েছি, যেটার আশা এজীবনে আমার ছিল না, তখন এ কন্যার আশ্রমে আপনাকে ভিক্ষা নিতে হবে।"

"আমারও আজ বহুভাগ্য মা!"

অত্যন্ত উল্লাসের সহিত তপস্বিনী বলিলেন—"তা হ'লে একটু বসুন, আমি নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি।"

"আমাকেও একবার নীচে যেতে হবে মা! মায়াদেবীকে একটা অঞ্জলি দিতে হবে।"

"ঠিক্, আজ যে বিজয়া, আমার ত মনে ছিল না! চলুন, আপনার সঙ্গে মা মায়াকে আমিও একটা অঞ্জলি দিয়ে আসি।"

"তুমি ত চির মায়ামুক্ত মা!"

"আর আপনি?"

গৌরীর মায়া ত এখনো ভুলতে পারিনি!

"গৌরীর মায়া কি মায়া, স্বয়ং শঙ্কর যাকে ত্যাগ করতে পারেন না, বাবা?"

এ হেঁয়ালির কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী কি তার পিত্রালয়ে ফিরে গেছে?"

কোনও উত্তর না দিয়া আঁচল হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, যোগিনী মা আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন। বলিলেন, "নীচে যাবার বিশেষ প্রয়োজন, এই খানাকে ডাকে ফেলে দেওয়া। আপনি একবার পড়ুন।"

পত্র হাতে করিতে হাতটা কেন কাঁপিয়া গেল! হাতটাকে একটু স্থির করিয়া পত্র পড়িলাম।

"বেশ্যা হইবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম, পারিলাম না। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলাম, এক বুড়ী সন্ন্যাসিনীর জন্য পারি নাই। জানিতাম, আমাদের মত অভাগিনীর মুক্তি লাভের এই দুইটা মাত্র পথ আছে। অবশ্য স্বধর্ম্মে যদি থাকিতে চাই, অর্থাৎ একটা বিয়ে মাত্র করবার জন্য যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করি।

"সেই বুড়ী আমাকে এক বুড়া সন্ন্যাসীর পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছে। সে বুড়া আমাকে, মরিবার একটা ভাল উপায়, শিখাইয়া দিয়াছে।

"সেই উপায় অবলম্বনে ধীরে ধীরে মরণের পথে চলিয়াছি! যাহাকে বাপ বলিতে পারিলে ধন্য হইতাম, তাহার দেশে গিয়াছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হয়।

সেই জ্বর যক্ষ্মায় দাঁড়াইয়াছে।

মাকে মরিতে বল। তুমি—বিবাহ কর।

যেখানে চিরকুমারীর স্থান নাই, সেখানে সম্পত্তি লইয়া কি করিব?

"মাকে আমার শত সহস্র প্রণাম দিও। ইতি।

মুচির মেয়ে—গৌরী।

উত্তরকাশী, আশ্বিন সন ১৩০৪।"

হায় ব্রজমাধব, বালিকাকে সম্পত্তি দিয়াছ, পরিচয় দিতে পার নাই।

"তা হলে গৌরী আর নেই?"

উপর দিকে হাত তুলিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"এখানে থাকবেনা কেন বাবা? এযে গৌরীর চিরাধিষ্ঠিত পিত্রালয়। যেখানে না থাকবার সেখানে নেই!"

দীর্ঘশ্বাস—শত চেষ্টাতেও রোধ করিতে পারিলাম না।

"কাশী হইতে বিদায় লইবার সময় গুরুদেবের সে আদেশটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা!"

"ঠিক বলেছ জ্ঞানময়ী? মমতার সমস্ত শ্বাস গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও সন্ন্যাসী!"

সমাপ্ত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত

ঐতিহাসিক নাটক।

(১) **প্রতাপাদিত্য**। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বীরের কীর্ত্তিকাহিণী, বাঙ্গালার বিজয়কেতন। মূল্য ১৲।

(২) **বাঙ্গালার মসনদ**। বাঙ্গালার রাজশ্রীর পরিচয়। মূল্য ১৲।

(৩) **আহেরিয়া**। রাজপুত। উৎসব মূল্য ১৲ টাকা।

(৪) **বঙ্গেরাঠোর**। এক রাঠোর জমিদার পরিবারের রোমাঞ্চকর বীরত্ব কাহিনী। মূল্য ১৲ টাকা।

(৫) **চাঁদবিবি**। বিজয়নগরের চাঁদ সুলতানার বীরত্ব কাহিণী। মূল্য ১৲ টাকা।

(৬) **রঞ্জাবতী**। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের উপাখ্যান। মূল্য ১৲।

(৭) **খাঁজাহান**। মালবের নবাব খাঁজাহান লোদীর অপূর্ব্ব আত্মাহুতি, অনুপম প্রেমকাহিনী। মূল্য ১৲ টাকা।

(৮) **পদ্মিনী**। পদ্মিনী দেবীর পরিচয় নিস্প্রয়োজন। মূল্য ১৲।

(৯) **অশোক**। সম্রাট অশোকের একটী চিত্র। মূল্য ১৲।

(১০) **আলমগীর**। ঔরংজীবের রাজত্বের একটি ঘটনা মূল্য ১৷৷৹

বিদুরথ—বৌদ্ধ যুগের একটি সুন্দর নাটক। মূল্য ১৲

উপন্যাস।

(১) **পুনরাগমন**। অলৌকিক উপন্যাস বাঁধাই মূল্য ১৷৷৹।

(২) **নিবেদিতা**। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বেকার সমাজচিত্র, মূল্য ২৷৷৹।

(৩) **বিরামকুঞ্জ**। কয়েকটা ছোট গল্পের সমষ্টি। মূল্য ৸৹।

(৪) **দুর্গা**। গল্পচ্ছলে মা দুর্গার সুন্দর উপাখ্যান মূল্য ৸৹।